মাসিক

আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন তোমার মধ্যে চারটি বস্তু থাকবে, তখন দুনিয়ার সবকিছু হারিয়ে গেলেও তোমার কোন ক্ষতি নেই : (১) আমানত রক্ষা (২) সত্য কথা (৩) সুন্দর চরিত্র এবং (৪) হালাল উপার্জন (আহমাদ হা/৬৬৫২)।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২২তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা
এপ্রিল ২০১৯

Contents

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২২তম বর্ষ — ৭ম সংখ্যা
রজব-শা'বান — ১৪৪০ হিঃ
চৈত্র-বৈশাখ — ১৪২৫-২৬ বাং
এপ্রিল — ২০১৯ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** — ০২

◈ **প্রবন্ধ :**

♦ ধন-সম্পদ : মানব জীবনে প্রয়োজন, সীমালংঘনে দহন *(২য় কিস্তি)* — ০৩
-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

♦ বৈঠকের আদব বা শিষ্টাচার — ০৭
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

♦ হিন্দু শব্দের শাব্দিক, পারিভাষিক ও ঐতিহাসিক স্বরূপ বিশ্লেষণ — ১৪
-অনুবাদ : আবু হিশাম মুহাম্মাদ ফুয়াদ

♦ তাহাজ্জুদের ন্যায় ফযীলতপূর্ণ কতিপয় আমল — ১৮
-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

◈ **অর্থনীতির পাতা :**

♦ দুর্নীতি ও ঘুষ : কারণ ও প্রতিকার *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* — ২৩
-কামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী

◈ **মনীষী চরিত :** ♦ মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কাসেম সায়েফ বেনারসী *(পূর্ব প্রকাশিতের পর) -ড. নূরুল ইসলাম* — ২৬

◈ **ভ্রমণ স্মৃতি :** ♦ দক্ষিণের দ্বীপাঞ্চলে — ৩৩
-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

◈ **কবিতা :** — ৩৮

♦ কুরআনে সাম্যের বিধান ♦ আমাদের অপরাধ
♦ ছেড়ে দে পাপ ♦ প্রথম খলীফা

◈ **সোনামণিদের পাতা** — ৩৯

◈ **স্বদেশ-বিদেশ** — ৪০

◈ **মুসলিম জাহান** — ৪২

◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** — ৪৩

◈ **সংগঠন সংবাদ** — ৪৪

◈ **প্রশ্নোত্তর** — ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

Contents

নিউজিল্যাণ্ড ট্রাজেডী : চরমপন্থার পরাজয় ও মানবতার বিজয়

গত ১৫ই মার্চ'১৯ শুক্রবার নিউজিল্যাণ্ডে ক্রাইস্টচার্চের ডিন্স এভিনিউ-এর হ্যাগলি পার্কের নিকট 'আল-নূর' মসজিদে ৪২ জন মুছল্লীকে ব্রাশফায়ারে হত্যা করার পর গাড়ী চালিয়ে ৩ মাইল দূরে 'লিনউড' মসজিদে গুলি চালিয়ে আরও ৮ জনকে হত্যা করে ২৮ বছর বয়স্ক ব্রেন্টন ট্যারান্ট নামক অস্ট্রেলিয় নাগরিক এক শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী চরমপন্থী খ্রিষ্টান। মাত্র ৫ মিনিটের জন্য সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যান সফররত বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সদস্যবৃন্দ। উক্ত সন্ত্রাসী নিজে থেকে হেলমেটে ক্যামেরা লাগিয়ে পুরো হামলার দৃশ্য লাইভে সম্প্রচার করে। ১৭ মিনিট ধরে চলা এই হামলাকে অপরাধ বিশেষজ্ঞরা 'ঠাণ্ডা মাথায় খুন' বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ঘটনার পরপরই তাদের পূর্বনির্ধারিত শনিবার থেকে শুরু হ'তে যাওয়া ৩য় টেস্ট বাতিল করে দেশে ফিরে এসেছেন। নাঈম রশীদ নামের একজন পাকিস্তানী যুবক হামলাকারীর উপর ঝাঁপিয়ে না পড়লে হামলা হয়তো দীর্ঘায়িত হ'তে পারত। নাঈম রশীদ নিহত হয়েছেন, কিন্তু তার দেশ পাকিস্তান আজ তাকে নিয়ে গর্বিত। তাকে সর্বোচ্চ সম্মানিত করার ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। অতঃপর হামলাকারী পরবর্তী টার্গেট হিসাবে 'লিনউড' মসজিদে গিয়ে প্রবেশরত মুছল্লীদের উপর গুলি চালনা শুরু করলে আব্দুল আযীয (৪৮) নামক জনৈক আফগান মুহাজির তাকে ধাওয়া করেন। তাতে সে ভয়ে গাড়ীতে উঠে পালিয়ে যায়। এরি মধ্যে সে ৮জন মুছল্লীকে হত্যা করে। ৩৬ মিনিটের মাথায় সে প্রশিক্ষণার্থী দু'জন পুলিশের হাতে গাড়ীসহ গ্রেফতার হয়। পরদিন হাতকড়া লাগিয়ে তাকে আদালতে নিয়ে গেলে সে আঙ্গুল দিয়ে 'ওকে' চিহ্ন দেখিয়ে বলতে চায় যে, 'বিশ্বজুড়ে শ্বেতাঙ্গরাই সেরা'। তার চেহারায় আদৌ কোন অনুতাপের চিহ্ন দেখা যায়নি। সে ছিল প্রচণ্ড অভিবাসী বিদ্বেষী এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ভক্ত। হামলার ১০ মিনিট পূর্বে সে সেদেশের প্রধানমন্ত্রী বরাবর তার ৭০ পৃষ্ঠার ই-মেইল বার্তা পাঠায়। একইসাথে আরও ৩০টি স্থানে বার্তা পাঠায়। তার ১৬ হাযার শব্দের ইশতেহার চরম বর্ণবাদ, যৌনতা ও সহিংস মন্তব্যের জন্য কুখ্যাত ৮টি চ্যানেল ম্যাসেজ বোর্ডে পোস্ট করে। যদিও সেগুলি দ্রুত ডিলিট করার জন্য কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিয়েছে বলে প্রকাশ। নিউজিল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড় ওমর ফারূক মসজিদের চেয়ারম্যান আহমাদ ভামজী দাবী করেন যে, এই হামলার নেপথ্যে ছিল ইস্রাঈলী গোয়েন্দা সংস্থা 'মোসাদ'। তিনি বলেন, হামলাকারী ব্রেন্টন ট্যারান্ট 'জায়নবাদী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান' থেকে অর্থের যোগান পেয়েছিল। যদিও সেদেশের ইস্রাঈলী দূতাবাস সেটি অস্বীকার করেছে। নিউজিল্যাণ্ডের আইন অনুযায়ী হত্যাকাণ্ডের আসামী ১০ বছর কারাদণ্ড ভোগের পর ক্ষমা পেয়ে মুক্ত হ'তে পারে। তবে আমরা এই হত্যাকারীর দ্রুত মৃত্যুদণ্ড দাবী করছি।

শুক্রবারের হামলার একদিন পর রবিবার সেদেশের ডানেডিন বিমান বন্দরে একটি সন্দেহজনক ব্যাগ পাওয়া যায়। তাতে বিমানবন্দরের কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। একইদিন সেদেশের 'অকল্যাণ্ড' শহরের একটি রেল স্টেশনে হিজাব পরিহিতা মুসলিম দুই তরুণী বোনকে জনৈক দুর্বৃত্ত অপদস্থ করে। তাদের উদ্দেশ্যে তিক্ত ভাষায় সে গালি দিয়ে বলে, 'তোরা তোদের দেশে ফিরে যা'। পক্ষান্তরে সেদেশের সাধারণ মানুষ আল-নূর মসজিদে হামলায় শহীদদের প্রতি সমবেদনা জানাতে হ্যাগলি পার্কে প্রতিদিন সমবেত হচ্ছেন। যাদের একজন বলেন, 'যেকোন বিবেচনাতেই ঐ ঘটনা ছিল ভুল। হতাহত ব্যক্তিরা নিউজিল্যাণ্ডে এসে আমাদের অংশে পরিণত হয়েছেন। তারা আমাদেরই লোক'। নিহত মুছল্লীরা সবাই বাংলাদেশ, পাকিস্তান, সঊদী আরব, ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্তান, তুরস্ক ও ইরানের নাগরিক। বাংলাদেশের ৫জন নিহত ও ৫জন আহত হয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, নিউজিল্যাণ্ডের ক্রাইস্টচার্চে সন্ত্রাসী হামলার পরদিন শনিবার অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ডের 'বায়তুল মাসরূর' জামে মসজিদে ২৩ বছর বয়সী এক যুবক গাড়ী নিয়ে প্রবেশ করে। যাতে মসজিদের গেটের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। অতঃপর ড্রাইভিং সিটে বসেই সে ভিতরের মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে আক্রমণাত্মক ভাষায় চিৎকার দিয়ে গালি দিতে থাকে। সাথে সাথে পুলিশ এসে তাকে গ্রেফতার করে। একইদিন শুক্রবার জুম'আর ছালাত চলাকালীন সময়ে পূর্ব লণ্ডনের একটি মসজিদের পাশে নীল গাড়ীতে করে ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সী তিনজন শ্বেতাঙ্গ যুবক এসে মুছল্লীদের 'সন্ত্রাসী' আখ্যায়িত করে চিৎকার দিতে থাকে। কয়েকজন মুছল্লী তাদের ধাওয়া করলে একজন গাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে মুছল্লীদের উপর হাতুড়ী দিয়ে হামলা চালায়। পরের সপ্তাহে ২১শে মার্চ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বার্মিংহামে পাঁচটি মসজিদে শ্বেতাঙ্গ হাতুড়ী বাহিনী হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে।

উপরের ৬টি রিপোর্ট পড়লে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, পাশ্চাত্য বিশ্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ সন্ত্রাসীদের পরিকল্পিত জঙ্গী হামলা শুরু হয়েছে। এযাবৎ তারা যে মুসলমানদের উপর জঙ্গী তকমা লাগিয়ে প্রচারণা চালাচ্ছিল, তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা দেশগুলি বিশ্বের দেশে দেশে অধিকাংশ জঙ্গী হামলার সঙ্গে মুসলমানরা জড়িত বলে অভিযোগ করে থাকে। সিএনএন, বিবিসি, স্কাই নিউজ সহ বিশ্বের ইহুদী মালিকানাধীন প্রভাবশালী মিডিয়াগুলি মুসলমানদের ওপর জঙ্গী তকমা দিয়ে প্রচারণা চালায়। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যান্টি-ডিফেম্যাশন লীগ নামক নিউইয়র্ক ভিত্তিক গবেষণা সংস্থার জরিপে দেখা যায় যে, ২০০৮ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত গত ১০ বছরে আমেরিকা সহ কথিত উন্নত বিশ্বের দেশগুলিতে যেসব হামলা হয়েছে, তার শতকরা ৭১ ভাগ হামলার ঘটনার সঙ্গে জড়িত শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদীরা। এরা খ্রিষ্টান, ইহুদী এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। আর ২৬ শতাংশের সঙ্গে মুসলমানরা জড়িত বলে বলা হয়েছে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয় যে, ২০১৭ সালের তুলনায় গতবছর যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার সংখ্যা বেড়েছে ৩৫ শতাংশ।

এদিকে দ্য ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড পিস অব অস্ট্রেলিয়া নামের স্বনামধন্য গবেষণা সংস্থাটি জানিয়েছে যে, এ ধরনের সন্ত্রাসী হামলার সংখ্যা দিনকে দিন বেড়েই চলছে। সিডনি ভিত্তিক সংস্থাটির বৈশ্বিক সন্ত্রাস সূচক ২০১৮ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ২০১৩ সাল থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে (সারা বিশ্বে) উগ্র ডানপন্থী দল ও ব্যক্তিরা ১১৩টি সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছে। এতে মৃত্যু

[বাকী অংশ ৫৬ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

ধন-সম্পদ : মানব জীবনে প্রয়োজন, সীমালংঘনে দহন

ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

(২য় কিস্তি)

৩. ঘুষের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ : বর্তমান সমাজে সহজলভ্য বিষয় হচ্ছে ঘুষ বা উৎকোচ। কথায় বলে ‘ফুয়েল না দিলে ফাইল চলে না’। অফিস আদালতের করুণ বাস্তবতা এটাই যে, টেবিলের উপরে থাকা ফাইলও খুঁজে পাওয়া যায় না, যদি না এর জন্য ‘বখশিশ’ নামক কিছু মিলে। এটি এখন ‘ওপেন সিক্রেট’। সকলেই জানেন, দেখেন কিন্তু বলতে পারেন না। অপরদিকে চাকুরীর বাযারে এটি আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। ঘুষ-দুর্নীতি আর দলীয় ক্যাডার বাহিনীর চাপে নিদারুণভাবে বঞ্চিত হচ্ছে মেধাবীরা। ঘুষ এত জঘন্য একটি অপরাধ যে, এর মাধ্যমে প্রভাবশালী শত যুলুম করেও রক্ষা পায়। অপরদিকে মযলূম তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। আর এ কারণেই রাসূল (ছাঃ) ঘুষদাতা ও গ্রহীতার প্রতি লা‘নত করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِى وَالْمُرْتَشِى، ‘রাসূল (ছাঃ) ঘুষ দাতা ও গ্রহীতা উভয়কেই লা‘নত করেছেন’।[১] আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ‘আর তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ ভক্ষণ কর না এবং অন্যের সম্পদ গর্হিত পন্থায় গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তোমরা জেনেশুনে তা বিচারকদের নিকটে পেশ কর না’ *(বাক্বারাহ ২/১৮৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا. ‘যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের জন্য সুফারিশ করল এবং সে এর বিনিময়ে হাদিয়াস্বরূপ তাকে কিছু দিল। এমতাবস্থায় যদি সে তা গ্রহণ করে তাহ’লে সে সূদের দরজাসমূহের বড় একটি দরজায় উপস্থিত হ’ল’।[২] তিনি আরো বলেন, مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ. ‘আমি যাকে (ভাতার বিনিময়ে) কোন কাজে নিয়োজিত করি, সে যদি তা ব্যতীত অন্য কিছু (উৎকোচ) গ্রহণ করে, তাহ’লে তা হবে খিয়ানাত’।[৩]

৪. ইয়াতীমদের মাল আত্মসাতের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ : ইয়াতীমদের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ অত্যন্ত কঠোর। পবিত্র কুরআনের যেখানেই সদয়, সহানুভূতি ও ভাল আচরণের কথা এসেছে, সেখানেই ইয়াতীমদের কথা এসেছে। মহান আল্লাহ তাঁর ইবাদত ও শিরক থেকে বাঁচার পাশাপাশি পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও নিঃস্বদের প্রতি সদয় হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. ‘তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত কর ও তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক কর না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদের প্রতি সদাচরণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক, অহংকারীকে পসন্দ করেন না’ *(নিসা ৪/৩৬)*। ইয়াতীমের অসম্মান করাকে আল্লাহ মানুষের মন্দ স্বভাব হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. ‘কখনোই নয়। বস্তুতঃ তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না’ *(ফাজর ৮৯/১৭-১৮)*। এখানে ‘সম্মান করা’ কথাটি বলার মাধ্যমে ইয়াতীমের যথাযথ হক আদায় করা ও তার প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দেওয়ার প্রতি ইয়াতীমের অভিভাবক ও সমাজের প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।[৪] কেননা ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎকারীর শাস্তি অত্যন্ত মর্মান্তিক। দুনিয়াতে ক্ষমতার দাপটে ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাস করা সম্ভব হ’লেও পরকালে ঐ ব্যক্তির বাঁচার কোন উপায় থাকবে না। অন্যান্য পাপীদের ন্যায় সেও বাম হাতে আমলনামা পেয়ে সেদিন আফসোস করে বলতে থাকবে- يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ. هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ. ‘হায়! আমাকে যদি আমার আমলনামা না দেওয়া হ’ত। আমি যদি আমার হিসাব কি তা না জানতাম! হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হ’ত! (আজ) আমার ধন-সম্পদ আমার কোনই কাজে আসল না। আমার ক্ষমতা আজ ধ্বংস হয়ে গেছে’ *(হা-ক্কাহ ৬৯/২৫-২৯)*।

ইয়াতীমের সম্পদ যাতে আত্মসাৎ করা না হয় সেজন্য অতি সাবধান করতঃ ইয়াতীমের সম্পদের নিকটবর্তী হ’তেও মহান আল্লাহ তা‘আলা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. ‘আর ইয়াতীমের বয়োঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ব্যতীত তার বিষয় সম্পত্তির কাছেও যেও না’ *(আন‘আম ১৫২)*। তিনি আরও বলেন, وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلاَّ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً. ‘আর ইয়াতীমের বয়োঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুদ্দেশ্য ব্যতীত তাদের বিষয় সম্পত্তির কাছেও যেও না এবং তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ

১. *আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৭৫৩, সনদ ছহীহ।*
২. *আবূদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত, হা/৩৭৫৭।*
৩. *আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৪৮।*

৪. *তাফসীরুল কুরআন, (রাজশাহী : হাফাবা প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ মে ২০১৩), ৩০তম পারা, পৃঃ ২৮৩।*

কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে' *(বানী ইসরাঈল ১৭/৩৪)*। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে 'ইয়াতীমের সম্পদের কাছেও যেও না' অর্থ ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ কর না। যেমনটি হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টির পর নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَقْرَبَا هَـٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ 'তোমরা এই বৃক্ষের নিকটেও যেও না। (যদি যাও) তাহ'লে তোমরা যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' *(বাক্বারাহ ২/৩৫)*। মূলতঃ ইয়াতীমের সম্পদের হেফাযত ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যাদের উপর অর্পিত হবে তাদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে আয়াতদ্বয়ে একথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কোনভাবেও যেন ইয়াতীমদের সম্পদ আত্মসাৎ করা না হয়। কেননা ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।

ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা অর্থ আগুন ভক্ষণ করা। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا. 'নিশ্চয়ই যারা ইয়াতীমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা তাদের উদরে অগ্নি ভর্তি করে এবং সত্বরই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(নিসা ৪/১০)*।

আবুহুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. 'তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় হ'তে বেঁচে থাক। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সেগুলি কী? রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্র সাথে শিরক করা, যাদু করা, মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা, সূদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পলায়ন করা ও মুমিন সতীসাধ্বী মহিলার উপর যেনার অপবাদ দেয়া'।[৫] অতএব ধ্বংস থেকে রক্ষা ও জাহান্নামের মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে মুক্তির স্বার্থে ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

৫. মদ-জুয়া-লটারীর মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ : যা পান করলে মত্ততা আসে, তাই মদ। জাহেলী আরবে মদের প্রচলন ছিল ব্যাপক। যে কোন অনুষ্ঠান-আয়োজনের শেষে মদ পরিবেশন ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। মদ বিনে পুরো আয়োজনই যেন অসম্পূর্ণতায় পর্যবসিত হ'ত। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের মধ্যেও মদের প্রচলন ছিল। অতঃপর যখন মদের অপকারিতা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হ'তে লাগল, তখন মহান আল্লাহ তা'আলা মদ হারাম করে দেন। তবে তৎকালীন সমাজে বহুল প্রচলিত সর্বপ্রসিদ্ধ এই বস্তুটি তিনি একদিনে হারাম করেননি। ধাপে ধাপে পর্যায়ক্রমে লোকেদের জন্য সহনীয় করে হারাম করেছেন।

মদ নিষিদ্ধের জন্য পরপর তিনটি আয়াত নাযিল হয়। বাক্বারাহ ২১৯, নিসা ৪৩ ও সবশেষে মায়েদাহ ৯০-৯১। প্রতিটি আয়াত নাযিলের মধ্যে সংক্ষিপ্ত বিরতি ছিল এবং মানুষের মানসিকতা পরিবর্তনের অবকাশ ছিল। প্রতিটি আয়াতই একেকটি ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হয়। যাতে মানুষ নিষেধাজ্ঞার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাকে সহজে গ্রহণ করে নিতে পারে।

রাসূল (ছাঃ)-এর মদীনায় হিজরতের পর একদিন কতিপয় ছাহাবী এসে মদের অপকারিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি এ বিষয়ে আল্লাহ্র নির্দেশ কামনা করেন। তখন নাযিল হয়, يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا- 'তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। আপনি বলে দিন যে, এ দু'টির মধ্যে রয়েছে বড় পাপ ও মানুষের জন্য রয়েছে কিছু উপকারিতা। তবে এ দু'টির পাপ এ দু'টির উপকারিতার চাইতে অধিক' *(বাক্বারাহ ২/২১৯)*। এ আয়াত নাযিলের ফলে বহু লোক মদ-জুয়া ছেড়ে দেয়।

অতঃপর কিছুদিন পর জনৈক ছাহাবীর বাড়ীতে মেযবানী শেষে মদ্যপান করে একজন অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অন্যজন ছালাতে ইমামতি করতে গিয়ে সূরা কাফিরূণে نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ পড়েন। যার অর্থ 'আমরা ইবাদত করি তোমরা যাদের ইবাদত কর'। যাতে আয়াতের মর্ম একেবারেই পরিবর্তিত হয়ে যায়। তখন নাযিল হয়, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ- 'হে মুমিনগণ! তোমরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছালাতের নিকটবর্তী হয়ো না। যতক্ষণ না তোমরা যা বল তা বুঝতে পার' *(নিসা ৪/৪৩)*। এ আয়াত নাযিলের পর মদ্যপায়ীর সংখ্যা আরও হ্রাস পায়।

অতঃপর আরও কিছুদিন পর একদিন এক ছাহাবীর বাড়ীতে খানাপিনার পর মদ্যপান শেষে কিছু মেহমান অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এ সময় জনৈক মুহাজির ছাহাবী নিজের বংশ গৌরব কাব্যাকারে বলতে গিয়ে আনছারদের দোষারোপ করে কবিতা বলেন। তাতে একজন আনছার যুবক তার মাথা লক্ষ্য করে উটের হাড্ডি ছুঁড়ে মারেন। তাতে তার নাক মারাত্মকভাবে আহত হয়। পরে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পেশ করা হয়। তখন মদ নিষিদ্ধের চূড়ান্ত নির্দেশ সম্বলিত সূরা মায়েদাহর ৯০-৯১ নম্বর আয়াত নাযিল হয়। যাতে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ- إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ- 'হে বিশ্বাসীগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, বেদী ও শুভাশুভ নির্ণয়ের তীর সমূহ নাপাক ও শয়তানী কাজ। অতএব তোমরা এসব থেকে বিরত থাকো যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তান তো কেবল চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের

---

৫. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২ 'ঈমান' অধ্যায়।*

Contents

মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহ্র স্মরণ ও ছালাত হ'তে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব এক্ষণে তোমরা নিবৃত্ত হবে কি?' *(মায়েদাহ ৫/৯১)*। তখন ওমর ফারূক (রাঃ) বলে ওঠেন, اِنْتَهَيْنَا 'আমরা বিরত হ'লাম'।[৬]

উল্লেখ্য যে, সূরা বাক্বারাহ ও নিসার আয়াত দু'টি নাযিল হ'লে প্রতিবারে ওমর (রাঃ) মদ সম্পর্কে আল্লাহর নিকটে এই বলে প্রার্থনা করেন যে, اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِى الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে মদ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিন'। তখন সূরা মায়েদার ৯০-৯১ আয়াত দু'টি নাযিল হয়।[৭]

আনাস (রাঃ) বলেন, একদিন আমি আবূ তালহার বাড়ীতে (মেযবানী শেষে) লোকজনকে মদ পান করাচ্ছিলাম। সেদিন উন্নতমানের 'ফাযীখ' (الفَضِيخَ) মদ পান চলছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে এই মর্মে ঘোষণা দেওয়ার জন্য পাঠালেন যে, أَلاَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ 'সাবধান! নিশ্চয়ই মদ হারাম করা হয়েছে'। রাবী (আনাস) বলেন, আবূ তালহা আনছারী তখন আমাকে বললেন, اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا 'বাইরে যাও এবং সমস্ত মদ ঢেলে দাও'। আনাস (রাঃ) বলেন, فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا، فَجَرَتْ فِى سِكَكِ الْمَدِينَةِ 'আমি বাইরে গেলাম এবং সমস্ত মদ ঢেলে দিলাম। অতঃপর সেদিন মদীনার অলিগলিতে মদের প্লাবন বয়ে গেল'।[৮] অন্য বর্ণনায় আছে, আবূ তালহা বললে قُمْ يَا أَنَسُ فَأَهْرِقْهَا 'ওঠো হে আনাস! মদ ঢেলে দাও'।[৯] এভাবে একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল বনু আদমের উপর মদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অথচ সেই নিষিদ্ধ বস্তুটিই মুসলিম রাষ্ট্রের কর্ণধাররা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বৈধতা দিয়েছে। শহরে-বন্দরে আজকাল 'সরকার অনুমোদিত বাংলা মদের দোকান' বা 'বাংলা মদের কারখানা' ইত্যাদি সাইনবোর্ড দেখা যায়। যত সব তন্ত্র-মন্ত্রের দোহাই দিয়ে আল্লাহ কৃত হারামকে আজ হালাল করা হচ্ছে। যা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট ইহুদী-নাছারাদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

উল্লেখ্য যে, মদ পান করা যেমন হারাম তেমনি এর ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, لَمَّا أُنْزِلَ الآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِى الرِّبَا، خَرَجَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ- 'যখন সূদ সম্পর্কিত সূরা বাক্বারাহর আয়াতসমূহ নাযিল হ'ল, তখন নবী করীম (ছাঃ) মসজিদে গমন করলেন এবং লোকেদেরকে সে সব আয়াত পাঠ করে শুনালেন। অতঃপর তিনি মদের ব্যবসা হারাম করে দিলেন'।[১০]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মদীনায় খুৎবা দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন যে, 'হে লোক সকল! আল্লাহ তা'আলা মদ নিষেধের ব্যাপারে পরোক্ষ ইঙ্গিত দিয়েছেন। হয়ত এ ব্যাপারে খুব শীঘ্রই কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করবেন। সুতরাং কারো নিকটে এর কিছু থাকলে সে যেন বিক্রি করে দেয় অথবা কাজে লাগায়'। রাবী বলেন, অল্প কিছুদিন পরেই রাসূল (ছাঃ) ঘোষণা করলেন যে, إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَىْءٌ فَلاَ يَشْرَبْ وَلاَ يَبِعْ. قَالَ فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا. 'আল্লাহ তা'আলা মদ হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং যার নিকট এই আয়াত পৌঁছে গেছে এবং তার কাছে এর কিছু অবশিষ্ট থাকে, সে যেন তা পান না করে এবং বিক্রি না করে'। রাবী বলেন, অতঃপর যাদের নিকট মদ অবশিষ্ট ছিল তারা তা নিয়ে মদীনার রাস্তায় বেড়িয়ে পড়ল এবং তা ঢেলে দিল।[১১]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, (মদ হারাম হওয়ার পর) জনৈক ব্যক্তি একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এক মশক মদ হাদিয়া হিসাবে নিয়ে আসলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জান না যে, আল্লাহ মদ হারাম করে দিয়েছেন? সে বলল, না। অতঃপর সে এক ব্যক্তির সাথে কানে কানে কথা বলল। রাসূল (ছাঃ) ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে গোপনে কি বললে? সে বলল, আমি তাকে তা বিক্রি করে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, إِنَّ الَّذِى حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا 'যিনি তা পান করা হারাম করেছেন, তিনি এর বিক্রিও হারাম করে দিয়েছেন'। রাবী বলেন, অতঃপর লোকটি মশকের মুখ খুলে দিল এবং এর মধ্যে যা ছিল সব বের হয়ে গেল।[১২] অর্থাৎ সমস্ত মদ ঢেলে দিল।

মদ্যপানের শারীরিক ক্ষতিও অত্যন্ত ব্যাপক। গবেষকদের মতে, ১৫-৪৯ বছর বয়সী মানুষের ১০টি মৃত্যুর মধ্যে একটি মৃত্যু ঘটে মদ্যপানের কারণে। নিয়মিত মদ্যপান শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ও টিস্যুতে বিরূপ প্রভাব ফেলে। মদে অভ্যস্ত মানুষ সহিংস হয় এবং অনেক সময় নিজের ক্ষতি করে বসে। ২০১৬ সালের এক বৈশ্বিক তথ্যে দেখা গেছে, ২.২ শতাংশ নারী ও ৬.৮ শতাংশ পুরুষের অপরিণত বয়সে মৃত্যুর কারণ মূলত: মদ্যপান।[১৩]

সুতরাং মদ পান ও এর ব্যবসা থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অত্যাবশ্যক। অন্যথায় দুনিয়াতে শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির পাশাপাশি আখেরাতে মর্মান্তিক শাস্তি ভোগ করতে হবে।

অপরদিকে জুয়া হচ্ছে এমন খেলা যাতে আর্থিক লাভ বা লোকসান হয়ে থাকে। জাহেলী যুগের লোকেরা জুয়া খেলায় ভীষণ অভ্যস্ত ছিল। জুয়ার যে পদ্ধতি তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল তা হ'ল, তারা দশ জনে সমান টাকা দিয়ে একটা উট ক্রয়

৬. *আবূদাঊদ হা/৩৬৭০; তিরমিযী হা/৩০৪৯; নাসাঈ হা/৫৫৫৫।*
৭. *আহমাদ হা/৩৭৮; নাসাঈ হা/৫৫৪০; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/২৮৯৭।*
৮. *বুখারী হা/২৪৬৪; মুসলিম হা/১৯৮০।*
৯. *বুখারী হা/৫৫৮২।*
১০. *বুখারী হা/৪৫৯; মুসলিম হা/১৫৮০।*
১১. *মুসলিম হা/১৫৭৮।*
১২. *মুসলিম হা/১৫৭৯; 'মদ বিক্রি হারাম' অনুচ্ছেদ।*
১৩. *উইকিপিডিয়া, অনলাইন সংস্করণ।*

Contents

করত, সেই উটের গোশত ভাগ-বাঁটোয়ারার জন্য জুয়ার তীর ব্যবহার করা হ'ত। ১০টি তীরের ৭টিতে কম-বেশী করে বিভিন্ন অংশ লেখা থাকত এবং তিনটিতে কোন অংশই লেখা থাকত না। ফলে তিনজন কোন অংশ পেত না এবং অন্য সাত জন তাদের প্রচলিত নিয়মে কম-বেশী অংশ পেত। এভাবে তারা দশ জনের টাকায় কেনা উট সাত জনে ভাগ করে নিত।[১৪]

লটারীর মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণ করাও হারাম। লটারীও জুয়ার অন্তর্ভুক্ত *(মায়েদাহ ৯১)*। লটারী বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, নির্দিষ্ট অংকের টাকা কিংবা দ্রব্য পুরস্কারের নামে প্রদানের বিনিময়ে নির্দিষ্ট নম্বরের কুপন বিক্রয় করা। নির্দিষ্ট তারিখে বিক্রিত কুপনগুলির ড্র অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম যে নম্বরের কুপনটি ওঠে সে প্রথম পুরস্কার পায়। এভাবে ক্রমানুযায়ী নির্ধারিত সংখ্যক পুরস্কার প্রদান করা হয়। অধিকাংশই বঞ্চিত হয়। মূলতঃ লটারীর নামে কুপন বিক্রির টাকা দিয়েই পুরস্কারের আয়োজন করা হয়। এমনকি আয়োজকদের পকেটেও ঢুকে মোটা অংকের টাকা। যার সম্পূর্ণটাই লটারীর নামে ভাগ্য যাচাইকারী ভাগ্যাহত আম জনতার টাকা। এই ধরনের লটারী ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম। এর মাধ্যমে অর্জিত অর্থও হারাম। কেননা লটারী ও জুয়া ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতারণা থেকে স্বীয় উম্মাতকে সাবধান করেছেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى– 'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্তূপীকৃত খাদ্যশস্যের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি স্তূপের ভিতরে হাত ঢুকালেন। এতে তাঁর আঙ্গুলগুলো আর্দ্রতা স্পর্শ করল। তিনি এর মালিককে জিজ্ঞেস করলেন, হে খাদ্যশস্যের মালিক, এটা কি? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) এতে বৃষ্টি পড়েছিল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ভিজা অংশটি উপরে রাখলে না কেন, যাতে লোকেরা দেখতে পেত? (সাবধান!) যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[১৫]

তবে নেকীর কাজে প্রতিযোগিতা বা প্রয়োজনে লটারী করা জায়েয। যেমন ছালাতের জামা'আতে প্রথম কাতারের নেকী বেশী। বারা (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করতাম এবং তাঁর ডান দিকে দাঁড়াতে পসন্দ করতাম।[১৬] আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا– 'মানুষ যদি জানত আযানে এবং প্রথম কাতারে কি নেকী রয়েছে, আর লটারী ব্যতীত যদি এ সুযোগ লাভ করা সম্ভব না হ'ত, তাহ'লে তারা অবশ্যই এর জন্য লটারী করত। অনুরূপভাবে যোহরের ছালাত আউয়াল ওয়াক্তে আদায়ের কী ফযীলত রয়েছে তা যদি জানত, তাহ'লে তারা এর জন্য প্রতিযোগিতা করত। আর এশা ও ফজরের ছালাত জামা'আতে আদায়ের কী ফযীলত রয়েছে তা যদি জানত, তাহ'লে হামাগুড়ি দিয়ে হ'লেও তারা তাতে উপস্থিত হত'।[১৭] *[চলবে]*

---

১৪. *মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ, অনুবাদ: আব্দুল মালেক, যে সকল হারামকে মানুষ হালকা মনে করে (রাজশাহী: হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ২০১৩), পৃ: ৫৪।*

১৫. *মুসলিম হা/১০২; মিশকাত হা/২৮৬০।*

১৬. *মুসলিম, মিশকাত হা/৯৪৭ 'তাশাহুদ' অধ্যায়।*

১৭. *বুখারী হা/৬১৫, মুসলিম হা/৪৩৭, মিশকাত হা/৬২৮ 'ছালাতের ফযীলত' অনুচ্ছেদ।*

দৃষ্টি আকর্ষণ

মে'রাজের তারিখ : এ সম্পর্কে বিদ্বানগণের মধ্যে ছয় প্রকার মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। যথা- (১) ১ নববী বর্ষেই মে'রাজ সংঘটিত হয়েছিল (২) ৫ নববী বর্ষে (৩) ১০ নববী বর্ষের ২৭শে রজব তারিখে (৪) ১২ নববী বর্ষের রামাযান মাসে (৫) ১৩ নববী বর্ষের মুহাররম মাসে (৬) ১৩ নববী বর্ষের রবীউল আউয়াল মাসে *(আর-রাহীক্ব ১৩৭ পৃঃ)*।

উপরোক্ত ছয়টি মতামতের মধ্যে প্রথম চারটি গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও তৃতীয় মতটিই উপমহাদেশে প্রচলিত আছে। কারণ, এ ব্যাপারে সকল বিদ্বান একমত যে, উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা *(রাযিয়াল্লাহু 'আনহা)* পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এটাও সকল বিদ্বান কর্তৃক স্বীকৃত যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১০ নববী বর্ষের রামাযান মাসে। অতএব মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর পরে একথা একপ্রকার নিশ্চিতভাবেই বলা চলে। এক্ষণে শেষের তিনটি মতামতের মধ্যে কোনটিতেই নিশ্চিত হবার উপায় নেই। তবে সূরা ইসরার শুরুতে মে'রাজ সম্পর্কিত বর্ণনার পরপরই বনু ইস্রাঈলের অধঃপতন সম্পর্কিত বর্ণনায় প্রতীয়মান হয় যে, ঈমানী বিশ্বে বনু ইস্রাঈলের দীর্ঘ নেতৃত্বের অবসান এবং মুহাম্মাদী নেতৃত্বের উত্থান ঘটতে যাচ্ছে। অর্থাৎ হিজরতের প্রাক্কালে মাক্কী জীবনের শেষপ্রান্তে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল। যা ১৩ নববী বর্ষের যেকোন এক রাতে হয়েছিল বলে একপ্রকার নিশ্চিতভাবে বলা যায়। অতঃপর হিজরত শুরু হয়েছিল ১৪ নববী বর্ষের ২৭শে ছফর বৃহস্পতিবার।

মে'রাজের সঠিক তারিখ উম্মতের নিকটে অস্পষ্ট রাখার তাৎপর্য সম্ভবতঃ এই যে, তারা যেন ধ্বংসপ্রাপ্ত বিগত উম্মতগুলির ন্যায় অনুষ্ঠানসর্বস্ব না হয়ে পড়ে। বরং মে'রাজের তাৎপর্য অনুধাবন করে আখেরাতে জবাবদিহিতার ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। অতঃপর মে'রাজের অমূল্য তোহ্ফা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের মাধ্যমে গভীর অধ্যাত্ম চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সর্বদা আল্লাহ্র আনুগত্যের মাধ্যমে দুনিয়াবী জীবন পরিচালনা করে *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২০৮ দ্রঃ)*।

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

আপনি কি পবিত্র রামাযানুল মোবারকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম-এর শিখানো পদ্ধতিতে ওমরাহ করতে চান? তাহ'লে অতি সত্বর যোগাযোগ করুন।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'রামাযান মাসে একটি ওমরাহ আদায় করা একটি ফরয হজ্জ আদায় করার সমান অথবা বলেছেন, আমার সাথে একটি হজ্জ আদায় করার সমান *(বুখারী হা/১৮৬৩; মুসলিম হা/১২৫৬; মিশকাত হা/২৫০৯)*।

বিশেষ জ্ঞাতব্য : ২০২০ ও ২০২১ ইং সালের হজ্জের প্রাক নিবন্ধের কাজ চলছে।

পরিচালক : কাযী হারুণুর রশীদ

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩।

Contents

বৈঠকের আদব বা শিষ্টাচার

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

মানুষের সামাজিক সমস্যার সমাধান করার জন্য সভায় বা বৈঠকে বসতে হয়। আবার বিভিন্ন সময়ে দ্বীনী আলোচনা শ্রবণ করা বা পার্থিব বিষয়ে কারো বক্তব্য শুনতে সভা-সেমিনারে উপস্থিত থাকতে হয়। সেখানে কিছু আদব-কায়েদা ও শিষ্টাচার মেনে চলতে হয়। এতে সভা-সমাবেশের পরিবেশ ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে। ফলে কারো কথা শুনতে বা বলতে যেমন কোন অসুবিধা হয় না, তেমনি সমস্যার সমাধান করা সহজ হয়। তাই এই আদব-কায়েদা মেনে চলা যরূরী। আলোচ্য নিবন্ধে বৈঠকের আদব বা শিষ্টাচারসমূহ আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। এর পূর্বে কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয় উল্লেখ করা হ'ল।-

মজলিস বা সভার প্রকারভেদ :

মজলিস বা বৈঠককে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১. দ্বীনী সভা- যা তাসবীহ-তাহলীল, যিকর-আযকার, ইলম অর্জন এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। ২. দুনিয়াবী সভা- পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে যেসকল বৈঠক হয়ে থাকে তাকে দুনিয়াবী সভা বা বৈঠক বলা হয়। এসব আবার দু'প্রকার। যথা- ক. বৈধ বৈঠক ও খ. নিন্দনীয় বা অবৈধ বৈঠক।

ক. বৈধ বৈঠক : এমন বৈঠক যাতে বৈধ আলোচনা হয় এবং বৈধ কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয়। যেমন- ১. ব্যবসায়ীদের সভা বা বৈঠক : এতে পণ্য বাযারজাত করার পদ্ধতি, গুণগত মান ঠিক রাখা, পণ্যমূল্য নির্ধারণ এবং বাযারজাত করার সমস্যাবলী সমাধানের ক্ষেত্রে আলোচনা করা হয়। ২. চাকুরীজীবীদের সভা বা বৈঠক : যেখানে কর্মক্ষেত্রের উন্নতি-অগ্রগতি এবং সমস্যাবলী ও তা সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। সাথে সাথে সেখানে কর্মপরিকল্পনা ও কর্মবণ্টন হয়ে থাকে। ৩. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সভা বা বৈঠক : যাতে শিক্ষার ধরন, কোন বিষয়ের দুর্বোধ্যতা দূরীকরণ, নতুন কৌশল উদ্ভাবন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা ও পাঠদান পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। ৪. পেশাজীবীদের বৈঠক : যাতে সংশ্লিষ্ট পেশার লোকদের সমস্যা ও উন্নতি-অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। ৫. মহিলাদের বৈঠক : যাতে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। যেমন- পোষাক-পরিচ্ছদ, রান্নার পদ্ধতি ও কৌশল, দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও তা সমাধানের উপায়, অতিথি আপ্যায়নের সহজ কৌশল, সংসারের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপকরণ ইত্যাদি। এসব বৈঠক বৈধ বলে তাতে অংশগ্রহণ করা যাবে। তবে সেখানে শরী'আতের নির্দেশনা অনুযায়ী অবস্থান, আলোচনা ও কর্মকাণ্ড পরিচালিত হ'তে হবে।

খ. নিন্দনীয় বা অবৈধ বৈঠক : যেসকল বৈঠক বা সভার শুরু বা শেষ আল্লাহ্‌র নামে হয় না[১] এবং যাতে অন্যায়-অশ্লীল কথাবার্তা আলোচনা হয়, পাপাচার করা হয়, গীবত-তোহমত করা হয় এবং সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা হয় না। এ ধরনের সভা-সেমিনার পরিহার করা যরূরী। সেই সাথে যেসব বৈঠকে পাপী, অত্যাচারী ও দুষ্ট লোকজন থাকে সেখানে যোগদান করা থেকে বিরত থাকা উচিত।[২]

মজলিস বা সভার জন্য কিছু গর্হিত বিষয় :

সভা-সেমিনার, মজলিস বা বৈঠকের জন্য কিছু নিন্দনীয় বিষয় রয়েছে। যা পরিহার করা যরূরী। এর মধ্যে কিছু সভাস্থলের সাথে এবং কিছু উপস্থিত সদস্যদের সাথে সংশ্লিষ্ট।

সভাস্থলের সাথে সংশ্লিষ্ট নিন্দনীয় কর্মকাণ্ড : কোন কোন সভা বা মজলিসে নানা ধরনের নিন্দনীয় কাজ হয়ে থাকে। যেমন সভামঞ্চ ও মিলনায়তনের দেওয়াল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ছবি ও অন্যান্য প্রাণীর ছবি দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়। অথচ শরী'আতে এসব হারাম। একান্তই সভাস্থল সাজাতে হ'লে গাছ-পালা, ফুল-ফল ও প্রাণহীন জিনিসের ছবি দিয়ে সাজানো যায়। আবার সভাস্থলে ব্যবহৃত আসবাবপত্রে অনেক সময় প্রাণীর ছবি-মূর্তি খোদাই করা থাকে। এসব পরিহার করা যরূরী। কারণ এগুলিও হারাম। কোন কোন সভাস্থলে টিভির পর্দায় বা প্রজেক্টরে বিনোদনের নামে বিভিন্ন ইসলাম গর্হিত ও অশ্লীল বিষয় দেখানো হয়। এগুলি পরিত্যাজ্য।

সভার সদস্যদের সাথে সংশ্লিষ্ট : সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্য ও আলোচকগণ অনেক সময় বিভিন্ন নিষিদ্ধ কাজ করেন ও কথা বলে থাকেন। এসব থেকে বিরত থাকা যরূরী। যেমন গীবত-তোহমত, চোগলখুরী, মন্দ নাম ও উপাধিতে কাউকে সম্বোধন করা, অশ্লীল ভাষা ব্যবহার, মিথ্যাচার, হাসি-তামাশা করা, অপ্রয়োজনীয় ও অতিরঞ্জিত প্রশংসা ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে কথাবার্তার শিষ্টাচার রক্ষা করা হয় না এবং পানাহারের আদব রক্ষা করা হয় না। কোন কোন বৈঠকে কাউকে অপমান-অপদস্ত করা হয়, মাদক সেবন করার মত বিভিন্ন পাপাচার করা হয়। এসব বৈঠক বা মজলিস পরিহার করা আবশ্যক।

মজলিস বা সভার প্রয়োজনীয়তা :

মজলিস বা সভাকে সমাজের দর্পন বলা যায়। কারণ বৈঠক বা সভা পরিচালনা করেন সমাজের সর্বাধিক বুদ্ধিদীপ্ত ও মেধাবী লোকজন। তাদের উন্নত চিন্তাধারা, যুগোপযোগী পরিকল্পনা ও মূল্যবান পরামর্শ সমাজ ও দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করে থাকে। আবার মীমাংসা বৈঠকে বিচারকগণ মানুষের নানা সমস্যার সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাধান দেন। আর দ্বীনী বৈঠকে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে মনীষীগণ মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন এবং ধর্মীয় বিষয়ে তাদেরকে উজ্জীবিত করেন। তবে কিছু মজলিস আছে, যা অসদুদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। সেসব থেকে সবাইকে দূরে থাকতে হবে। বিশেষত আল্লাহভীরু মুমিন

১. *আবুদাঊদ হা/৪৮৫৫; মিশকাত হা/২৭৭৩; ছহীহাহ হা/৭৭-৭৬; ছহীহুল জামে হা/৫৭৫০।*

২. *কাহফ ১৮/২৮; বুখারী হা/২১০১, ৫৫৩৪; মুসলিম হা/২৬২৮; মিশকাত হা/৫০১০।*

Contents

মানুষের জন্য সভা একদিকে জনকল্যাণ করার ক্ষেত্র এবং দ্বীনী দাওয়াত ও যিকর-আযকার, নছীহতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের মাধ্যম হ'তে পারে। সর্বোপরি বৈঠক ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ সংশোধনের মাধ্যম। কেননা সভায় উপস্থিত সদস্যগণ সেখান থেকে লব্ধ জ্ঞান নিজ পরিবার ও এলাকায় গিয়ে প্রচার করে। যাতে ব্যক্তি-পরিবার ও সমাজ সংশোধিত হয়।

বৈঠকের আদব বা শিষ্টাচার

বৈঠকের আদবগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ক. পালনীয় ও খ. বর্জনীয়। নিম্নে আদবসমূহ উল্লেখ করা হ'ল।

ক. পালনীয় আদব সমূহ :

১. বৈঠকে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময় সালাম দেওয়া :

কোন মজলিস বা সভায় প্রবেশকালে ও বের হওয়ার সময় উপস্থিত সদস্যদের উদ্দেশ্যে সালাম দেওয়া সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ– 'যখন তোমাদের কেউ মজলিসে পৌঁছবে তখন যেন সে সালাম করে। এরপর যদি তার সেখানে বসতে ইচ্ছা হয় তবে বসবে। অতঃপর যখন উঠে দাঁড়াবে তখনও সে যেন সালাম দেয়। শেষেরটির চাইতে প্রথমটি বেশী উপযুক্ত নয়'।[৩]

এক সাথে অনেকে বা দলগতভাবে কোন বৈঠকে প্রবেশ করলে ঐ দলের পক্ষ থেকে একজন সালাম দিলে তা সকলের জন্য যথেষ্ট হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوْا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ، 'পথ অতিক্রমকালে দলের একজন যদি সালাম দেয় তাহ'লে তা সকলের জন্য যথেষ্ট। এমনিভাবে উপবিষ্টদের একজন তার উত্তর দিলে তা সকলের জন্য যথেষ্ট'।[৪]

২. বৈঠকে কথা বলার ক্ষেত্রে শালীনতা বজায় রাখা :

বৈঠকে কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে কথা বলার আদব বা শিষ্টাচার বজায় রাখা যরূরী। যেমন নিন্দনীয় ও অশ্লীল কথা না বলা। বরং উত্তম কথা বলা। আল্লাহ বলেন, وَقُلْ لِعِبَادِيْ يَقُوْلُوْا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِيْنًا، '(হে নবী!) তুমি আমার বান্দাদের বল, তারা যেন (পরস্পরে) উত্তম কথা বলে। (কেননা) শয়তান সর্বদা তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু' (*ইসরা ১৭/৫৩*)। আর উত্তম কথা বলায় ছওয়াব রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ 'ভাল কথাও ছাদাক্বাহ'।[৫] তিনি আরো বলেন, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، 'যে লোক আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে'।[৬]

৩. বৈঠকের শেষপ্রান্তে যেখানে জায়গা পাবে সেখানে বসবে :

মজলিসে উপস্থিত হয়ে যেখানে জায়গা পাবে সেখানে বসাই আদব। কারো ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া শিষ্টাচার বহির্ভূত কাজ। এতে একদিকে যেমন উপবিষ্ট লোকদের বিরক্ত করা হয়, তেমনি সভার শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ، فَإِنْ وُسِّعَ لَهُ فَلْيَجْلِسْ، وَإِلَّا فَلْيَنْظُرْ أَوْسَعَ مَكَانٍ يَرَاهُ فَيَجْلِسْ فِيْهِ– 'তোমাদের কেউ যখন কোন সভার নিকটে পৌঁছবে, তখন সে বসার মত জায়গা পেলে বসবে। অন্যথা জায়গা প্রশস্ত হওয়ার অপেক্ষা করবে। অতঃপর জায়গা পেলে সেখানে বসবে'।[৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবূ ওয়াক্বিদ আল-লায়ছী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيْهَا، وَأَمَّا الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللهِ، فَآوَاهُ اللهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَاسْتَحْيَا، فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ.

'আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) একদা মসজিদে বসে ছিলেন। তাঁর সাথে আরও লোকজন ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনজন লোক আসলেন। তন্মধ্যে দু'জন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে এগিয়ে আসলেন এবং একজন চলে গেলেন। আবূ ওয়াকিদ (রাঃ) বলেন, তাঁরা দু'জন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। অতঃপর তাঁদের একজন মজলিসের মধ্যে কিছুটা খালি জায়গা দেখে সেখানে বসে পড়লেন এবং অপরজন তাদের পেছনে বসলেন। আর তৃতীয় ব্যক্তি ফিরে গেলেন। যখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) অবসর

---

৩. তিরমিযী হা/২৭০৬; মিশকাত হা/৪৬৬০; ছহীহাহ হা/১৮৩।
৪. আবূদাউদ হা/৫২১০, 'দলের পক্ষ থেকে একজনের সালামের উত্তর দেয়া' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৪৬৪৮; ইরওয়া হা/৭৭৮।
৫. বুখারী হা/২৯৮৯; মুসলিম হা/১০০৯; মিশকাত হা/১৮৯৬।
৬. বুখারী হা/৬০১৮-১৯; মুসলিম হা/৪৭।
৭. ছহীহাহ হা/১৩২১; ছহীহুল জামে' হা/৩৯৯।

Contents

হ'লেন, তখন (ছাহাবীদের লক্ষ্য করে) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এই তিন ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু বলব না? তাদের একজন আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করল, আল্লাহ্ তাকে আশ্রয় দিলেন। অন্যজন লজ্জাবোধ করল, তাই আল্লাহও তার ব্যাপারে লজ্জাবোধ করলেন। আর অপরজন (মজলিসে হাযির হওয়া থেকে) মুখ ফিরিয়ে নিল, তাই আল্লাহও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন'।[৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, জাবির ইবনু সামুরাহ্ (রাঃ) বলেন, كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِى، 'আমরা যখন নবী করীম (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হ'তাম, তখন শেষের দিকের খালি জায়গায় বসে পড়তাম'।[৯]

৪. সভাস্থল পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধ মুক্ত রাখা :

সভা বা বৈঠকে বহু লোকজনের সমাগম হয়। সেখানে একেকজন কিছু ফেললে সভাস্থল আবর্জনায় পূর্ণ হয়ে যাবে। তাই সেখানে কিছু না ফেলে সে স্থান পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। তেমনি দুর্গন্ধ ছড়ায় এমন কিছু নিয়ে সেখানে প্রবেশ করা বা দুর্গন্ধযুক্ত কিছু খেয়ে সেখানে প্রবেশ করাও ঠিক নয়। আল্লাহ বলেন, وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ 'অপবিত্রতা হ'তে দূরে থাক' *(মুদ্দাছ্ছির৭৪/৫)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন,طَهِّرُوْا أَفْنِيَتَكُمْ؛ فَإِنَّ الْيَهُوْدَ لاَ تُطَهِّرُ أَفْنِيَتَهَا 'তোমরা তোমাদের বাড়ীর আঙ্গিনা ও সম্মুখভাগ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ। কেননা ইহুদীরা তা পরিস্কার রাখে না'।[১০]

৫. চোখ-কান-জিহ্বা হেফাযত করা :

মজলিসে বসে নিষিদ্ধ জিনিস দেখা থেকে চোখকে, হারাম জিনিস শোনা থেকে কানকে এবং অন্যায়-অশ্লীল কথা বলা থেকে জিহ্বাকে হেফাযত করা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيْثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ أَوْ يَفِرُّوْنَ مِنْهُ، صُبَّ فِىْ أُذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، 'যে কেউ কোন এক দলের কথার দিকে কান লাগাল। অথচ তারা এটা পসন্দ করে না অথবা বলেছেন, তারা তার থেকে পলায়নপর। ক্বিয়ামতের দিন তার উভয় কানে সীসা ঢেলে দেয়া হবে'।[১১]

৬. বৈঠকে আলোচিত কথাবার্তার গোপনীয়তা রক্ষা করা :

অনেক সময় বৈঠকে গোপনীয় বিভিন্ন বিষয় আলোচনা হয়ে থাকে। যেগুলি বাইরে প্রকাশ করা সমীচীন নয়। এই গোপনীয়তা রক্ষা করা সদস্যদের জন্য যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِالْحَدِيْثِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِىَ أَمَانَةٌ، 'যখন কেউ কোন কথা বলে এদিক-ওদিক তাকায়, তবে তা আমানত'।[১২] মুমিন এ আমানত রক্ষা করবে।[১৩]

৭. মজলিসে আগত সদস্যদের মাঝে পরস্পর রহম করা :

বৈঠকে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের সাথে উত্তম ব্যবহার করা এবং তাদের মাঝে দয়ার্দ্র আচরণ করা যরূরী *(ফাতহ ৪৮/২৯)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَبَاغَضُوْا، وَلاَ تَحَاسَدُوْا، وَلاَ تَدَابَرُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، 'তোমরা পরস্পর বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়ো না, হিংসা কর না এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন থেক না। আর তোমরা সবাই আল্লাহ্র বান্দা ও পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও'।[১৪]

৮. মজলিস প্রশস্ত করা ও অপরকে বসার সুযোগ দেওয়া :

সভা বা বৈঠকে অন্যের জন্য জায়গা করে দেওয়া বা মজলিস প্রশস্ত করা অশেষ ছওয়াব লাভের একটা উপায়। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا، 'হে মুমিনগণ! যখন তোমাদের বলা হয় মজলিস প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা সেটি করে দাও। আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রশস্ত করে দিবেন। আর যখন বলা হয়, উঠে যাও, তখন উঠে যাও' *(মুজাদালা ৫৮/১১)*।

৯. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা :

সভা-সমাবেশে ইসলামের কোন প্রচার করা হ'লে তা দ্রুত বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেকারণ সভায় সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করার ব্যবস্থা থাকা যরূরী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ- 'যদি তোমাদের মধ্যে কোন লোক কোন অন্যায় সংঘটিত হ'তে দেখে তাহ'লে সে যেন তার হাত দ্বারা (ক্ষমতা প্রয়োগে) তা প্রতিহত করে। যদি এই সক্ষমতা তার না থাকে তাহ'লে সে যেন তার মুখ দ্বারা তা প্রতিহত করে। যদি এই সাধ্যও তার না থাকে তাহ'লে সে যেন তার অন্তর দ্বারা তা প্রতিহত করে (অন্যায়কে ঘৃণা করে)। আর এটা হ'ল দুর্বলতম ঈমান'।[১৫] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِىْ حَازِمٍ قَالَ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ هَذِهِ الآيَةَ (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ إِنَّ النَّاسَ

৮. বুখারী হা/৬৬; ছহীহাহ হা/৩৩০।
৯. আবূদাউদ হা/৪৮২৫; তিরমিযী হা/২৭২৫; মিশকাত হা/৪৭২৯; ছহীহাহ হা/৩৩০।
১০. তাবারাণী, মু'জামুল আওসাত্ব; ছহীহাহ হা/২৩৬; ছহীহুল জামে' হা/৩৯৩৫।
১১. বুখারী হা/৭০৪২; তিরমিযী হা/১৭৫১; গাইয়াতুল মারাম হা/১২০, ৪২২।
১২. আবূদাউদ হা/৪৮৬৮; তিরমিযী হা/১৯৫৯; মিশকাত হা/৫০৬১; ছহীহাহ হা/১০৮৯; ছহীহুল জামে' হা/৪৮৬।
১৩. আহমাদ হা/১২৫৮৯; মিশকাত হা/৩৫; ছহীহুল জামে' হা/৭১৭৯।
১৪. বুখারী হা/৬০৭৬; মুসলিম হা/২৫৫৮।
১৫. মুসলিম হা/৪৯; নাসাঈ হা/৫০০৮-৯; তিরমিযী হা/২১৭২; ইবনু মাজাহ হা/১২৭৫; মিশকাত হা/৫১৩৭।

إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ لاَ يُغَيِّرُوْنَهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ.

ক্বায়েস ইবনে আবূ হাযেম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর (রাঃ) দাঁড়ালেন, আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করলেন, অতঃপর বললেন, হে লোকসকল! তোমরা তো এই আয়াত তিলাওয়াত করো যে, 'হে মুমিনগণ! তোমরা সাধ্যমত তোমাদের কাজ করে যাও। পথভ্রষ্টরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না, যখন তোমরা সৎপথে থাকবে' *(মায়েদাহ ৫/১০৫)*। আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, লোকেরা কোন মন্দ কাজ হ'তে দেখে তা পরিবর্তনের চেষ্টা না করলে আল্লাহ অচিরেই তাদের সকলের উপর ব্যাপকভাবে শাস্তি প্রেরণ করেন'।[১৬]

১০. মজলিসে ডানদিক থেকে শুরু করা :

সভা-সমাবেশে কোন কিছু বিতরণের ক্ষেত্রে ডান দিক থেকে শুরু করতে হবে। কারণ ডান দিক থেকে শুরু করা সুন্নাত। সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন,

أُتِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلاَمٌ أَصْغَرُ الْقَوْمِ، وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا غُلاَمُ أَتَأْذَنُ لِىْ أَنْ أُعْطِيَهُ الأَشْيَاخَ. قَالَ مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِفَضْلِى مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللهِ. فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ–

'নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট একটি পেয়ালা আনা হ'ল। তিনি তা হ'তে পান করলেন। তখন তাঁর ডান দিকে ছিল একজন বয়ঃকনিষ্ঠ বালক আর বয়স্ক লোকেরা ছিলেন তাঁর বাম দিকে। তিনি বললেন, হে বালক! তুমি কি আমাকে অবশিষ্ট (পানিটুকু) বয়স্কদেরকে দেয়ার অনুমতি দিবে? সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার নিকট থেকে ফযীলত পাওয়ার ব্যাপারে আমি আমার চেয়ে অন্য কাউকে প্রাধান্য দিব না। অতঃপর তিনি তা তাকে প্রদান করলেন'।[১৭]

অন্যত্র এসেছে, আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত,

حُلِبَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَاةٌ دَاجِنٌ وَهْىَ فِى دَارِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَشِيْبَ لَبَنُهَا بِمَاءٍ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِى فِى دَارِ أَنَسٍ، فَأَعْطَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ، حَتَّى إِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ مِنْ فِيهِ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعَنْ يَمِيْنِهِ أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ عُمَرُ وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ الأَعْرَابِىَّ أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدَكَ. فَأَعْطَاهُ الأَعْرَابِىَّ الَّذِى عَلَى يَمِيْنِهِ، ثُمَّ قَالَ الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ.

'রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য একটি বকরীর দুধ দোহন করা হ'ল। তখন তিনি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ)-এর ঘরে অবস্থান করছিলেন এবং সেই দুধের সঙ্গে আনাস ইবনু মালেকের বাড়ীর কূয়ার পানি মেশানো হ'ল। তারপর পাত্রটি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে দেয়া হ'ল। তিনি তা হ'তে পান করলেন। পাত্রটি তাঁর মুখ হ'তে আলাদা করার পর তিনি দেখলেন যে, তাঁর বাম দিকে আবূবকর ও ডান দিকে একজন বেদুঈন রয়েছে। পাত্রটি তিনি হয়ত বেদুঈনকে দিয়ে দিবেন এ আশঙ্কায় ওমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আবূবকর (রাঃ) আপনারই পাশে, তাকে পাত্রটি দিন। তিনি বেদুঈনকে পাত্রটি দিলেন, যে তাঁর ডান পাশে ছিল। অতঃপর তিনি বললেন, ডান দিকের লোক বেশী হক্বদার'।[১৮] অন্যত্র তিনি বলেন, الأَيْمَنُوْنَ، الأَيْمَنُوْنَ، أَلاَ فَيَمِّنُوْا 'ডান দিকের ব্যক্তিদেরই (অগ্রাধিকার), ডান দিকের ব্যক্তিদের (অগ্রাধিকার)। শোন! ডান দিক থেকেই শুরু করবে'।[১৯]

১১. মুসলমানদের ইয্যত-সম্মান রক্ষা করা :

সভা-সমাবেশে যাতে মুসলমানদের সম্মান রক্ষা করা হয় এবং তাদের অপমান-অপদস্ত না করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। কোন মজলিসে এরূপ কাজ হ'তে দেখলে সে সভা ত্যাগ করা যরূরী। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন,

مَنْ أُغْتِيبَ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَنَصَرَهُ جَزَاهُ اللهُ بِهَا خَيْرًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ أُغْتِيبَ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرْهُ جَزَاهُ اللهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ شَرًّا، وَمَا الْتَقَمَ أَحَدٌ لُقْمَةً شَرًّا مِنَ اغْتِيَابِ مُؤْمِنٍ، إِنْ قَالَ فِيهِ مَا يَعْلَمُ فَقَدِ اغْتَابَهُ، وَإِنْ قَالَ فِيْهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ فَقَدْ بَهَتَهُ–

'যার নিকট কোন মুমিনের গীবত করা হ'ল, আর সে তার (অনুপস্থিত মুমিনের) সাহায্য করল, আল্লাহ এজন্য তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কৃত করবেন। আর যার কাছে কোন মুমিনের গীবত করা হ'ল সে তার সাহায্য করল না (তার পক্ষ সমর্থন করে গীবতকারীকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করল না) আল্লাহ তাকে এজন্য দুনিয়া ও আখিরাতে এর মন্দ ফল (শাস্তি) ভোগ করাবেন। মুমিনের গীবতের চাইতে মন্দ গ্রাস আর কেউই গ্রহণ করে না- যদি সে তার সম্পর্কে তার জ্ঞাত সত্য কথাই বর্ণনা করে তবে সে তার গীবত করল। আর যদি সে এমন কথা বলল, যা তার অজ্ঞাত, তাহ'লে সে ব্যক্তি তার বিরুদ্ধ অপবাদ রটাল'।[২০]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, এমন সময় আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। فَارْتَفَعَتْ رِيحُ جِيفَةٍ مُنْتِنَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ الرِّيحُ هَذِهِ رِيحُ الَّذِينَ يَغْتَابُونَ

১৬. ইবনু মাজাহ হা/৪০০৫; তিরমিযী হা/২১৬৮; মিশকাত হা/৫১৪২; ছহীহাহ হা/১৫৬৪।
১৭. বুখারী হা/২৩৫১, ২৩৬৬, ২৪৫১, ২৬০২, ২৬০৫, ৫৬২০; মুসলিম হা/২০৩০; মিশকাত হা/৪২৭৪।
১৮. বুখারী হা/২৩৫২, ২৫৭১, ৫৬১২, ৫৬১৯; মুসলিম হা/২০২৯।
১৯. বুখারী হা/২৫৭১; মিশকাত হা/৪২৭৩।
২০. আদাবুল মুফরাদ হা/৭৩৪, সনদ ছহীহ।

Contents

الْمُؤْمِنِيْنَ، ‘দুর্গন্ধময় দুষিত বায়ু প্রবাহিত হ’লে তিনি বলেন, তোমরা কি জান, তা কি? এটা হ’ল মুমিন লোকদের গীবতকারীদের বায়ু’।[২১] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ أَخِيهِ بِالْغِيبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ، ‘যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার গোশত খাওয়া থেকে অন্যকে প্রতিহত করবে, আল্লাহ তা‘আলার ওপর হক এই যে, তিনি তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দিবেন’।[২২]

১২. বৈঠকে মাঝে-মধ্যে দো‘আ করা : মজলিসে মাঝে-মধ্যে দো‘আ করা সুন্নাত। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন,

قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْمُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُوَ بِهَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ لأَصْحَابِهِ اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِىْ دِيْنِنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا.

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার ছাহাবীগণের জন্য এই বাক্যে দো‘আ না করে কোন মজলিস থেকে খুব কমই বিদায় হ’তেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মধ্যে এত পরিমাণ আল্লাহভীতি বণ্টন কর যা আমাদের মধ্যে ও তোমার প্রতি অবাধ্যাচারী হওয়ার মধ্যে প্রতিবন্ধক হ’তে পারে এবং আমাদের মধ্যে তোমার প্রতি আনুগত্য এত পরিমাণ বণ্টন কর যার অসীলায় তুমি আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছে দিবে, এতটা দৃঢ় প্রত্যয় বণ্টন কর যার দ্বারা তুমি দুনিয়ার যে কোন বিপদ আমাদের জন্য সহজতর করবে, যাবত তুমি আমাদের জীবিত রাখ ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কান, আমাদের চোখ ও আমাদের শক্তি-সামর্থ্য দ্বারা আমাদের জীবনোপকরণ দান কর (অথবা আমাদের চোখ-কান মৃত্যু পর্যন্ত সতেজ ও সুস্থ রাখ), যে আমাদের উপর অত্যাচার করে তার প্রতি আমাদের প্রতিশোধ সুনির্ধারিত কর, যে আমাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে তার বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর, আমাদের দ্বীন পালনে আমাদেরকে বিপদগ্রস্ত কর না, দুনিয়াকে অর্জন আমাদের ও আমাদের জ্ঞানের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত কর না এবং যে আমাদের প্রতি দয়া করবে না তাকে আমাদের উপর প্রভাবশালী (শাসক নিয়োগ) কর না’।[২৩]

১৩. বৈঠকে আল্লাহ্‌র যিকর ও রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠ করা : সভা-সমাবেশে আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা বা তাঁর যিকর করা এবং রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা যরূরী। কেননা যে মজলিস আল্লাহ্‌র যিকর ও রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ না করে সমাপ্ত হয় তাকে গাধার মৃতদেহের সাথে তুলনা করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُوْمُوْنَ مِنْ مَجْلِسٍ لاَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ فِيْهِ إِلاَّ قَامُوْا عَنْ مِثْلِ جِيْفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً- ‘কোন কওমের লোকেরা কোন সমাবেশে একত্রিত হওয়ার পর চলে যাবার সময় তাতে আল্লাহকে স্মরণ না করেই চলে গেলে তা যেন গাধার মৃতদেহ। আর তা তাদের জন্য পরিতাপের কারণ হবে’।[২৪] অন্যত্র তিনি বলেন, مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيْهِ وَلَمْ يُصَلُّوْا عَلَى نَبِيِّهِمْ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةً فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ- ‘যে সমস্ত লোক কোন দরবারে বসেছে অথচ তারা আল্লাহ তা‘আলার যিকর করেনি এবং তাদের নবীর প্রতি দরূদও পড়েনি, তারা বিপদগ্রস্ত ও আশাহত হবে। আল্লাহ তা‘আলা চাইলে তাদেরকে শাস্তিও দিতে পারেন কিংবা ক্ষমাও করতে পারেন’।[২৫]

১৪. বৈঠক ভঙ্গের দো‘আ পাঠের মাধ্যমে মজলিস শেষ করা : মজলিস ভঙ্গের দো‘আ পাঠের মাধ্যমে তা শেষ করা। এতে তা ঐ মজলিসে সংঘটিত কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি বা গোনাহের জন্য কাফফারা স্বরূপ হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ جَلَسَ فِى مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيْهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُوْمَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ. إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِى مَجْلِسِهِ ذَلِكَ.

‘যে ব্যক্তি এমন সভায় বসে, যাতে খুব বেশী ভুল হয়, অতঃপর যদি উক্ত সভা ত্যাগ করে চলে যাওয়ার আগে এই দো‘আ পড়ে, *সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইক* (অর্থাৎ তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকে তওবা (প্রত্যাবর্তন) করছি। তাহ’লে উক্ত মজলিসে কৃত অপরাধ তার জন্য ক্ষমা করে দেওয়া হয়’।[২৬]

---

২১. *আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭৩৭; বায়হাক্বী, শু‘আবুল ঈমান হা/৭৬৪৩, আহমাদ হা/১৪৮২৬; ছহীহুত তারগীব হা/২৮৪০; গায়াতুল মারাম হা/৪২৯, সনদ হাসান।*

২২. *আহমাদ, মিশকাত হা/৪৯৮১; ছহীহুল জামে হা/৬২৪০; ছহীহুত তারগীব হা/২৮৪৭।*

২৩. *তিরমিযী হা/৩৫০২; আল-কালিমুত তাইয়্যিব হা/২২৫/১৬৯; মিশকাত হা/২৪৯২, সনদ হাসান।*

২৪. *আবূদাউদ হা/৪৮৫৫; মিশকাত হা/২২৭৩; ছহীহাহ হা/৭৭।*

২৫. *তিরমিযী হা/৩৩৮০; মিশকাত হা/২২৭৪; ছহীহাহ হা/৭৪, ৭৮-৭৯।*

২৬. *তিরমিযী হা/৩৪৩৩; ছহীহুল জামে‘ হা/৬১৯২।*

খ. বর্জনীয় বিষয় সমূহ :

১. কাউকে উঠিয়ে দিয়ে তার স্থানে বসা :

মজলিস বা বৈঠকে উপবিষ্ট কাউকে তার আসন থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসা যাবে না। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ. ‘কোন ব্যক্তি অপর কাউকে তার বসার জায়গা থেকে তুলে দিয়ে সেখানে বসবে না’।[২৭] অন্যত্র তিনি বলেন, لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ فَيَجْلِسَ فِيْهِ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا– ‘কোন ব্যক্তিকে তার বসার জায়গা থেকে তুলে দিয়ে সেখানে কেউ বসবে না। তবে তোমরা বসার জায়গা করে দাও এবং প্রশস্ত করে দাও’।[২৮]

২. দু’জনের মাঝখানে বসা :

কোন বৈঠকে দু’জনে পাশাপাশি বসলে তাদের মাঝে গিয়ে বসা সমীচীন নয়। বরং তাদের পাশে বসবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمَا. ‘কারো জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে দু’জনকে পৃথক করে দিয়ে (তাদের মাঝখানে বসবে) তাদের অনুমতি ছাড়াই’।[২৯]

৩. কেউ কোন প্রয়োজনে উঠে গেলে তার স্থানে বসা :

মজলিসে বা সভায় বসার পরে কেউ কোন প্রয়োজনে উঠে গেলে তার জায়গায় বসা উচিত নয়। আর যদি কেউ কারো আসনে বসে পড়ে তাহ’লে ঐ ব্যক্তি ফিরে আসলে তার জায়গা তাকে ছেড়ে দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. ‘কোন ব্যক্তি যখন নিজের আসন হ’তে উঠে গিয়ে (কোথাও গিয়ে পুনরায়) ফিরে আসে তাহ’লে সেই হবে তার পূর্বোক্ত আসনের অধিক হক্বদার’।[৩০] অন্যত্র তিনি বলেন, مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، ‘কেউ তার আসন হ’তে উঠে গিয়ে পুনরায় ফিরে আসলে সেই হবে তার অধিক হক্বদার’।[৩১]

৪. তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে দু’জনে কানে কানে কথা বলা :

বৈঠকে বসে দু’জনে কানে কানে কথা বলা বা গোপনে পরামর্শ করা শিষ্টাচার বহির্ভূত। আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ– ‘ঐ কানাঘুষা শয়তানের কাজ বৈ তো নয়, যা মুমিনদের দুঃখ দেওয়ার জন্য করা হয়। অথচ তা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহ্র অনুমতি ব্যতীত। অতএব মুমিনদের উচিত আল্লাহ্র উপর ভরসা করা’ *(মুজাদালাহ ৫৮/১০)*।

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى رَجُلاَنِ دُوْنَ الآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ، أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ– ‘যখন কোথাও তোমরা তিনজন থাক, তখন একজনকে বাদ দিয়ে দু’জনে কানে কানে কথা বলবে না। এতে তার মনে দুঃখ হবে। তোমরা পরস্পর মিশে গেলে তবে তা করাতে দোষ নেই’।[৩২] অন্যত্র তিনি বলেন, إِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ جَمِيعاً فَلاَ يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ– ‘যখন কোথাও কেবল তিনজন থাকবে, তখন তৃতীয় জনকে ছেড়ে তারা দু’জনে যেন গোপনে পরামর্শ না করে’।[৩৩]

তবে পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির অনুমতি সাপেক্ষে কানে কানে কথা বলা বা গোপনে পরামর্শ করা যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ، ‘তোমরা তিনজন থাক, তখন একজনকে বাদ দিয়ে দু’জনে গোপনে পরামর্শ কর না তার অনুমতি ব্যতীত। কেননা সেটি তাকে দুঃখিত করবে’।[৩৪]

৫. হাতে বা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসা :

পিছনে হাত রেখে ঠেস দিয়ে বসা বা দেওয়ালে ঠেস লাগিয়ে বসা মজলিসের আদবের পরিপন্থী। তাই এভাবে না বসে সোজা হয়ে বসা উচিত। শারীদ ইবনু সুওয়াইদ (রাঃ) বলেন, مَرَّ بِىْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا جَالِسٌ هَكَذَا وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِىَ الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِىْ وَاتَّكَأْتُ عَلَى أَلْيَةِ يَدِىْ فَقَالَ أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ.

‘একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন আমি আমার বাম হাত পিঠে নিয়ে তার পাতার উপর বসেছিলাম। তিনি বললেন, ‘তুমি কি তাদের মতো বসছো, যারা অভিশপ্ত’?[৩৫]

৬. মজলিসে হাসাহাসি করা :

মজলিসে বা সভায় বসে হাসাহাসি ও খেল-তামাশা করা যাবে না। এতে একদিকে বৈঠকের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়, অপরদিকে আলোচকের কথা শুনতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تُكْثِرُوا الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ ‘তোমরা অধিক হাসবে না। কারণ অধিক হাসি অন্তরের মৃত্যু ঘটায়’।[৩৬] অন্যত্র তিনি বলেন, وَأَقِلَّ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ

---

২৭. বুখারী হা/৬২৬৯; ছহীহাহ হা/২২৮; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৭৭০।
২৮. আহমাদ হা/৪৬৫৯; মিশকাত হা/৪৬৯৬; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৭৭১।
২৯. আবূদাঊদ হা/৪৮৪৫; তিরমিযী হা/২৭৫২; মিশকাত হা/৪৭০৩; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৬৫৬।
৩০. আবূদাঊদ হা/৪৮৫৩, সনদ ছহীহ।
৩১. মুসলিম হা/২১৭৯; মিশকাত হা/৪৬৯৭।
৩২. বুখারী হা/৬২৯০; তিরমিযী হা/২৮২৫।
৩৩. আহমাদ; ছহীহাহ হা/১৪০২; ছহীহুল জামে‘ হা/৭৬২।
৩৪. মুসনাদ আহমাদ হা/৬৩৩৮, সনদ ছহীহ।
৩৫. আবূদাঊদ হা/৪৮৪৮; মিশকাত হা/৪৭৩০; ছহীহুত তারগীব হা/৩০৬৬।
৩৬. ইবনু মাজাহ হা/৪১৯৩; তিরমিযী হা/২৩০৫; মিশকাত হা/৫১৭১।

Contents

الضَّحِكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ، 'কম হাসবে। কেননা অত্যধিক হাসি অন্তর সমূহকে মেরে ফেলে'।[৩৭]

অনেক মানুষ আছে, যারা অন্যের ত্রুটি বা অন্যায় কাজ দেখে হাসে। অথচ সেই কাজ ঐ ব্যক্তি নিজেও করে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ 'তোমাদের কেউ কেউ হাসে সে কাজটির জন্য সে কাজটি সে নিজেও করে'।[৩৮]

৭. অহংকার, আত্মপ্রশংসা ও নিজেকে প্রকাশ করার মানসিকতা :

মজলিসে অহংকার ও নিজের প্রশংসা করা যাবে না এবং নিজেকে যাহির করার মানসিকতা পরিহার করতে হবে। কারণ এর মাধ্যমে ঐ ব্যক্তি মানুষের কাছে যেমন নিন্দনীয় হবে, তেমনি সে গোনাহগারও হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَإِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتَّى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلاَ يَبْغِى أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ- 'আল্লাহ তা'আলা আমার উপর অহী করেছেন যে, তোমরা পরস্পর বিনয় প্রদর্শন করবে। যাতে কেউ কারো উপর অহংকার ও গৌরব প্রকাশ না করে'।[৩৯]

৮. গুপ্তচরবৃত্তি ও দোষ-ত্রুটি তালাশ করা :

মজলিসে বা সভায় কারো দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করার জন্য বা গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য গমন করা যাবে না। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوْا، وَلاَ تَجَسَّسُوْا، وَلاَ تَحَاسَدُوْا، وَلاَ تَدَابَرُوْا، وَلاَ تَبَاغَضُوْا، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا. 'তোমরা কারো প্রতি কু-ধারণা পোষণ কর না। কেননা কু-ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। একে অপরের ছিদ্রান্বেষণ কর না, একে অন্যের ব্যাপারে মন্দ কথায় কান দিও না এবং একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ কর না, বরং পরস্পর আল্লাহ্র বান্দাও ভাই ভাই হয়ে যাও'।[৪০]

---

৩৭. ইবনু মাজাহ হা/৪২১৭; ছহীহাহ হা/৫০৬; ছহীহুল জামে' হা/৪৫৮০।
৩৮. বুখারী হা/৪৯৪২; মিশকাত হা/৩২৪২।
৩৯. মুসলিম হা/২৮৬৫; ইবনু মাজাহ হা/৪১৭৯; মিশকাত হা/৪৮৯৮।
৪০. বুখারী হা/৬০৬৪; মুসলিম হা/২৫৬৩; আবূদাঊদ হা/৪৯১৭; মিশকাত হা/৫০২৮।

৯. আল্লাহ্র আয়াত নিয়ে সীমালংঘন হয় এমন বৈঠকে যোগদান :

পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত নিয়ে বিদ্রূপ ও সীমালংঘণ হয় এমন বৈঠক পরিত্যাগ করতে হবে। যে বৈঠকে এমনটি হবে সেখান থেকে বের হয়ে যাওয়া আবশ্যক। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْ آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ، 'যখন তুমি দেখবে যে, লোকেরা আমাদের আয়াত সমূহে ছিদ্রান্বেষণ করছে, তখন তুমি তাদের থেকে সরে যাও, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়। আর যদি শয়তান তোমাকে এটা ভুলিয়ে দেয়, তাহ'লে স্মরণ হওয়ার পর আর যালেম সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না' *(আন'আম ৬/৬৮)*। তিনি আরো বলেন, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا، 'আর তিনি কুরআনের মধ্যে তোমাদের উপর এই আদেশ নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা লোকদের থেকে কুরআনের আয়াত সমূহে অবিশ্বাস ও বিদ্রূপ শুনবে, তখন তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়। অন্যথা তোমরাও তাদের সদৃশ গণ্য হবে। আল্লাহ মুনাফিক ও কাফেরদের জাহান্নামে একত্রিত করবেন' *(নিসা ৪/১৪০)*।

পরিশেষে বলব, সভা-সমাবেশ, বৈঠকে বসার ইসলামী আদব বা শিষ্টাচার মেনে চলা যরূরী। এর মাধ্যমে ইহকালে যেমন সুফল পাওয়া যাবে, তেমনি পরকালীন জীবনে অশেষ ছওয়াব হাছিল করা যাবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আদব বা শিষ্টাচার মেনে চলার তাওফীক দান করুন-আমীন!

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরা গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!
আপনারা কি ছহীহ ও বিশুদ্ধ তরীকায় শিরক ও বিদ'আত মুক্ত পবিত্র হজ্জ ও ওমরা পালন করতে চান? তাহ'লে আজই যোগাযোগ করুন!

* রামাযান মাসে ১,১০,০০০/= ১,৩০,০০০/= এবং অন্যান্য মাসে ৭০/৮০ হাযার টাকায় উন্নত মানের হোটেলে আবাসন সুবিধায় ওমরাহ পালনের সুযোগ আছে।
* হজ্জ ও ওমরায় যোগ্য আলেম ও সহযোগীর মাধ্যমের সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদানের সুযোগ থাকবে।
* মক্কা ও মদীনার ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে।

বিঃদ্রঃ ২০২০/২১ সালের প্রাক নিবন্ধন চলছে।

পরিচালক : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (এম, এম; এম, এ)
৭ম ফ্লোর, ভিআইপি টাওয়ার, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।
০১৭১১-৩৬৫৩৩৭
০১৯১৯-৩৬৫৩৩৭

ডি.বি.এইচ ইন্টারন্যাশনালের সার্বিক তত্ত্বাবধানে (লাইসেন্স নং ২০৪)

হিন্দু শব্দের শাব্দিক, পারিভাষিক ও ঐতিহাসিক স্বরূপ বিশ্লেষণ

*মূল (উর্দূ) : ড. মাওলানা মুহাম্মাদ আহমাদ নাঈমী**

*অনুবাদ : আবু হিশাম মুহাম্মাদ ফুয়াদ***

হিন্দুস্থানের প্রাচীন ধর্মীয় ইতিহাস ও সাহিত্যে ‘হিন্দুত্ব’ বা হিন্দুধর্ম-এর সমার্থবোধক কোন শব্দ পাওয়া যায় না। সেখানে ‘সনাতন ধর্ম’ ও ‘বৈদিক ধর্ম’ শব্দগুলোর ব্যবহার পাওয়া যায়। বেদ ও উপনিষদসমূহে বর্ণিত সেই ‘সনাতন ধর্ম’ এবং ‘বৈদিক ধর্ম’-এর স্থলে আধুনিক যুগে এই ‘হিন্দু ধর্ম’ শব্দটিই স্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। তবে হিন্দু পণ্ডিত ও চিন্তাবিদদের আজও এটাই বিশ্বাস যে, এই ধর্মকে ‘সনাতন’ ও ‘বৈদিক’ ধর্ম বলাই যথোপযুক্ত। কারণ এগুলোই এর আসল নাম এবং প্রাচীন হিন্দুস্থানী ধর্মীয় বই-পুস্তকে এই নামগুলোরই ব্যবহার পাওয়া যায়। যেখানে ‘হিন্দু’ শব্দটি একটি নতুন শব্দ। ‘শব্দকল্পদ্রুম’ ছাড়া কোন সংস্কৃত অভিধানেই ‘হিন্দু’ শব্দটি পাওয়া যায় না। আর ‘শব্দকল্পদ্রুম’-এর ভিত্তি হ’ল ‘মেরুতন্ত্র’, যা প্রাচীন হিসাবে সাব্যস্ত নয়।

তবে হ্যাঁ, ফার্সী ভাষায় ‘হিন্দু’ শব্দটি পাওয়া যায়, আর তা থেকে উৎপন্ন হয়েছে নানা শব্দ যেমন- হিন্দুস্থান, হান্দাসা, হিন্দি ও হিন্দু।[১] এমনকি হিন্দু পণ্ডিত ও দার্শনিকরা বলেন, যে সকল সংস্কৃত অভিধান ও ধর্মীয় বই-পুস্তকে ‘হিন্দু’ শব্দটি এসেছে সেগুলোকেও নতুনই মনে করা উচিত। কারণ যদি এই শব্দটা পুরনো সংস্কৃত শব্দ হ’ত তবে বেদে না হোক অন্তত স্মৃতি, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত অথবা প্রাচীন অভিধানগুলোতে অবশ্যই পাওয়া যেত। এমনকি আমাদের পুরনো শব্দকোষ ‘অমরকোষে’ও এ শব্দটি অনুপস্থিত।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু (১৮৮৯-১৯৬৪)-এর লেখা থেকেও এর সত্যতা পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, ‘আমাদের প্রাচীন ধর্মীয় সাহিত্যে তো ‘হিন্দু’ শব্দটি পাওয়া যায় না। আমাকে বলা হয়েছে যে, এই শব্দটি খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকের হিন্দুস্তানী এক তান্ত্রিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। সেখানে হিন্দু দ্বারা নির্দিষ্ট কোন ধর্ম নয় বরং নির্দিষ্ট কিছু মানুষকে বোঝানো হয়েছে। তবে এটা স্পষ্ট যে এই শব্দটি অনেক পুরনো এবং এটি আভেস্তা (জরথ্রুস্ট বা পারসিকদের ধর্মীয় গ্রন্থ) ও প্রাচীন ফারসীতেও পাওয়া যায়।[২]

বাস্তবতা হ’ল যে, হিন্দুস্তানী মানুষ এই শব্দ জানতো না। সর্বপ্রথম এর ব্যবহার করেছিল প্রাচীন ইরানী ও আরবরা। তদুপরি শুধু ভৌগলিক কিংবা একটি নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠী ও জনবসতির পরিচয়বাহী নাম হিসাবে।[৩]

বিদ্বানদের পরিভাষায় হিন্দুধর্মের পরিচয়বাহী এবং ‘হিন্দুত্ব’ বা ‘হিন্দুধর্ম’-এর সমার্থক শব্দ হিসাবে ‘হিন্দু’ শব্দের আবির্ভাব ঘটে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বা তারও পরে। কেননা আবু রায়হান মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-বিরুনী (৯৭৩-১০৪৮), যিনি হিন্দুধর্ম বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদ হিসাবে স্বীকৃত এবং যার লিখিত ‘তাহকীক মা লিলহিন্দ’ (ভারততত্ত্ব) হিন্দুধর্মের একটি প্রামাণ্যগ্রন্থ, তিনি তাঁর এই কালজয়ী লেখনীতে কোথাও হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের বোঝাতে ‘হিন্দুধর্ম’, ‘হিন্দু-মতাদর্শ’, ‘হিন্দুত্ব’, ‘হিন্দু’ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেননি। অধিকাংশ হিন্দু দার্শনিক ও চিন্তাবিদরাও এদিকে গেছেন। হিন্দী ভাষার প্রসিদ্ধ হিন্দু কবি রামধারি সিং দিনকার (১৯০৮-১৯৭৪) লিখেছেন, ‘হিন্দু শব্দটি আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষে এর সর্বপ্রথম ব্যবহার হয় অষ্টম শতকে লিখিত একটি তন্ত্র গ্রন্থে। যেখানে এ শব্দটি কোন মতাদর্শের নাম হিসাবে নয় বরং একটি গোষ্ঠী বা জাতি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।’

ড. রাঁধাকমল মুখার্জী (১৮৮৯-১৯৬৮)-এর মতে, ভারতের বাইরে এই শব্দের ব্যবহার বহু প্রাচীন আভেস্তা ও খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৫২২ থেকে ৪৮৬-এর মধ্যে রচিত পুস্তকাদিতে পাওয়া যায়। তিনি আরও বলেন, ‘হিন্দু’ শব্দটি বিদেশী শব্দ। সংস্কৃত ও পালিতে কোথাও এর ব্যবহার পাওয়া যায় না। এই শব্দের যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাতে একে কোন ধর্মের নাম বা পরিচয়বাহী শব্দ হিসাবে মানা যায় না। বরং এর আসল অর্থ হ’তে পারে হিন্দুস্তানের যেকোন বাসিন্দা। ভারতবর্ষকে ‘হিন্দ’ নাম দিয়েছে বিদেশীরা। এটি বেশ কয়েকটি দিক থেকে প্রমাণিত। যেমন- সপ্তম শতকে ইৎসিঙ নামীয় এক চাইনিজ পর্যটক ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি লিখেছেন, মধ্যএশিয়ার মানুষ ভারতবর্ষকে ‘হিন্দু’ বলে থাকে। যদিও এখানকার স্থানীয় মানুষ ভারতবর্ষকে আর্যদেশ বলে থাকে।[৪]

প্রসিদ্ধ হিন্দু পণ্ডিত রজনীকান্ত শাস্ত্রী লিখেছেন, ‘হিন্দু’ শব্দটি ইরানীদের হাযার বছর পুরনো বই ‘শাতির’-এ পাওয়া যায়। সেখানে আমাদের দেশ (ভারতবর্ষ)-কে হিন্দ ও আমাদের (এদেশের বাসিন্দা হিসাবে) হিন্দু বলেছেন। শাতিরে এসেছে, ‘ভারতবর্ষ থেকে ভিয়াস নামের ব্রাহ্মণ আসে, যার বুদ্ধি-জ্ঞান ছিল অতুলনীয়’।

নিঃসন্দেহে এখানে ‘ভিয়াস’ মহাভারত ও অষ্টাদশ মহাপুরাণের লেখক মহাঋষী কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ভিদুভিয়াস (বেদব্যাস)-ই হবেন। তাই তার বুদ্ধিমত্তাকে অনন্য বলা হয়েছে। আবার এই গ্রন্থে হিন্দের অধিবাসী অর্থেও ‘হিন্দি’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন-

چوں وياس هندی بلخ آمد
گشتاشپ زبردشت راو خواند

---

* প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়, নয়াদিল্লী, ভারত।
** বগুড়া।

১. স্বামী আনন্যানন্দ, হিন্দু ধার্ম কা সাওয়ারভুম তত্ত্ব, (কলকাতা : আধ্যিয়াত আশ্রম, ১৯৯৭ইং, পৃ. ১।
২. রজনীকান্ত শাস্ত্রী, হিন্দু জাতি কা উত্থান আওর পাত্তান, (নয়াদিল্লি : কিতাব মহল, ২০০৮ইং)।
৩. তারিখে ত্বাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৫; ত্ববাক্বাত ইবনে সা‘দ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৯; সীরাত ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৯৩।
৪. সাংস্কৃতি কে চার অধ্যায়, পৃঃ ৩৫।

'যখন হিন্দের ভিয়াস বলখে এলো তখন ইরানের বাদশাহ গুসতাশপ (এসফানদিয়ারের পিতা) যাবারদাশ্ত (জরথ্রুষ্ট)-কে আনলেন। এই যাবারদাশ্ত ছিলেন পার্সী ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। এতে আরও লেখা রয়েছে যে, 'হিন্দে জন্মানো এক পুরুষ আমি এবং আবার হিন্দেই ফিরে গেলাম'।[৫]

মোটকথা এই শব্দের ইতিহাস অনুযায়ী এটিকে কোন ধর্মের নাম বা পরিচয়বাহী শব্দ মনে করার সুযোগ নেই। 'হিন্দু' শব্দটির আসল অর্থ ও ভাব হ'ল- হিন্দুস্তানের যেকোন বাসিন্দা বা ভারতের নিবাসী।

হিন্দু শব্দের আভিধানিক ও শব্দগত বিশ্লেষণ :

হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে বিশ্লেষণ বা এ সম্পর্কে কিছু বলার পূর্বে 'হিন্দু' শব্দটির সঠিক উৎসমূল এবং এর অর্থ ও ভাব সম্পর্কে জানা যরূরী। এ ব্যাপারে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুস্থানের ইতিহাস সংক্রান্ত বই-পুস্তকে অনেক উদ্ধৃতি ও প্রমাণ রয়েছে। তবে সেগুলোর সারমর্ম প্রায় একই এবং তা হ'ল- ভারতের এই 'হিন্দ' নাম বিদেশীদের দেয়া। হিন্দী ভাষার প্রসিদ্ধ কবি তাঁর 'সংস্কৃতি কে চার আধ্যায়' গ্রন্থে লিখেছেন, আসল কথা হ'ল এই যে, মধ্যএশিয়া ও পাশ্চাত্যের দেশগুলোর লোকেরা ভারতে যাতায়াত করত পশ্চিমদিক দিয়ে। সিন্ধু নদ ভারতের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। ফলে এই পথে যাতায়াতকারীরা সিন্ধু নদ দ্বারাই এই দেশের পরিচয় দিত। তাদের মধ্যে ইরান ও তার আশপাশের লোকেরা 'সা'-এর সঠিক উচ্চারণ না করতে পারায় 'সিন্ধু'-কে 'হিন্দু' বলা শুরু করে। আর পশ্চিমারা 'সা' ও 'দা'-এর সঠিক উচ্চারণ না করতে পারায় 'হিন্দু'-কে 'ইন্ডু' (Indo) বলতো। এভাবেই ভারতের নাম 'হিন্দু>হিন্দুস্থান' ও 'ইন্ডু>ইন্ডিয়া' হিসাবে প্রচলিত হয়ে যায়।[৬]

স্বামী অনন্যানন্দ লিখেছেন, 'হিন্দু' শব্দটি 'সিন্ধু'রই পরিবর্তিত রূপ। সিন্ধু একটি নদের নাম। আগেকার সময়ে ফার্সীভাষী লোকেরা অর্থাৎ ইরানীরা সিন্ধু নদের নিকটবর্তী লোকদের ও দেশগুলোকে 'হিন্দু' বলতো। এর কারণ হ'ল তাদের সিন্ধুকে সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে না পারা। ফলে 'সিন্ধু'ই 'হিন্দু' হয়ে যায় এবং এভাবেই তাদের ধর্মকে 'হিন্দু' বলা শুরু হয়।[৭]

বিয়োগী হরি (১৮৯৬-১৯৮৮) স্বীয় 'হিন্দু ধর্ম' গ্রন্থে লিখেছেন, 'আমরা যেটাকে পশ্চিম ভারত বলব, ইরানের লোকদের কাছে সেটাই হবে তাদের দেশের পূর্ব সীমান্তবর্তী দেশ ভারতবর্ষ বা হিন্দ। এই পূর্বাংশে পড়ে সিন্ধু নদ। এই নদেরই পূর্ব এবং পশ্চিম অংশের সাথে আরো ছয়টি নদী জুড়ে একে মোট সাত নদী হিসাবে গণ্য করা হয়। একে ফার্সী কাব্যে 'হাপ্ত হিন্দু' বা 'সপ্ত সিন্ধু' বলা হয়েছে। ফার্সী সাহিত্যে হিন্দু শব্দের সবচেয়ে পুরনো রূপ এটিই। এই সাত নদীসমৃদ্ধ বিদেশী এলাকাকে 'হাপ্ত হিন্দু'ও বলা হয়েছে। ফার্সী ভাষার উচ্চারণে 'সোম'-কে 'হোম', 'সাপ্ত'-কে 'হাপ্ত' ও 'আসুর'-কে 'আহুর' বলা হয়। ভাষা ও উচ্চারণ তত্ত্বানুসারে 'সা' ও 'হা' পরস্পর পরিবর্তিতভাবে ব্যবহৃত হ'তে পারে। এদ্বারা বোঝা যায় যে, ফার্সী ধর্মের প্রচারকালে এই পূর্বাঞ্চলের নাম ছিল 'হাপ্ত হিন্দু' বা শুধু 'হিন্দু'। কালক্রমে হিন্দু শব্দের হিন্দ থেকে যায় এবং এখানে বসবাসকারীদের নাম 'হীন্দু' বা 'হিন্দু' হয়ে যায়'।[৮]

তিলক লোকমান্য (১৮৫৬-১৯২০)-এর কিছু শ্লোকে এই কথারই ব্যাখ্যা ও সত্যতা খুব সুন্দরভাবে পাওয়া যায়। যেমন তিনি বলেন, 'পূর্ব ও পশ্চিমে সমুদ্র, দক্ষিণে সমুদ্র এবং উত্তরে সিন্ধু নদের উৎপত্তিস্থলের মধ্যবর্তী যে ভূখণ্ড তাই ভারত। আর এ অঞ্চল যাদের পূর্বপুরুষদের পবিত্রভূমি তারাই 'হিন্দু'।[৯]

হিন্দু ধর্মের প্রসিদ্ধ গবেষক রজনীকান্ত শাস্ত্রীর গবেষণাও এমনই। তিনি তার সমাদৃত পুস্তক 'হিন্দু জাতি কা উত্থান আওর পাত্তান'-এ বলেন, কতিপয় বিদ্বানের মতে, এদেশের নামকরণ 'হিন্দ' হয়েছে বিদেশীদের মাধ্যমে, বিশেষতঃ পারসিকদের মাধ্যমে। আর এ শব্দটি এসেছে 'সিন্ধু' শব্দ থেকে যা পাঞ্জাবের একটি নদের নাম। আর সেই 'হিন্দ' শব্দ থেকেই পরে 'হিন্দু' ও 'হিন্দি' শব্দ দু'টির উৎপত্তি হয়েছে। পারসীরা 'হিন্দ' শব্দটি দ্বারা সিন্ধু নদের কিনারাবর্তী ভূখণ্ডকে বুঝাতো। 'হিন্দু' দ্বারা তারা সেই ভূখণ্ডের বাসিন্দাদের ও 'হিন্দি' দ্বারা সেসব বাসিন্দাদের ভাষাকে বুঝাতো। আমরা যেখানে 'সা' বলি পারসিকরা সাধারণত সেখানে 'হা' উচ্চারণ করে। যেমন 'সাপ্ত' কে 'হাপ্ত', 'আসুর'কে 'আহুর', 'সরস্বতী'কে 'হরহতী' এবং 'সাপ্ত সিন্ধু'-কে 'হাপ্ত হিন্দু' বলা ইত্যাদি। এখেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, 'সিন্ধু' থেকে 'হিন্দু', 'হিন্দ' থেকে 'হিন্দু' ও 'হিন্দি' শব্দদ্বয়ের জন্ম হয়েছে।[১০]

তিনি কয়েক পৃষ্ঠা পরেই লিখেছেন, গ্রিকরা সিন্ধু নদকে ইন্ডাস (Indus), সিন্ধুপাড়ের দেশকে ইন্ডিয়া (India), এবং সেখানকার বাসিন্দাদের ইন্ডিয়ান্স (Indians) বলতো। তাদের সাথে মিল রেখে আমরাও সেই শব্দগুলোকে গ্রহণ করে নিয়েছিলাম। আজও আমরা যখন ইউরোপিয়ানদের আমাদের পরিচয় দেই তখন ইন্ডিয়ান বলেই পরিচয় দেই। ঠিক এভাবেই আমরা অতীতে পারসিকদের সংশ্রবে এসে তাদের হিন্দ, হিন্দু, হিন্দি ইত্যাদি শব্দকে নিজেদের পরিচায়ক করে নিয়েছিলাম।[১১]

সংস্কৃত ও বেদের খ্যাতনামা গবেষক ও চিন্তাবিদ ড. বেদপ্রকাশ উপাধ্যায় (জন্ম : ১৯৪৭)-ও একই কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন, 'পারসিক ও ইরানীরা সিন্ধু নদের তট পর্যন্ত আসতেন। তারা 'সিন্ধু'-র 'সা' কার কে 'হা' কারে বদলে দিয়ে 'হিন্দু' করে নিয়েছেন এবং 'স্থান'কে 'স্তান' উচ্চারণ করতেন। এভাবে তারা এ ভূখণ্ডকে হিন্দুস্তান এবং সেখানকার বাসিন্দাদের 'হিন্দু' বলতে শুরু করেন। তাদেরই দেখাদেখি সংস্কৃত না জানা লোকেরাও তাই উচ্চারণ করতে থাকে। আবার ইংরেজরা 'হিন্দ' শব্দের 'হা'-কে লোপ করে 'ইন্ড'

৫. হিন্দু জাতি কা উত্থান আওর পাত্তান, পৃঃ ৩-৪।
৬. সাংস্কৃতি কে চার অআধ্যায়, পৃঃ ২৫-২৬।
৭. হিন্দু ধর্ম কা সাওয়ারভূম তত্ত্ব, পৃঃ ৩।
৮. বিয়োগী হরি, হিন্দু ধর্ম, পৃঃ ৭-৮; সাহিত্য মণ্ডল, দিল্লি, ২০০১ ইং।
৯. হিন্দু ধর্ম, পৃঃ ৮।
১০. হিন্দুস্তানি কা উত্থান আওর পাত্তান, পৃঃ ১।
১১. ঐ, পৃঃ ২।

Contents

(Ind) এবং ভূখণ্ড বুঝাতে IA যোগ করে ইন্ডিয়া (India) করে নেন। আর ইন্ডিয়ায় বসবাসকারীদের নাম হয় ইন্ডিয়ান। মোটকথা হ'ল, ভারতীয়, হিন্দু ও ইন্ডিয়ান-সবই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়'।[১২]

একইভাবে 'দায়েরায়ে মা'আরিফ ইসলামিয়্যাহ'তে বলা হয়েছে যে, পারসিকরা যখন এই ভুখণ্ডের একাংশ দখল করে নিল তখন আমরা যে দরিয়াকে এখন সিন্ধু বলি তারই নামানুসারে তারা এ ভূখণ্ডকে হিন্দু বলত। কারণ প্রাচীন ইরানের প্রাচীন পাহলভী ভাষা ও সংস্কৃতে 'সা' ও 'হা' পরস্পর বদলে যায়। তাই পারসিকরা 'হিন্দু' বলে ডাকত। এছাড়াও হিন্দুস্তানের অন্যান্য এলাকাকে তারা 'হিন্দ' বলে ডাকত এবং পরিশেষে এই নামই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং এই হিন্দ শব্দের 'হা' কে 'আলিফ' দ্বারা বদলে ফ্রেঞ্চ ভাষায় তা ইন্ড (Ind) ও ইংরেজীতে ইন্ডিয়া (India) প্রচলিত হয়ে যায়। খায়বার দিয়ে প্রবেশকারী অধিকাংশ জাতি এই ভূখণ্ডের নাম হিন্দুস্থান রেখেছিল। যাকে ফার্সী উচ্চারণে হিন্দুস্তান বলা হয়।[১৩]

সুতরাং প্রমাণপঞ্জি, উদ্ধৃতি ও দলীলসমূহ থেকে এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দু কোন নির্দিষ্ট ধর্ম বা মতাদর্শের নাম নয় বরং একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী জাতির নাম, যা বিদেশীদের দেয়া।

এই সম্পর্কে RSS-এর অন্যতম পরিচালক ও চিন্তাবিদ গুরু গোলওয়ালকার (১৯০৬-১৯৭৩)-কে যখন বলা হ'ল যে, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বলতেন, 'হিন্দু' নামটি বিদেশীদের দেয়া। যার অর্থ হ'ল ডাকাত (কিশওয়ারী অভিধানে এসেছে- হিন্দু প্রসিদ্ধ একটি দেশের নাম। সম্বন্ধবাচক হ'লে এর অর্থ হয় হিন্দুস্তানের বাসিন্দা অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি জনগোষ্ঠীর প্রতি নির্দেশ করা হয়। কিন্তু ফারসী পরিভাষায় 'হিন্দু' শব্দটির অর্থ হ'ল চোর, ডাকাত, দস্যু বা দাস)।[১৪] এর জবাবে গুরু গোলওয়ালকার বলেন, আমি তো নিজেকে ঐতিহাসিক হিসাবে দাবী করি না। তবে হিন্দু শব্দটিকে শুধু এই কারণেই গ্রহণ করা হয়েছে যে, এটি জনসাধারণ্যে সুপ্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং লোকেরা শব্দটিকে গ্রহণ করে নিয়েছে।[১৫]

এতদসত্ত্বেও গুরু গোলওয়ালকার শব্দটিকে ভারতীয় উৎস থেকে গৃহীত শব্দ প্রমাণ করার বিফল চেষ্টা করেছেন। যেমন তিনি লিখেছেন, 'হিমালায়াহ শব্দ থেকে 'হি' এসেছে আর 'ইন্দু' এসেছে ইন্দোসরোয়ার থেকে। এজন্য হিন্দু দ্বারা হিমালায়াহ ও হিন্দসাগর-এর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডকে বুঝানো হয়'।[১৬]

গোলওয়ালকার ছাহেবের এই কথা থেকে বরং এটাই প্রমাণিত হয় যে, 'হিন্দু' শব্দটি হিন্দুস্তানের ভৌগলিক অর্থে গৃহীত নাম। এটি কোন ধর্মের নাম নয়।

'হিন্দু' শব্দটির পারিভাষিক অর্থ :

পণ্ডিতদের গবেষণা অনুযায়ী হিন্দু ধর্ম সম্ভবত পৃথিবীর প্রথম কোন ধর্ম, যে ধর্ম সম্পর্কে বড় বড় বিদ্বান ও চিন্তাবিদগণও কোন একটি সামষ্টিক ও অর্থবহ সংজ্ঞা বা পারিভাষিক অর্থ দাঁড় করাতে পারেননি, যেখানে প্রত্যেক ধর্মেরই একটি নির্দিষ্ট পরিচয় বা সংজ্ঞা থাকে। যদিও কিছু কিছু হিন্দু পণ্ডিত তাদের স্ব স্ব জ্ঞান ও বুঝ থেকে সংজ্ঞা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যখন সেগুলোকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে দেখা হবে তখন তার প্রতিটিই অপরিপূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ সাব্যস্ত হবে। এর কারণ প্রতিটি ধর্মের একটি বুনিয়াদী আক্বীদা বা বিশ্বাস থাকে, একটি বিশেষ ধর্মগ্রন্থ থাকে এবং তার একটি বিশেষ বার্তাবাহক বা ধর্মগুরু থাকে। কিন্তু হিন্দুধর্মে আমরা নির্দিষ্টভাবে সেরকম কিছু দেখি না। কেননা হিন্দুধর্মের নির্দিষ্ট কোন ধর্মগ্রন্থ নেই, একজন নির্দিষ্ট ধর্মগুরু নেই, আর নেই কোন বুনিয়াদী বিশ্বাস। এ ধর্মের নিয়মরীতি, হুকুম-আহকাম বা ধর্মীয় নিয়ম-কানূনে অসংখ্য মতানৈক্য ও পরস্পর বিরোধিতা বিদ্যমান। যেমন এক ঈশ্বরের পূজারীও হিন্দু, আবার ৩৩ কোটি দেব-দেবীর পূজারীও হিন্দু। যে মূর্তিপূজা করে সেও হিন্দু, আবার যে তার বিরোধিতা করে সেও হিন্দু। যেমন সনাতনী ও আর্যসমাজ।

বৈষ্ণবধর্ম (হিন্দুধর্মের প্রধান তিনটি বিভাগ হ'ল বৈষ্ণবধর্ম, শৈবধর্ম এবং শাক্তধর্ম) অনুযায়ী গোশত না খাওয়া শিবপূজারী বা শৈবরাও হিন্দু, আবার শাক্তধর্ম অনুযায়ী গোশত খাওয়া শাক্তরাও হিন্দু। এক ঈশ্বরকে যারা মানে তারাও হিন্দু, আবার ২৪ অবতারকে তাদের খোদার মর্যাদা দিয়ে আনুগত্য যারা করে তারাও হিন্দু। পুরান, মহাভারত, গীতা ও রামায়ণকে মানলেও হিন্দু, আবার এগুলোতে বিশ্বাস না রাখলেও হিন্দু।

আস্তিক তথা স্রষ্টায় বিশ্বাস করলেও হিন্দু, আবার নাস্তিক তথা স্রষ্টায় বিশ্বাস না করলেও হিন্দু। এভাবেই আস্তিক গ্রন্থ বেদ, উপনিষদ ইত্যাদিতে বিশ্বাসীও হিন্দু আবার নাস্তিক গ্রন্থ 'মীমাংসা' (Mimansa)-তে বিশ্বাসীও হিন্দু।

মন্দিরে যে সিনা টান করে নির্দ্বিধায় ঢুকে পড়ে সেও হিন্দু, আবার মন্দির থেকে মেরে যে শুদ্র (অচ্ছুত)-দের বের করে দেয়া হয় তারাও হিন্দু।

রাম ও সীতাকে যারা পূজা করে তারাও হিন্দু, আবার তামিল নাড়ুসহ বিভিন্ন স্থানে যারা রাবনের পূজা করে তারাও হিন্দু।

অহিংসাই পরম ধর্ম তথা দয়া-মায়াই পরম ধর্ম- এমন শ্লোগান দিয়ে জীব-জন্তু হত্যাকে ঘৃণাকারীও হিন্দু, আবার কালি মন্দির, যোগসমূহে, দূর্গাপূজা ইত্যাদিতে বকরি, মহিষ বলি যারা দেয় তারাও হিন্দু। পীতাম্বর অর্থাৎ হলুদ কাপড় পরা সাধুরাও হিন্দু আবার স্বভাবজাত উলঙ্গ থাকা ধর্মগুরু ও সাধুরাও হিন্দু।

অবতারবাদে ঘোর বিশ্বাসীরাও হিন্দু, আবার অবতারবাদকে নাকচকারীরাও হিন্দু। গাই, নিমগাছ ও নানা ধরনের গাছ, সাপ ইত্যাদির পূজারীও হিন্দু, আবার এগুলোকে হত্যাকারী-নষ্টকারীও হিন্দু। পিঁয়াজ, রসুন না খাওয়া লোকরাও হিন্দু আবার চূড়ান্ত ঘৃণিত সাপ, কুকুর, শূকর, বানর ইত্যাদি যারা

১২. *কালকি অবতার আওর মুহাম্মাদ, পৃঃ ২৩।*
১৩. *উর্দু দায়েরায়ে মা'আরিফ ইসলামিয়্যাহ, ১৩তম খণ্ড, পৃঃ ১৭৩; আরাব ওয়া হিন্দ কে তা'আল্লুক্বাত, পৃঃ ১২-১৩।*
১৪. *লুগাত কিশওয়ারী, সাইয়্যেদ তাসদিক হুসাইন রেযাওয়ি, (লাখনৌ : মুন্সি নাওল কিশোর, ১৯৯৪ ইং)।*
১৫. *শ্রী গুরুজি সামাগ্র দর্শন গ্রন্থ, পৃঃ ১০০।*
১৬. *Bunch of thought, p: 130.*

Contents

ভক্ষণ করে তারাও হিন্দু।

সম্ভবত একারণেই পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু লিখেছেন, হিন্দুধর্ম একটি ধর্ম হিসাবে অত্যন্ত অস্পষ্ট। এর কোন সুনির্দিষ্ট আকার-আকৃতি নেই। এর নানা দিক আছে এবং এটি এমন যে, যে যেভাবে চায় সেভাবেই বিশ্বাস করতে পারে। এর সংজ্ঞা দেয়া বা এর সুনির্দিষ্ট কোন রূপ উপস্থাপন করতে গেলে এতটুকুই বলা যাবে যে, সাধারণ বুঝ অনুযায়ী এটি একটি ধর্ম। এর বর্তমান রূপে বরং এর প্রাচীন রূপেও নানা অভিনব বিশ্বাস ও রীতি-নীতি এসে মিলিত হয়েছে। উচ্চ থেকে উচ্চতর বা নিম্ন থেকে নিম্নতর এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ধর্মে স্ববিরোধিতা ও মতানৈক্য চোখে পড়ে। এই ধর্মের বিশেষ উদ্দেশ্য ও চিন্তাধারা যতদূর বোঝা যায় তা এই যে, নিজে ভালোভাবে বেঁচে থাক এবং অন্যকেও বাঁচতে দাও।[১৭]

এভাবেই ড. রাধাকৃষ্ণান (১৮৮৮-১৯৭৫) লিখেছেন, হিন্দু কোন ধর্মের নাম নয় বরং জীবন পরিচালনা পদ্ধতি। তাই তিনি হিন্দু ধর্ম নিয়ে তাঁর চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে বলেন, 'একে বিশেষ কোন ধর্ম বা মতাদর্শ মনে করার চেয়ে জীবনপ্রণালী বা জীবন পরিচালনা পদ্ধতি বলা বেশী উপযুক্ত। যদি এই ধর্ম একদিকে লোকদেরকে তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও কামনা-বাসনা পূরণের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়, তবে অপরদিকে তাদেরকে দেশীয় রসম-রেওয়াজ মেনে নিতে ও পালন করতে বাধ্য করে। স্রষ্টায় বিশ্বাস করুক বা না করুক, যে কেউ নিজেকে হিন্দু বলতে পারে। কিন্তু শর্ত হ'ল তাকে হিন্দুদের সভ্যতা ও রীতি-নীতির অনুসারী হ'তে হবে'।[১৮]

হিন্দুধর্মের প্রসিদ্ধ বিশ্লেষক ও RSS-এর চিন্তাগুরু (গুরু গোলওয়ালকারকে)-কেও এ বিষয়গুলো স্বীকার করতে দেখা যায়। তার মতে, আসলে হিন্দু কোন ধর্ম বা মত নয়, বরং এটি একটি কালচার বা সংস্কৃতি।[১৯]

World Civilization-এর লেখকদের বিশ্লেষণও এদিকেই ইংগিত করে। তারা লিখেছেন, পাশ্চাত্যের পরিভাষা অনুযায়ী হিন্দুইজমকে (Hinduism) কোন ধর্ম বলা যাবে না। কারণ এটি সব রকমের বিশ্বাস ও শিক্ষাকে একীভূত করতে চায়। সব রকমের রসম-রেওয়াজ, চাই তা প্রাচীন আমলের জঘন্য রীতি হোক বা বর্তমান সময়ের সবচেয়ে সভ্য রীতি হোক, এটি সবগুলোকে একত্রিত করতে চায়। হিন্দুত্বের কোন স্থির নিয়ম বা বিশ্বাস নেই। কিন্তু এতে সব রকমের লোকদের জন্য দেবতাদের আনুগত্যের চেয়ে বেশী যরূরী হ'ল ব্রাহ্মণদের আনুগত্য করা।[২০]

স্বামী অনন্যানন্দ লিখেছেন, 'হিন্দু ধর্মানুযায়ী ধর্ম হ'ল একটি স্থায়ী সার্বজনীন জীবন-যাপনের পদ্ধতি। ধর্মীয় বিশ্বাস ও রীতি-নীতিকে বৈষয়িক ও ব্যবহারিক জীবনে নিয়ে আসাও এর উদ্দেশ্য। হিন্দুধর্ম সর্বধর্মের একতায় বিশ্বাসী। ধর্মের নামে এর কারো সাথে কোন মতানৈক্য নেই। হিন্দুধর্ম একটি ব্যবহারিক ধর্ম। এটি একটি পরিপূর্ণ ও সুন্দর জীবন পদ্ধতির দর্পণস্বরূপ'।[২১] একইভাবে বিয়োগী হরি বলেন, এটা সর্বকালের ধর্ম। এতে সবকিছুই বিদ্যমান। আসলে এটি একটি জীবন-দর্শন।[২২]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দু ধর্ম কোন ধর্ম বা মতাদর্শের নাম নয় বরং একটি জীবন পদ্ধতি ও সংস্কৃতির নাম। আর এর কোন নির্দিষ্ট বিশ্বাস, রীতি-নীতি ও পদ্ধতি নেই। এমতাবস্থায় এর সংজ্ঞা দেওয়া অত্যন্ত জটিল। এতদসত্ত্বেও কিছু হিন্দু পণ্ডিত ও বিশ্লেষক নানাভাবে একে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। যেমন- স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, 'যে নিজেকে হিন্দু মনে করে সেই হিন্দু'। কেউ বলেছেন, 'যে গরু খায় না সেই হিন্দু। গাভীই ধর্ম গাভীই বেদ'। আবার কেউ বলেছেন, 'যে গাভীর পূজা করে সেই হিন্দু'। কিছু হিন্দু পণ্ডিত হিন্দু ধর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'হিন্দু সেই, যে ব্রাহ্মণ ও গাভীকে ভক্তি করে, জাত-পাতের শৃঙ্খলা মেনে চলে ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস রাখে'।[২৩]

কেউ বলেছেন, 'যে হিংসা, অত্যাচার, অবিচার দূর করে সেই হিন্দু'। আবার কেউ বলেছেন, 'যে জাত-পাতের ধর্মীয় শৃঙ্খলাকে অমান্যকারীদের দোষী সাব্যস্ত করে ও স্বীকার করে, সেই হিন্দু'।[২৪]

মহাত্মা গান্ধীও হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'যদি আমাকে হিন্দুত্বের সংজ্ঞা দিতে বলা হয়, তবে আমি শুধু বলব, যে এটি অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি ছেড়ে সত্যের অনুসন্ধান করা। মানুষ যদি খোদাতে (ঈশ্বরে) বিশ্বাস নাও রাখে, তবুও সে নিজেকে হিন্দু বলতে পারে। হিন্দুধর্ম হ'ল সত্যের ধারাবাহিক অনুসন্ধান। হিন্দু ধর্ম সত্যকে মেনে চলার ধর্ম। সত্যই ঈশ্বর। আমার সম্পর্কে অনেকে বলেন যে, আমি ঈশ্বরকে অস্বীকার করি। কিন্তু আমি বলব, আমি কখনো সত্যকে অস্বীকার করিনি'।[২৫]

এই সংজ্ঞাকেই বিশ্লেষণ করে জওহারলাল নেহেরু লিখেছেন, 'গান্ধীজি একে অর্থাৎ হিন্দুধর্মকে সত্য ও অহিংসাই বলেছেন। কিন্তু অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যারা কট্টর হিন্দু, তাদের মতে গান্ধীজি যেমন মনে করেন অহিংসা মূলত হিন্দুধর্মের ততটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ নয়। আর এমতবস্থায় শুধু সত্যান্বেষণই রয়ে গেল যা মূলতঃ এই ধর্মের কোন সংজ্ঞা হ'তে পারে না'।

সম্ভবত এমন একটা অবস্থা কল্পনা করে লোকমান্য তিলক ধর্মের নতুন সংজ্ঞায়ন করেছেন যা হাসি-ঠাট্টা, বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলা হ'লেও তা সত্য। তিনি লিখেছেন, 'বেদগুলোকে দলীল হিসাবে মানা, ধর্মীয় রীতি-নীতি ও পদ্ধতির বিভিন্নতায় বিশ্বাস রাখা এবং প্রার্থনা ও বন্দেগীর ক্ষেত্রে কোন এক নির্দিষ্ট দেবতার নিয়ম-রীতিতে অটল না থাকাই এই ধর্মের লক্ষণ'।[২৬]

(সৌজন্যে : মাসিক মা'আরিফ, আযমগড়, ইউপি, ভারত, ডিসেম্বর ২০১৭, পৃঃ ৪৪০-৫১)।

---

১৭. পান্ডিত জওহার লাল নেহেরু, হিন্দুস্তান কি কাহানী, পৃঃ ৭৯-৮০।
১৮. The Hindu View of Life, p. 70.
১৯. Hindu Phenomenon, p.14.
২০. যিয়াউন নাবী, ১খণ্ড, পৃঃ ১৮০; World Civilization, p: 188.
২১. হিন্দু ধারাম কা সাওয়ারভূম তত্ত্ব, পৃঃ ১১-১৩।
২২. হিন্দু ধারাম, পৃঃ ১০-১১।
২৩. যিয়াউন নাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮১।
২৪. হিন্দু জাতি কা উত্থান আওর পাতান, পৃঃ ৭।
২৫. হিন্দুস্তান কি কাহানী, পৃঃ ৮০।
২৬. সাংস্কৃতি কে চার অধ্যায়, পৃঃ ৭৫।

তাহাজ্জুদের ন্যায় ফযীলতপূর্ণ কতিপয় আমল

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*

'তাহাজ্জুদ' (اَلتَّهَجُّدُ) শব্দটির মূলধাতু (هُجُـــوْدٌ)। তাহাজ্জুদ এমন শ্রেণীভুক্ত শব্দ, যার অর্থ ঘুমানোও হয়, আবার ঘুম থেকে ওঠা বা রাত্রি জাগরণও হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।[১] পারিভাষিক অর্থে : ما يصلى من نافلة الليل بعد الاستيقاظ مـــن النـــوم، 'ঘুম থেকে উঠে রাতের নফল ছালাত আদায় করা'।[২] মু'জামুল ওয়াসীত্বে বলা হয়েছে- 'ছালাত বা অন্যান্য নফল ইবাদতের জন্য রাত্রি জাগরণ করা'।[৩]

কুরতুবী (রহঃ) বলেন, التَّهَجُّدُ الْقِيَامُ إِلَى الصَّلَاةِ مِنَ النَّوْمِ 'রাতে ঘুম থেকে উঠে ছালাতে দাঁড়ানোকে তাহাজ্জুদ বলা হয়'।[৪] মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলকে বলেন, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَعَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا 'আর রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করবে। এটি তোমার জন্য অতিরিক্ত। নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে উঠাবেন' *(ইসরা ১৭/৭৯)*।

তবে তাহাজ্জুদ, তারাবীহ, ক্বিয়ামুল লাইল, ক্বিয়ামু রামাযান সবকিছুকে এক কথায় 'ছালাতুল লাইল' বা 'রাত্রির (নফল) ছালাত' বলা হয়।

তাহাজ্জুদের ফযীলত :

ফরয ছালাতের পর সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ ছালাত হ'ল তাহাজ্জুদের ছালাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ 'ফরয ছালাতের পর সর্বাধিক ফযীলতপূর্ণ ছালাত হ'ল রাত্রির (নফল) ছালাত'।[৫] প্রতি ফরয ছালাতের ওয়াক্তে মুওয়াযযিন মসজিদের মিনার থেকে মানুষকে ছালাতের দিকে আহ্বান করে। কিন্তু রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তাহাজ্জুদ ছালাতের সময় স্বয়ং আল্লাহ প্রথম আকাশে নেমে এসে তাঁর বান্দাদেরকে দরদভরা কণ্ঠে আহ্বান করতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ.

'মহান আল্লাহ প্রতি রাতের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন- কে এমন আছে, যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে, যে আমার নিকট চাইবে? আমি তাকে তা প্রদান করব। কে আছে এমন, আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে? আমি তাকে ক্ষমা করব'।[৬] আর যারা প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে অলসতার চাদর ছুড়ে ফেলে ইবাদতে রত হয়, তারাই আল্লাহ্র নৈকট্যশীল বান্দাদের কাফেলায় শামিল হ'তে পারে। নবী করীম (ছাঃ)-এর কণ্ঠে সেই সুসংবাদ বিধৃত হয়েছে, তিনি বলেন,

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ لِلإِثْمِ.

'তোমরা অবশ্যই রাতের ইবাদত করবে। কেননা এটা তোমাদের পূর্ববর্তী সৎকর্মশীল বান্দাদের অভ্যাস। আর এটা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের উপায়, গুনাহসমূহের কাফফারা এবং পাপের প্রতিবন্ধক'।[৭] উপরন্তু তাহাজ্জুদগুযার বান্দাদের জন্য আল্লাহ জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ فِي الجَنَّةِ غُرَفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا، فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لِمَنْ أَطَابَ الكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

'নিশ্চয়ই জান্নাতের মধ্যে এমন কতিপয় সুন্দর প্রাসাদ রয়েছে, যার বাইরের দৃশ্যগুলো ভিতর থেকে দেখা যায় এবং ভিতরের দৃশ্যগুলো বাহির থেকে দেখা যায়। এক বেদুইন দাঁড়িয়ে বলল, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! এই প্রাসাদগুলো কার জন্য?' তিনি বললেন, যার কথা নরম। ক্ষুধার্তকে খাদ্য প্রদান করে। নিয়মিত নফল ছিয়াম পালন করে এবং রাতের বেলা মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন সে ছালাত আদায় করে'।[৮]

জান্নাতের নে'মত সম্পর্কে মহান আল্লাহ হাদীছে কুদসীতে বলেছেন,

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، فَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ.

'আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমনসব বস্তু প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, কান কখনো শোনেনি এবং মানুষের হৃদয় কখনো কল্পনা করেনি। যদি তোমরা চাও তবে পাঠ কর, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ

** বি.এ (অনার্স), ৪র্থ বর্ষ, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. লিসানুল আরব ৩/৪৩২।

২. মু'জামু লুগাতিল ফুক্বাহা ১৪৯, ২৭৫ পৃ.।

৩. মু'জামুল ওয়াসীত ২/৯৭২।

৪. তাফসীরে কুরতুবী ১০/৩০৮।

৫. মুসলিম হা/১১৬৩; তিরমিযী হা/৪৩৮; নাসাঈ হা/১৬১৩; মিশকাত হা/ ২০৩৯।

৬. বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২৩।

৭. তিরমিযী হা/৩৫৪৯; মিশকাত হা/১২২৭; সনদ হাসান।

৮. তিরমিযী হা/১৯৮৪; বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৩০৮৯; ইবনু হিব্বান হা/৫০৯; মিশকাত হা/১২৩২; সনদ ছহীহ।

Contents

قُرَّةِ أَعْيُنٍ. ‘কেউ জানে না তাদের কৃতকর্মের পুরস্কার স্বরূপ চক্ষু শীতলকারী কত বস্তু তাদের জন্য লুক্কায়িত আছে’ *(সাজদাহ ৩২/১৭)*।[৯]

তাহাজ্জুদের মত ফযীলতপূর্ণ কতিপয় আমল :

জান্নাত পিয়াসীদের জন্য এখানে খুশির সংবাদ হ’ল- ইসলামী শরী‘আতে আল্লাহ এমন কতিপয় আমল বিধিবদ্ধ করেছেন, যা তাহাজ্জুদ ছালাতের মত মর্যাদাপূর্ণ। যাতে করে দুর্বল ঈমানদারগণ সহজে সেই আমলগুলো সম্পাদন করে তাহাজ্জুদের নেকী লাভ করতে পারে এবং নিজের আমলের যিন্দেগীকে বরকত লাভ করতে পারে। এক্ষণে তাহাজ্জুদের মত ফযীলতপূর্ণ কতিপয় আমলের বর্ণনা পেশ করা হলো।

১. এশা ও ফজর ছালাত জামা‘আতের সাথে আদায় করা :

কোন ব্যক্তি যদি এশা ও ফজরের ছালাত জামা‘আতের সাথে আদায় করে তাহ’লে তার আমলনামায় সারা রাত নফল ছালাত আদায়ের নেকী লিখা হবে। ওছমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি,

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ، وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ.

‘যে ব্যক্তি এশার ছালাত জামা‘আতের সাথে আদায় করল, সে যেন অর্ধ রাত যাবত (নফল) ছালাত আদায় করল। আর যে ব্যক্তি এশা ও ফযর উভয় ছালাত জামা‘আতের সাথে আদায় করল, সে যেন সারা রাত ব্যাপী ছালাত আদায় করল (অর্থাৎ, তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করল)’।[১০] সুতরাং মুমিনের একান্তকর্তব্য হ’ল এশা ও ফযর ছালাত মসজিদে গিয়ে জামা‘আতের সাথে আদায় করা, যাতে নেকীর এই মহান সুযোগ হাতছাড়া না হয়ে যায়।

২. যোহরের পূর্বে চার রাক‘আত ছালাত আদায় করা :

তাহাজ্জুদের মত ফযীলতপূর্ণ আরেকটি ছালাত হ’ল যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বের চার রাক‘আত সুন্নাত ছালাত আদায় করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইরশাদ করেন, أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ يَعْدِلْنَ بِصَلاَةِ السَّحَرِ ‘যোহরের পূর্বের চার রাক‘আত ছালাত শেষ রাতের (তাহাজ্জুদ) ছালাতের মত মর্যাদাপূর্ণ’।[১১] রাসূল (ছাঃ) এই চার রাক‘আতকে এতই গুরুত্ব দিতেন যে, মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهَا ‘নবী কারীম (ছাঃ) যোহরের পূর্বে চার রাক‘আত ছালাত আদায় করতে না পারলে, যোহরের পরে পড়ে নিতেন’।[১২] আর যারা যোহরের পূর্বে চার এবং পরে চার রাক‘আত ছালাতের ব্যাপারে যত্নশীল হয়, তাদের উপর আল্লাহ জাহান্নামকে হারাম করে দেন’।[১৩]

৩. ইমামের সাথে সম্পূর্ণ তারাবীহ্র ছালাত আদায় করা :

রামাযান মাসের তারাবীহ ছালাত রাতের ছালাতের অন্তর্ভুক্ত। তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই ছালাত। কিন্তু সময়ের ভিন্নতার কারণে নাম পৃথক। কোন তাহাজ্জুদগুযার ব্যক্তি রামাযানে তারাবীহ ছালাত আদায় করলে, তাকে আর তাহাজ্জুদ আদায় করতে হয় না। তারাবীহ্র ছালাত একাকী আদায় করার চেয়ে জামা‘আতে আদায় করাই উত্তম। কেউ যদি ইমামের সাথে তারাবীহ্র ছালাত আদায় করে, তাহ’লে সে সারা রাত নফল ছালাত (তাহাজ্জুদ) আদায়ের নেকী পাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ‘কোন ব্যক্তি যদি ইমাম ছালাত শেষ করা পর্যন্ত তার সাথে ছালাত আদায় করে, তাহ’লে তার জন্য পূরা রাতটাই ছালাত আদায় করা হিসাবে গণ্য হবে। (পূরা রাত ছালাত আদায় করার নেকী তার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হবে)’।[১৪]

৪. রাতের বেলা একশত আয়াত কুরআন তেলাওয়াত করা :

যারা রাতের বেলা পবিত্র কুরআন থেকে ১০০ আয়াত তিলাওয়াত করে, তাদের আমলনামায় সারা রাত তাহাজ্জুদ আদায়ের নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি রাতের বেলা একশত আয়াত তেলাওয়াত করবে, তার জন্য পুরা রাতটাই ইবাদত করা হিসাবে গণ্য হবে’।[১৫] উপরন্তু কেউ যদি কোন কারণে রাতে তেলাওয়াত করতে না পারে, তাহ’লে পরের দিন সকাল বেলা তেলাওয়াতের মাধ্যমেও এই নেকী হাছিল করা যায়। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ ‘কেউ রাতের কোন করণীয় কাজ না করে ঘুমিয়ে পড়লে, সে যদি ফজর ও যোহর ছালাতের মধ্যবর্তী কোন সময়ে তা আদায় করে নেয়, তাহ’লে তার আমলের নেকী এমনভাবে লেখা হয়, যেন সে রাতের বেলাই সেটা তেলাওয়াত করেছে’।[১৬]

---

৯. *বুখারী হা/৩২৪৪; মুসলিম হা/২৮২৪; মিশকাত: ৫৬১২;*

১০. *মুসলিম হা/৬৫৬; আবূদাঊদ হা/৫৫৫; শব্দাবলী তার। তিরমিযী হা/২২১; মিশকাত হা/৬৩০।*

১১. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/৫৯৪০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪১৩; সনদ হাসান।*

১২. *তিরমিযী হা/৪২৬; ছহীহুল জামে‘ হা/৪৭৫৯; সনদ হাসান।*

১৩. *আবূদাঊদ হা/১২৬৯; তিরমিযী হা/৪২৮; মিশকাত হা/১১৬৭; সনদ ছহীহ।*

১৪. *আবূদাঊদ হা/১৩৭৫; তিরমিযী হা/৮০৬; মিশকাত হা/১২৯৮; সনদ ছহীহ।*

১৫. *মুসনাদে আহমাদ হা/১৬৯৫৮; সুনানে দারেমী হা/৩৪৯৩; ছহীহুল জামে‘ হ/৬৪৬৮; সনদ ছহীহ।*

১৬. *মুসলিম হা/৭৪৭; আবূদাঊদ হা/১৩১৩; তিরমিযী হা/৫৮১; মিশকাত হা/১২৪৭;*

৫. রাতে সূরা বাক্বারাহর শেষ দুই আয়াত তেলাওয়াত করা :

রাতে সূরা বাক্বারাহ্র শেষ দুই আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে ক্বিয়ামুল লায়ল বা তাহাজ্জুদের নেকী পাওয়া যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ

'যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সূরা বাক্বারাহ্র শেষের দুই আয়াত তেলাওয়াত করবে, তার জন্য তা যথেষ্ট হয়ে যাবে'।[১৭] ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, قِيلَ: مَعْنَاهُ كَفَتَاهُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَقِيلَ:مِنَ الشَّيْطَانِ وَقِيلَ: مِنَ الْآفَاتِ وَيَحْتَمِلُ مِنَ الجميع. 'এর অর্থ হ'ল (সূরা বাক্বারাহর শেষ দুই আয়াত রাতে তেলাওয়াত করা) ক্বিয়ামুল লায়লের নেকী লাভের জন্য যথেষ্ট, শয়তান বা কোন অনিষ্টকারিতা থেকে বাঁচার জন্য যথেষ্ট অথবা এটা সবকিছুর জন্যই যথেষ্ট'।[১৮] ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, من قرأ خاتمة الْبَقَرَةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ 'যে ব্যক্তি সূরা বাক্বারাহর শেষ দুই আয়াত তেলাওয়াত করবে, তাহ'লে ক্বিয়ামুল লায়লের ছওয়াব লাভের জন্য এই দু'টি আয়াতই তার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যাবে'।[১৯]

৬. উত্তম চরিত্র :

সচ্চরিত্রবান ব্যক্তিরা তাদের সদাচরণের মাধ্যমে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়কারীর মর্যাদা লাভ করতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ 'নিশ্চয় আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছি'।[২০] আর মানুষ উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে রাতে ইবাদতকারী (তাহাজ্জুদগুযার) এবং দিবসে নফল ছিয়াম পালনকারীর মর্যাদা লাভ করেন। রাসূল (ছাঃ) ইরশাদ করেন, إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَاتِ قَائِمِ اللَّيْلِ صَائِمِ النَّهَارِ 'নিশ্চয়ই মুমিন বান্দা তার উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে রাতের ক্বিয়ামকারী এবং দিনের ছিয়াম পালনকারীর মর্যাদা লাভ করে থাকে'।[২১] শামসুদ্দীন আযীমাবাদী (রহঃ) এই হাদীছের ব্যাখায় বলেন,

وَإِنَّمَا أُعْطِيَ صَاحِب الْخُلُق الْحَسَن هَذَا الْفَضْل الْعَظِيم؛ لِأَنَّ الصَّائِم وَالْمُصَلِّي فِي اللَّيْل يُجَاهِدَانِ أَنْفُسهمَا فِي مُخَالَفَة حَظّهمَا وَأَمَّا مَنْ يُحْسِن خُلُقه مَعَ النَّاس مَعَ تَبَايُن طَبَائِعهمْ وَأَخْلَاقهمْ، فَكَأَنَّهُ يُجَاهِد نُفُوسًا كَثِيرَة، فَأَدْرَكَ مَا أَدْرَكَهُ الصَّائِم الْقَائِم فَاسْتَوَيَا فِي الدَّرَجَة، بَلْ رُبَّمَا زَادَ.

'সচ্চরিত্রবান ব্যক্তিকে এই মহান প্রতিদান দেওয়া হয় এজন্য যে, ছিয়াম পলনকারী ও রাত্রিকালিন তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়কারী নিজেদের সুখ-শান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং নিজেদের স্বভাব-প্রকৃতির বিপরীতে মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ করে। এতে তারা যেন প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। সুতরাং সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি একসাথে ছায়েম ও ক্বিয়ামকারীর মর্যাদা পেয়ে যায়; বরং বেশী মর্যাদা পায়'।[২২] শুধু তাই নয় ক্বিয়ামতের দিন মীযানের পাল্লাতে সবচেয়ে ভারী বস্তু হবে উত্তম চরিত্র। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ. 'মীযানের পাল্লাতে যা কিছু রাখা হবে, তন্মধ্যে সবচেয়ে ভারী বস্তু হবে উত্তম চরিত্র। একজন সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি তার সচ্চরিত্রের মাধ্যমে (নফল) ছিয়াম পালনকারী ও রাতের (নফল) ছালাত আদায়কারীর মর্যায় উপনীত হয়'।[২৩] অন্যত্র তিনি বলেন, إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا. 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আমার নিকট সর্বোত্তম, যার চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট এবং ক্বিয়ামতের দিন সে আমার সর্বাধিক নিকটবর্তী থাকবে।[২৪] তিনি আরো বলেন,

أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ... فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ.

'যে তার চরিত্রকে সুন্দর করেছে, আমি তার জন্য জান্নাতের সুউচ্চ স্তরে একটি ঘরের যিম্মাদার হয়ে গেলম'।[২৫]

৭. মিসকীন ও বিধবা মহিলাদের সহযোগিতা করা :

সহায়-সম্বলহীন মিসকীন ও স্বামীহারা বিধবা মহিলারদেরকে সহযোগিতার মাধ্যমে একজন মুসলিম ছিয়ামপালনকারী, তাহাজ্জুদগুযার অথবা আল্লাহ্র পথের মুজাহিদের মর্যাদা লাভ করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ. 'বিধবা ও মিসকীনদের ভরণ-পোষণের জন্য চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় মুজাহিদ অথবা সারাদিন ছিয়াম পালনকারী ও সারারাত (তাহাজ্জুদ) ছালাত আদায়কারীর সমান ছওয়াবের অধিকারী'।[২৬] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُرُورٍ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي

১৭. *বুখারী হা/৫০০৯; মুসলিম হা/৮০৭;*
১৮. *শরহে নববী 'আলা মুসলিম ৬/৯১-৯২*
১৯. *ফাৎহুল বারী ৯/৫৬, ১০০৯ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য।*
২০. *বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/২০৭৮২; আদাবুল মুফরাদ হা/২৭৩; সনদ ছহীহ।*
২১. *আবূদাঊদ হা/৪৭৯৮; মিশকাত হা/৫০৮২; সনদ ছহীহ।*
২২. *আওনুল মা'বূদ ১৩/১০৭*
২৩. *তিরমিযী হা/২০০৩; আবূ দাঊদ হা/৪৭৯৯; সনদ ছহীহ।*
২৪. *তিরমিযী হা/২০১৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৬৪৯; সনদ ছহীহ।*
২৫. *আবূদাঊদ হা/৪৮০০; ছহীহুল জমে' হা/১৪৬৪; সনদ হাসান।*
২৬. *তিরমিযী হা/১৯৬৯; নাসাঈ হা/২৫৭৭; ইবনু মাজাহ হা/২১৪০; সনদ ছহীহ।*

Contents

عَنْهُ دِينًا، أَوْ تُطْرِدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ، شَهْرًا، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ، وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ، مَلَأَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَلْبَهُ أَمْنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى أَثْبَتَهَا لَهُ أَثْبَتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدَمَهُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ.

‘আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় সেই সব লোকেরা, যারা বেশী বেশী মানুষের উপকার করে। আর আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় কাজ হচ্ছে কোন মুসলিমকে খুশি করা অথবা কোন মুসলিম ভাইয়ের বিপদ দূর করা অথবা কোন মুসলিম ভাইয়ের ঋণ পরিশোধ করা অথবা কোন ভাইয়ের ক্ষুধা দূর করা। কোন মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন (অভাব) পূরণের জন্য তার সাথে হাঁটা (সময় দেওয়া) আমার নিকট এক মাস মদীনার মসজিদে (মসজিদে নববী) ই‘তিকাফ করার চাইতেও অধিক প্রিয় কাজ। যে ব্যক্তি রাগ পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর যে ব্যক্তি রাগ দ্বারা পরিচালিত হয়ে গুনাহের কাজ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তার রাগকে হজম করতে পারবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার অন্তরকে সন্তুষ্টি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন মিটানোর জন্য এগিয়ে আসবে এবং তার অভাব পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সাথে ব্যস্ত থাকবে (সময় দিবে), ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার পদযুগলকে সুদৃঢ় রাখবেন, যেদিন পাপের কারণে মানুষের পাগুলো পিছলে যাবে’।[২৭]

আমাদের আশেপাশে, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-পড়শীদের এমন অনেক মিসকীন ও বিধবা মহিলা আছে, যাদেকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা মসজিদে নববীতে ই‘তিকাফের ছওয়াব লাভ করতে পারি।

দূর অতীতে আবূবকর ও ওমর (রাঃ) মুসলিম জাহানের খলীফ হওয়া সত্ত্বেও মিসকীন ও বিধবা মহিলাদেরকে কায়িক শ্রমের মাধ্যমে সহযোগিতা করতেন। তাঁরা রাতের বেলা বিধবাদের সেবা করতেন। একদা ছাহাবী ত্বালহা (রাঃ) ওমর ফারূক (রাঃ)-কে এক মহিলার বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখলেন। এরপর দিনের বেলায় ত্বালহা (রাঃ) ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করে এক অন্ধ, পঙ্গু মহিলাকে দেখতে পান। তখন তিনি ঐ মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটি (ওমর (রাঃ) তোমার এখানে কি করে? মহিলাটা বলল, সে অমুক অমুক দিন থেকে আমার সেবা করে আসছে। আমার যা যা প্রয়োজন তা নিয়ে আসে, আমার কষ্ট হয় এমন সবকিছু দূর করে দেয়। এরপর ত্বালহা (রাঃ) নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করে বললেন, হে ত্বালহা! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, তুমি ওমরের সামান্য দোষ খুঁজে বেড়াচ্ছ?’[২৮]

৮. জুম‘আর দিনের কতিপয় আদব রক্ষা করা :

জুম‘আর দিন মুসলমানদের সাপ্তাহিক ঈদের দিন। জুম‘আর দিনে করণীয় আমলের ব্যাপারে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাদের যে বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। তন্মধ্যে পাঁচটি আমল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ ؛ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ؛ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

‘(১) যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন অন্যকে গোসল করাল এবং নিজে গোসল করল। (২) (মসজিদে) আগে যাওয়ার জন্য উৎসাহ দিল এবং নিজেও আগেভাগে মসজিদে গেল। (৩) পায়ে হেঁটে গেল এবং কোন কিছুতে (যানবাহনে) আরোহন করল না। (৪) অতঃপর ইমামের নিকটবর্তী হয়ে মনোযোগ সহকারে খুৎবা শ্রবণ করল এবং (৫) কোন অনর্থক কাজ করল না। তাহ’লে তার জন্য প্রতি কদমে এক বছরের (নফল) ছিয়াম ও (রাত্রিকালিন) ক্বিয়ামের নেকী রয়েছে’।[২৯]

৯. আল্লাহ্র রাস্তায় পাহারা দেওয়া :

আল্লাহ্র পথে পাহারা দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যে ইবাদত সম্পাদনের মাধ্যমে বান্দা অশেষ নেকী হাছিল করার পাশাপাশি তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের নেকী পায়। রাসূল (ছাঃ) ইরশাদ করেন,

رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، وَأَمِنَ الْفَتَّانَ.

‘আল্লাহ্র পথে একদিন বা এক রাত পাহারা দেওয়া একমাস ছিয়াম পালন এবং ইবাদতে রাত জাগার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। আর যদি এ অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে, তাহ’লে তার সম্পাদিত আমলের ছওয়াব জারী থাকবে, তার (শহীদদের মত) রিযিক অব্যাহত রাখা হবে এবং সে (কবরের) ফেৎনাসমূহ থেকে নিরাপদ থাকবে’।[৩০] অর্থাৎ একদিন-একরাত পাহারা দেওয়ার মাধ্যমে টানা একমাস তাহাজ্জুদ বা নফল ছিয়াম পালন করার নেকী পাওয়া যায়।

১০. রাতে তাহাজ্জুদের নিয়তে ঘুমিয়ে পড়া :

যারা তাহাজ্জুদের নিয়তে রাতে ঘুমিয়ে পড়ে তারা তাদের নিয়তের কারণে তাহাজ্জুদের নেকী পাবেন। রাসূল (ছাঃ) ইরশাদ করেন,

---

২৭. তাবারাণী, মু‘জামুল আওসাত্ব হা/৬০২৬; ছহীহুল জামে‘ হা/১৭৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯০৬; সনদ হাসান।

২৮. জামে‘উল ‘উলূম ওয়াল হিকাম, ২/২৯৫।

২৯. আবূদাঊদ হা/৩৪৫; তিরমিযী হা/৪৯৬; ইবনু মাজাহ হা/১০৮৭; ছহীহুল জামে‘ হা/৬৪০৫; সনদ ছহীহ।

৩০. বুখারী হা/২৮৯২; মুসলিম হা/১৯১৩

أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: مَا شَيْءٌ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ.

‘আমি কি তোমাদেরকে সর্বোত্তম কাজ সম্পর্কে অবহিত করব না, যা তোমাদের মালিকের নিকটে সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বাধিক উঁচু, সোনা ও রূপা দান-খয়রাত করার চেয়ে অধিক উত্তম এবং তোমাদের শত্রুর মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে তোমাদের আঘাত ও তোমাদেরকে তাদের আঘাত অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তাহ’ল আল্লাহ্‌র যিকির। মু‘আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র যিকিরের চেয়ে অগ্রগণ্য কোন জিনিস নেই’।[৩৪]

১২. অপরকে তাহাজ্জুদের মত ফযীলতপূর্ণ আমল শিক্ষা দেওয়া :

কোন আমলের ডবল নেকী পাওয়ার অন্যতম উপায় হ’ল, অপরকে সেই আমল শিক্ষা দানের মাধ্যমে তাকে অনুপ্রাণিত করা। কোন বান্দার অনুপ্রেরণায় ও দাওয়াতের মাধ্যমে যদি অপর কোন বান্দা ক্বিয়ামুল লায়ল বা তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত হয়, দাওয়াত প্রদানকারীর আমলনামায় সেই ছালাতুল লায়ল আদায়কারী ব্যক্তির সমান নেকী লিখে দেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ ‘যে ব্যক্তি অন্য কোন মানুষকে কোন নেক কাজের পথ দেখায় (উৎসাহিত করে), সে ঐ নেক কাজ সম্পাদনকারীর সমান ছওয়াব পাবে’।[৩৫]

পরিশেষে বলা যায়, তাহাজ্জুদ একটি নফল ইবাদত, যা মানুষের হৃদয় জগতকে পরিশুদ্ধ রাখে ও তার রবের নিকটবর্তী করে। মৃত্যুর পর মানুষের প্রকৃত বন্ধু হবে তার সৎ আমল। আখেরাতের কণ্টকাকীর্ণ পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য এটাই তার মূল পাথেয়। দুনিয়ার ঘরকে সাজানোর জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা কত শ্রম ও অর্থ ব্যয় করি। কিন্তু কবরের সাড়ে তিন হাত ঘরকে সাজানোর জন্য আমরা কতটুকু পরিশ্রম করেছি? তাই আসুন! পাপ থেকে তওবাহ করে যাবতীয় নেক আমল সম্পাদনের মাধ্যমে আখেরাতের জন্য উত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করি। মহান আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

‘যে ব্যক্তি বিছানায় শয়নকালে এই নিয়ত করবে যে, সে ঘুম থেকে জেগে রাতের ছালাত (তাহাজ্জুদ) আদায় করবে, অতঃপর ঘুমের আধিক্যের কারণে যদি সকাল হয়ে যায়, তবুও সে যার নিয়ত করেছে, তার নেকী পেয়ে যাবে। আর আল্লাহ্‌র কাছে তার সেই ঘুমটা ছাদাক্বাহ হিসাবে গৃহীত হবে’।[৩১]

১১. বেশী বেশী যিকির করা :

অক্ষম ব্যক্তিরা যিকিরের মাধ্যমে তাহাজ্জুদের নেকী ও মর্যাদা লাভ করতে পারে। যিকির হ’ল অন্তরের খাদ্য। যিনি যত বেশী আল্লাহকে স্মরণ করেন, তার অন্তর তত প্রশান্ত থাকে। আল্লাহ বলেন, أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ‘জেনে রাখ! যিকিরের মাধ্যমে হৃদয়সমূহ প্রশান্তিলাভ করে’ *(সূরা রা‘দ ১৩/২৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে যতগুলো যিকিরের ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছেন, তন্মধ্যে অন্যতম হ’ল ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী’। এই যিকিরের ফযীলতের ব্যাপারে রাসূল (ছঃ) বলেছেন,

مَنْ فَاتَهُ اللَّيْلُ أَنْ يُكَابِدَهُ، وَبَخِلَ بِمَالِهِ أَنْ يُنْفِقَهُ، وَجَبُنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يُقَاتِلَهُ، فَلْيُكْثِرْ مِنْ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، فَإِنَّهُمَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ جَبَلِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ أُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

‘যার কাছ থেকে ইবাদতের কষ্টে কাটানো রাত হাতছাড়া হয়ে যায়, যে সম্পদ দান করতে কার্পণ্য করে এবং যে ব্যক্তি শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে হীনবল হয়ে যায়, সে যেন বেশী বেশী **‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী’** পাঠ করে। কেননা এই দু’টি বাক্যের মাধ্যমে যিকির করা আল্লাহ্‌র নিকটে তার পথে পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্য দান করার চেয়েও প্রিয়তর’।[৩২] অর্থাৎ যারা অসুস্থতা, বিপদাপদ বা অন্য কোন কারণে রাত্রিকালীন ইবাদতের কষ্টে বা তাহাজ্জুদে নিজেদের নিয়োজিত করতে অপারগ হয়ে যায়, তারা বেশী বেশী যিকিরের মাধ্যমেও সেই আমলের নেকী ও মর্যাদা পেয়ে যাবে। তবে এটা অপারগ ও অক্ষম ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সুস্থ ও সবল ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে নয়। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি দিনে একশত বার **‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী’** পাঠ করবে, তার পাপরাশি ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমপরিমাণ হয়’।[৩৩] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

৩১. নাসাঈ হা/১৭৪৭; ইবনু মাজাহ হা/১৩৪৪; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৯৪১, সনদ হাসান
৩২. তাবারাণী কাবীর হা/৭৮৭৭; ছহীহ তারগীব হা/১৪৯৬; সনদ ছহীহ।
৩৩. বুখারী হা/ ৬৪০৫; মিশকাত হা/২২৯৬

৩৪. তিরমিযী হা/৩৩৭৭; ইবনু মাজাহ হা/৩৭৯০; মুস্তাদরাক হাকেম হা/১৮২৫; সনদ ছহীহ।
৩৫. মুসলিম হা/১৮৯৩;

দুর্নীতি ও ঘুষ : কারণ ও প্রতিকার

ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী*

(পূর্ব প্রকাশিতের)

ঘুষ ও দুর্নীতির কারণ ও প্রতিকার :

একক কোন কারণে দুর্নীতি হয় না। দুর্নীতির বহুবিদ কারণ রয়েছে এবং এর প্রতিকারেরও বিভিন্ন উপায় রয়েছে। যেমন-

১. জবাবদিহিতার অনুভূতির অভাব : ঘুষ ও দুর্নীতির প্রধান ও মুখ্য কারণ হ'ল জবাবদিহিতার অনুভূতি। জবাবদিহিতা দু'প্রকার : (১) ইহকালীন জবাবদিহিতা (২) পরকালীন জবাবদিহিতা।

ইহকালীন জবাবদিহি বলতে জনগণ বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট জবাবদিহিতা বুঝায়। ছলে-বলে-কৌশলে মানুষ অনেক সময় এ জবাবদিহিতা থেকে রক্ষা পায় বলেই ঘুষ ও দুর্নীতি প্রতিটি সেক্টরেই সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন কৌশলে ইহকালীন জবাবদিহিতা থেকে রক্ষা পেলেও পরকালীন তথা আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহিতা থেকে কোনভাবেই রক্ষা পাওয়া যাবে না। মূলতঃ ইহকালীন অসৎ কর্মকাণ্ডের বিষয়েই পরকালে জবাবদিহি করতে হবে। এ অনুভূতি কারো মাঝে জাগ্রত থাকলে সে কখনো ঘুষ লেনদেন ও অন্যান্য দুর্নীতি করতে পারে না। মহান আল্লাহ পরকালীন জবাবদিহিতার বিষয়ে সতর্ক করে বলেন, إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ– 'নিশ্চয়ই তোমার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন' *(বুরূজ ৮৫/১২)*।

মানুষ তার দুর্নীতিকে দুনিয়ার মানুষের নিকট থেকে লুকাতে পারলেও আল্লাহ্র নিকট থেকে কিছুতেই লুকাতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ، 'তিনি জানেন তোমাদের চোখের চুরি ও অন্তরের লুকানো বিষয়সমূহ' *(মুমিন ৪০/১৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، 'অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা সে দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও সে দেখতে পাবে' *(যিলযাল ৯৯/৭-৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيْرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِه وَهْىَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। শাসক জনগণের দায়িত্বশীল, তিনি তাদের বিষয়ে বিজ্ঞাসিত হবেন। একজন পুরুষ তার পরিবার-পরিজনের দায়িত্বশীল, সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী স্বামীর ঘরের এবং তার সন্তানের দায়িত্বশীল, সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। আর কৃতদাস আপন মনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল, কাজেই সে বিষয়ে সে জিজ্ঞাসিত হবে। সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পাদনে জিজ্ঞাসিত হবে'।[১] হাশরের মাঠে আদম সন্তান আল্লাহ তা'আলার পাঁচটি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে এক পাও সামনে এগুতে পারবে না। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন হ'ল- وَعَنْ مَالِه مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ 'সে তার সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে যে, সে কিভাবে তা অর্জন করেছে এবং কোন পথে তা ব্যয় করেছে'।[২]

২. হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করা :

ঘুষ ও দুর্নীতির আরেকটি অন্যতম কারণ হ'ল হালাল-হারামের তোয়াক্কা না করে ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِالْحَرَامِ– 'হারাম খাদ্যে গঠিত দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৩]

অন্য হাদীছে এসেছে, ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ 'অতঃপর তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন। যে দীর্ঘ সফর করছে। যার চুল উষ্কখুষ্ক, কাপড় ধূলিমলিন। সে আকাশ পানে দু'হাত প্রসারিত করে বলে, হে আমার প্রতিপালক! হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং হারাম দ্বারা দেহ গঠিত। কাজেই এমন ব্যক্তির দো'আ কিভাবে কবুল হ'তে পারে'?[৪]

উল্লেখিত হাদীছ মেনে চললে ঘুষ ও দুর্নীতি বিদূরিত হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

৩. ঘুষখোর ও দুর্নীতিবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়া :

কোন অপরাধ করা সত্ত্বেও যদি তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হয়, তাহ'লে অপরাধীরা সে অপরাধ করতে আরো বেশী উৎসাহিত হয়। একই কারণে প্রতিটি সেক্টরে আজ ঘুষ ও দুর্নীতি বিষবাষ্পের মত ছড়িয়ে পড়েছে। প্রশাসনের চোখের সামনে ঘুষ-দুর্নীতির মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়লেও প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নির্বিকার। কেননা অনেকাংশে তারা নিজেরাই এর সাথে সম্পৃক্ত। ২০১৭ সালের টিআইবির

* মুহাদ্দিছ, বেলটিয়া কামিল মাদরাসা, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

১. *বুখারী হা/২৫৫৪, ২৫৫৮; মুসলিম হা/১৮২৯।*
২. *তিরমিযী হা/২৪১৭; ছহীহুল জামে' হা/৭২৯৯ সনদ ছহীহ।*
৩. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/১১৫৯; ছহীহাহ হা/২৬০৯; মিশকাত হা/২৭৮৭।*
৪. *মুসলিম হা/১০১৫; ছহীহ তিরমিযী হা/২৯৮৯; ছহীহুল জামে' হা/২৭৪৪।*

Contents

রিপোর্টে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাকে দেশের শীর্ষস্থানীয় দুর্নীতিগ্রস্ত বিভাগ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৫] ঘুষখোর ও দুর্নীতিবাজদের যথোপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করা গেলে ঘুষ ও দুর্নীতি অনেকাংশেই হ্রাস পাবে বলে আশা করা যায়।

৪. দুর্নীতি দমন কমিশনের ভূমিকা :

দুর্নীতি দমন কমিশনের ভূমিকার উপর অনেকটাই নির্ভর করে ঘুষ ও দুর্নীতির হ্রাস-বৃদ্ধি। দলমত নির্বিশেষে সর্বক্ষেত্রে ঘুষ ও দুর্নীতি দমনে যদি দুর্নীতি দমন কমিশন আন্তরিক হ'ত, তাহ'লে দুর্নীতি দেশ থেকে বিদায় নিত। কিন্তু নির্মম বাস্তবতা হ'ল প্রতিটি সরকারের আমলেই দেখা যায় দুর্নীতি দমন কমিশন সরকারের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ক্ষমতাসীন অবস্থায় যে এমপি, মন্ত্রী, নেতা, আমলা দুর্নীতির জম হিসাবে পরিচিত হন, তিনিই ক্ষমতাহীন হওয়ার পর শীর্ষ দুর্নীতিবাজ হিসাবে চিহ্নিত হন এবং তার নামে ডজন ডজন মামলা হয়।

৫. আইন প্রণয়ন করে দুর্নীতি লালন :

অনুমতি ছাড়া সরকারী কর্মচারীদের গ্রেফতার করা যাবে না, এমনই আইন পাস হয়েছে মন্ত্রীসভায়। এই আইনের ফলে ফৌজদারী মামলায় কোন সরকারী কর্মচারীকে পূর্বানুমতি ছাড়া গ্রেফতার করা যাবে না। তবে কোন মামলায় কোন সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করা হ'লে কোন অনুমতি ছাড়াই তাকে গ্রেফতার করা যাবে। এই আইন পাসের ফলে দুদক ফাঁদ পেতে কোন সরকারী কর্মচারীকে গ্রেফতার করতে পারবে কি-না? এ প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রীপরিষদ সচিব বলেন, চার্জশীট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। নতুন আইনের ফলে দুদক আইন বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হবে না কি-না এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বাধাগ্রস্ত না হ'লেও কিছুটা বিলম্বিত হবে।[৬]

নতুন এই আইনের মাধ্যমে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি ধামাচাপা দেওয়ার পথকে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে বলে বিশ্লেষকগণ মনে করেন। কেননা চার্জশীটের আগে তাদেরকে গ্রেফতার না করার ফলে তারা স্বপদে বহাল থেকে প্রভাব খাটিয়ে বা বিভিন্নভাবে তদবীর করে চার্জশীটকে হাল্কা বা তা থেকে অব্যাহতি লাভের যথেষ্ট সুযোগ পাবে। ফলে দুর্নীতি হ্রাস না পেয়ে বরং আরো বৃদ্ধি পাবে। বাস্তবতাও তাই। সুতরাং দুর্নীতির প্রতিকার বা প্রতিরোধ করতে হ'লে অবিলম্বে এই আইনের সংশোধন প্রয়োজন।

৬. রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি :

সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় অল্প সময়ের মধ্যে ঘুষ ও দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি। কারণ হাযারো দুর্নীতি করেও পার পাওয়া যায় রাজনৈতিক ছত্রছায়ায়। আবার অনেকেই দুর্নীতি না করেও দুর্নীতিতে ফেঁসে যায় রাজনৈতিক কারণে। একেই বলে 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে'। ঘুষ ও দুর্নীতি মুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে চাইলে রাজনীতিবিদদের দ্বারাই সেটা সম্ভব। সুতরাং ঘুষ ও দুর্নীতি প্রতিকারে রাজনৈতিক সদিচ্ছার কোন বিকল্প নেই।

৭. সামাজিক প্রতিরোধ :

ঘুষখোর ও দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ না থাকায় তারা এ ধরনের অপকর্ম করতে প্ররোচিত হয়। আগের দিনে ঘুষখোর-দুর্নীতিবাজদেরকে ঘৃণার চোখে দেখা হ'ত। তাদেরকে সমাজের কোন সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত করা হ'ত না, তাদের সাথে আত্মীয়তা করা হ'ত না। বর্তমান দৃশ্যপট পুরোটাই উল্টো। বর্তমান সমাজে এদেরকে ঘৃণা করা তো দূরের কথা, সমাজের প্রতিটি সম্মানজনক আসনে ঘুষখোর-দুর্নীতিবাজদের সমাসীন করা হয় তাদের অঢেল অবৈধ টাকা হ'তে অনুদান পাওয়ার আশায়। ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে যারা আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয় মেয়ের পিতারা তাদেরকেই জামাই হিসাবে গ্রহণ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে। এতে তারা আরো দুর্নীতি করতে প্ররোচিত হয়। সুতরাং ঘুষ ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গঠন করতে চাইলে এদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এতে যার যতটুকু সামর্থ্য রয়েছে ততটুকু প্রয়োগ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ. 'তোমাদের মধ্যে কেউ কোন অসৎ কাজ (অন্যায়-দুর্নীতি) সংঘটিত হ'তে দেখলে, সে যেন উহা হাত দ্বারা তথা শক্তি প্রয়োগে প্রতিহত করে। এতে সক্ষম না হ'লে সে যেন কথার মাধ্যমে প্রতিবাদ করে। তাতেও সক্ষম না হ'লে সে যেন আন্তরিকভাবে ঘৃণা করে। আর এটাই হ'ল সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক'।[৭]

৮. গণসচেতনতা :

ঘুষ ও দুর্নীতি সম্পর্কে জনগণ সচেতন না থাকায় তা মহামারীর মত ছড়িয়ে পড়েছে। তাই ঘুষ ও দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে চাইলে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াসহ, সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ায মাহফিল, জুম'আর খুৎবা ইত্যাদির মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এছাড়া ঘুষ ও দুর্নীতি বিরোধী পোস্টার, লিফলেট ও স্টিকারের মাধ্যমে দুর্নীতি বিরোধী জনমত সৃষ্টি করা যেতে পারে।

৯. নিরপেক্ষ অডিট ব্যবস্থা :

অফিস-আদালত, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ও নিরপেক্ষ অডিট ব্যবস্থা না থাকায় ঘুষ ও দুর্নীতি বেড়ে যায়। অনুরূপভাবে বিএসটিআই ও ঔষধ প্রশাসনের মত মান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার নিষ্ক্রিয়তার কারণে খাদ্যে, পণ্যে ও ঔষধে ভেজাল ও মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ ও দ্রব্য বিক্রিসহ নানা ধরনের দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বাস্তবতা হ'ল যারা অডিট করতে

৫. দৈনিক যুগান্তর, ৩০শে আগস্ট ২০১৮।

৬. দৈনিক যুগান্তর, ২০শে আগস্ট ২০১৮; দৈনিক সমকাল, ২১শে আগস্ট ২০১৮।

৭. মুসলিম হা/৪৯; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৩০৮; ছহীহুল জামে' হা/৬২৫০।

Contents

আসেন তারা অধিকাংশই ঘুষের বিনিময়ে দুর্নীতিকে ধামাচাপা দেন এবং মাননিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাগুলোও ঘুষের বিনিময়ে নিম্নমানের খাদ্যদ্রব্য, পণ্য ও ঔষধ উৎপাদনকারী কোম্পানীকে অনুমোদন দিয়ে থাকে। আর একেই বলে দুর্নীতির উপর দুর্নীতি। এমনও দেখা যায় মাননিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার অনুমোদন না নিয়েই অনেক কোম্পানী খাদ্য, পণ্য, ঔষধ উৎপাদন ও বিপণন করে থাকে। কিন্তু মাননিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ঘুষের বিনিময়ে এ ক্ষেত্রেও নীরব ভূমিকা পালন করে। সুতরাং ঘুষ ও দুর্নীতির প্রতিকার করতে হ'লে সৎ, যোগ্য ও তাক্বওয়াশীল লোকদেরকে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগে নিয়োগ দিতে হবে এবং দুর্নীতিবাজদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

১০. সময়োপযোগী বেতন-ভাতা :

প্রবাদ আছে, 'অভাবে স্বভাব নষ্ট'। চলমান বাজারের সাথে মানানসই বেতন-ভাতার ব্যবস্থা না থাকার কারণে অনেকেই ঘুষ খেতে ও দুর্নীতি করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তাই প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদমর্যাদা ও দ্রব্যমূল্য সামনে রেখে সম্মানজনক জীবন-জীবিকা উপযোগী বেতন-ভাতা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সুইডেনে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বেশী বলে সেখানে দুর্নীতি কম। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, দুর্নীতির সূচনা হয় Due to need এর মাধ্যমে। পরে তা Due to greed এ পর্যবসিত হয়। আর্জেন্টিনা এবং পেরুতে প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করে দেয়ার পর সেখানে দুর্নীতির মাত্রা অনেক কমে গেছে।

১১. দুর্নীতিই দুর্নীতি ডেকে আনে :

যে সকল চাকুরীজীবি মোটা অংকের ঘুষ দিয়ে চাকুরী নেয়, তারা চাকুরীতে প্রবেশ করেই ধান্ধায় থাকে কিভাবে প্রদত্ত টাকা ফেরত পাওয়া যায়। তাই তারা ন্যায়-নীতির তোয়াক্কা না করে ঘুষ ও দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। তার দেয়া ঘুষের সমপরিমাণ টাকা ফেরত পাওয়ার পরেও তা থেকে ফিরে আসতে পারে না অভ্যস্থ হয়ে যাওয়ার কারণে। কেউ কেউ এ সমস্ত অপকর্ম থেকে ফিরে আসতে চাইলেও ফিরে আসতে পারে না ঘুষখোর দুর্নীতিপরায়ণ সহকর্মীদের কারণে। ঘুষ-দুর্নীতি থেকে ফিরে আসতে চাইলে সহকর্মীরা তাকে ভয় দেখায় তার বিগত অপকর্মগুলো ফাঁস করে দেয়ার। আর এভাবেই কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ঘুষ ও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। সুতরাং চাকুরী গ্রহণকালে ঘুষ ও দুর্নীতি দূর করা গেলে ঘুষ ও দুর্নীতি অনেকটাই হ্রাস পাবে।

১২. সৎ, যোগ্য ও অভিজ্ঞ লোক নিয়োগ :

দুর্নীতির অন্যতম কারণ হচ্ছে ঘুষ, স্বজনপ্রীতি ও রাজনৈতিক প্রভাবে অদক্ষ, অনভিজ্ঞ ও অসৎ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দান। অথচ প্রশাসনকে দুর্নীতির করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করার জন্য ইসলামের নির্দেশ হচ্ছে সৎ, যোগ্য ও দক্ষ লোককে নিয়োগ করা। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন, قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ 'অতঃপর মেয়ে দু'টির একজন বলল, হে পিতা! একে কর্মচারী নিযুক্ত করুন! নিশ্চয়ই আপনার কর্মসহায়ক হিসাবে সেই-ই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত' *(ক্বাছাছ ২৮/২৬)*। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত সমূহকে তার যথার্থ হকদারগণের নিকটে পৌঁছে দাও' *(নিসা ৪/৫৮)*।

১৩. ধর্মীয় শিক্ষার অভাব :

ঘুষ ও দুর্নীতি বিস্তারের অন্যতম কারণ হ'ল যথোপযুক্ত ধর্মীয় শিক্ষার অভাব। ধর্মীয় শিক্ষা মানুষকে সৎ, যোগ্য, আদর্শবান ও নীতিবান হ'তে শেখায় এবং ঘুষ ও দুর্নীতির ভয়াবহতা সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। তাই তারা এ সকল অন্যায়-অপকর্ম থেকে বিরত থাকে। পক্ষান্তরে ধর্মহীন শিক্ষা মানুষকে স্বার্থবাদী, ভোগবাদী ও স্বেচ্ছাচারী হ'তে প্ররোচিত করে এবং পরকালীন জবাবদিহিতা থেকে উদাসীন হ'তে শেখায়। তাই তারা দুর্নীতি করতে পরোয়া করে না। সুতরাং ঘুষ ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের আবশ্যিক পূর্বশর্ত হ'ল ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করা।

সমাপনী :

ঘুষ ও দুর্নীতি দেশ ও জাতির জন্য চরম অভিশাপ। দেশের সুনাম-সুখ্যাতি ও মর্যাদা ঘুষ ও দুর্নীতির কারণে বিপন্ন ও ভূলুণ্ঠিত। সুতরাং সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে ঘুষ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের কোন বিকল্প নেই। কিন্তু ঘুষ ও দুর্নীতি একেবারে মূলোৎপাটন হবে না কিছুতেই যতক্ষণ না সরকার, প্রশাসন ও সমাজের দায়িত্বশীলগণ দ্বীনদার, পরহেযগার, তাক্বওয়াসম্পন্ন না হবেন। কারণ একমাত্র আল্লাহ্র ভয় ও পরকালীন জবাবদিহিতার অনুভূতিই পারে ঘুষ ও দুর্নীতি থেকে সমাজকে রেহাই দিতে। যার বাস্তব উদাহরণ হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদার সময়কার ইসলামী রাষ্ট্র। সূদ, ঘুষ, মদ, জুয়া, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, মারামারি-হানাহানিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত আইয়ামে জাহিলিয়াতের গাঢ় অন্ধকার অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়ে বিশ্বের সবচেয়ে আদর্শ, নিরাপদ, সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল চিরশান্তিময় ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে তাক্বওয়া অবলম্বন করার কারণে। তাই সরকার, প্রশাসন ও সমাজের সকলকে সত্যিকার তাক্বওয়াশীল হওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন- আমীন!

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কাসেম সায়েফ বেনারসী

-ড. নূরুল ইসলাম*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বাহাছ-মুনাযারা : মাওলানা আবুল কাসেম সায়েফ বেনারসী একজন প্রসিদ্ধ ও অভিজ্ঞ মুনাযির (তার্কিক) ছিলেন। বাহাছ-মুনাযারায় বিপক্ষ দলের তার্কিকেরা তাঁর সামনে আসতে ভয় পেত। তিনি লিখিত ও মুখোমুখি উভয় প্রকার বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন। বেনারসের চৌকি হনুমান ফাটক শাহ মুতাওয়াল্লী মসজিদে তিনি জীবনের প্রথম বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। দুই ঘণ্টা যাবৎ বিতর্ক চলে। শেষে তিনিই বিজয়মাল্যে ভূষিত হন।[1] তিনি জীবনে বহু মুনাযারা করেছেন এবং আল্লাহ্র রহমতে সবগুলিতেই বিজয়ী হয়েছেন। তবে কানপুর, এলাহাবাদ, ফাররুখাবাদ, জবলপুর, দিনাজপুর, বেনারস, টাণ্ডা (যেলা ফয়যাবাদ), পাটনা, বিহার, বাংলা প্রভৃতি স্থানে কাদিয়ানী, শী'আ, হানাফী, হাদীছ অস্বীকারকারী, খ্রিস্টান, আর্য সমাজী, নেচারী প্রমুখের সাথে তাঁর বিতর্কগুলি প্রসিদ্ধ।[2]

ফাতিহে কাদিয়ান মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী একবার বেনারসে আগমন করলে বেনারসবাসী তাঁর কাছে অভিযোগের সুরে বলেন, 'আপনি বেনারস প্রভৃতি স্থানে মুনাযারায় কেন অংশগ্রহণ করেন না'? জবাবে অমৃতসরী বলেন, 'মাওলানা সায়েফ বেনারসী যেহেতু ইউপি, বিহার ও বাংলার জন্য যথেষ্ট, সেজন্য এসব এলাকার ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত আছি'।[3]

কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম : মাওলানা সায়েফ বেনারসী কাদিয়ানী ফিৎনা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকিফহাল ছিলেন। বেনারসে এই ফিৎনার আর্বিভাব হলে তিনি একাই কাদিয়ানীদের মুখোমুখি হন এবং তাদেরকে একের পর এক বিতর্কে পরাজিত করেন। তিনি এদের বিরুদ্ধে মোট ৮টি বই লিখেন।[4] এগুলি হ'ল-

১. ইযহারে হাকীকাত : ভণ্ডনবী গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর প্রতিশ্রুত মাসীহ, মাহদী ও নবী-রাসূল হওয়ার দাবী খণ্ডনে এ পুস্তিকাটি রচিত। ১৯৩২ সালে বেনারসের সাঈদুল মাতাবে' প্রকাশনী থেকে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

২. রদ্দে মির্যাইয়াত (১ম প্রকাশ : ১৩৫২ হিঃ) **:** এতে খতমে নবুঅত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৩. কাযায়ে রব্বানী বর দো'আ কাদিয়ানী (ফায়ছালায়ে ইলাহী) : এতে কাদিয়ানী ইশতেহার (মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর সাথে শেষ ফায়ছালা) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং কাদিয়ানী-লাহোরী লেখনী সমূহের বিস্তারিত জবাব দেয়া হয়েছে।

৪. মৌলভী গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী কে বা'য জওয়াবাত পর এক নযর (১ম প্রকাশ : ১৩২৫ হিঃ) **:** জনৈক কাদিয়ানী মৌলভীর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খতমে নবুঅত বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধের জবাবে এ গ্রন্থটি লিখিত।

৫. জওয়াবে দাওয়াত (১ম প্রকাশ : ১৩২৫ হিঃ) **:** জনৈক কাদিয়ানীর লিখিত 'দাওয়াত ইলাল হক' পুস্তিকার জবাবে লিখিত। এতে ঈসা (আঃ)-এর আসমান থেকে অবতরণ ও হারূণ (আঃ)-এর বোন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৬. নূরে ইসলাম বাজওয়াবে যুহূরে ইমাম (১ম প্রকাশ : ১৯৪৩) **:** কাদিয়ানীদের 'যুহূরে ইমাম' পুস্তিকার জবাবে লিখিত। এতে ঈসা (আঃ) সম্পর্কে কাদিয়ানী আলেমদের লেখনী সমূহের খণ্ডন করা হয়েছে।

৭. দাফয়ে ইমাম আয যুহূরে ইমাম (১ম প্রকাশ : ১৯৩৪) **:** এটিও কাদিয়ানীদের 'যুহূরে ইমাম' পুস্তিকার খণ্ডনে রচিত। এর বিষয়বস্তু হ'ল ঈসা (আঃ)-এর ব্যক্তিত্ব।[5]

৮. মি'য়ারে নবুঅত : এতে প্রথমত কুরআন মাজীদ থেকে নবী (ছাঃ)-এর মানুষ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করা হয়েছে। অতঃপর নবুঅতের মানদণ্ডের পরিচয় পেশ করতে গিয়ে দলীলসহ নবী (ছাঃ)-এর ১০টি ভবিষ্যদ্বাণী এবং কাদিয়ানী গ্রন্থের সূত্রসহ মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর ১০টি ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ করে সেগুলি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এভাবে হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে। ১৩৫২ হিজরীতে বেনারসের 'আঞ্জুমানে ইশা'আতে ইসলাম' এটি প্রকাশ করে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬।[6]

ছহীহুল বুখারীর প্রতিরক্ষায় বেনারসী : হাদীছে নববীর প্রতি তাঁর মহব্বত ছিল প্রবাদতুল্য। এ ব্যাপারে তিনি সামান্যতম শৈথিল্য বরদাশত করতেন না।[7] বিশেষত ছহীহুল বুখারী ও ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর সাথে মাওলানা সায়েফ বেনারসীর একান্ত আন্তরিক সম্পর্ক ও ভালবাসা ছিল। তিনি সর্বমোট ৪০ বার ছহীহুল বুখারীর দরস প্রদান করেন। এর ফলে একদিকে যেমন ছহীহুল বুখারীর নিগূঢ় তত্ত্ব ও ইঙ্গিত সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ দক্ষতা অর্জিত হয় এবং ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর অতুলনীয় ফিক্বহী দক্ষতা ও ইজতিহাদ সম্পর্কে তিনি সঠিক জ্ঞান লাভ করেন, তেমনি অন্যদিকে তাঁর মধ্যে ছহীহুল বুখারী ও ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর প্রতি কৃত সকল সারবত্তাহীন আপত্তি ও সমালোচনার যথাযথ জবাব প্রদানের পূর্ণ প্রস্তুতি ও অনন্য যোগ্যতা সৃষ্টি হয়।[8] এজন্য আমরা দেখি যে, যখন ছহীহুল বুখারী ও ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর বিরুদ্ধে হানাফী মুক্বাল্লিদগণ এবং হাদীছ অস্বীকারকারীরা গোঁড়ামি ও হঠকারিতাবশত

* ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. তাযকিরাতুল মুনাযিরীন ১/৩২৬; চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২১৫।
২. তাযযিয়াতুল মুনাযিরীন, ১/৩২৬; নওশাহরাবী, তারাজিম, পৃঃ ২৯৩।
৩. তারাজিমে ওলামায়ে আহলেহাদীছ বেনারস, পৃঃ ৩২৮।
৪. মুহাম্মাদ রামাযান ইউসুফ সালাফী, আক্বীদায়ে খতমে নবুঅত কে তাহাফ্ফুয মেঁ ওলামায়ে আহলেহাদীছ কী মিছালী খিদমাত (শিয়ালকোট : মাকতাবা রহমানিয়া, মে ২০১০), পৃঃ ৫৫-৫৬; তাযকিরাতুল মুনাযিরীন ১/৩২৩, ৩২৬; আল-ই'তিছাম, লাহোর, পাকিস্তান, ২৯শে অক্টোবর-২রা নভেম্বর, ২০১৭, পৃঃ ২৪।
৫. তারাজিমে ওলামায়ে আহলেহাদীছ বেনারস, পৃঃ ৩৩৯।
৬. আব্দুর রশীদ ইরাকী, খতমে নবুঅত কে দালায়েল আওর উসকে দেফা' মেঁ পাক ওয়া হিন্দ কে ওলামায়ে আহলেহাদীছ কা কিরদার, আল-ই'তিছাম, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৪।
৭. চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২১৪।
৮. দিফায়ে ছহীহ বুখারী, পৃঃ ২৪।

Contents

ভিত্তিহীন সমালোচনার ঝড় শুরু করে তখন মাওলানা বেনারসী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে এবং বই-পুস্তকের মাধ্যমে এর ইলমী ও তাহক্বীক্বী জবাব প্রদান করেন। প্রথমদিকে ছহীহুল বুখারীর প্রতিরক্ষায় মাওলানা বেনারসীর লেখনীগুলি মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যখনই বিরোধী পক্ষের পক্ষ থেকে ছহীহুল বুখারী বা ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর প্রতি কোন আপত্তি আরোপ বা সমালোচনা করা হ'ত, বেনারসী তার জবাব লিখে আহলেহাদীছদের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করে দিতেন। কিন্তু এই ফিৎনা যখন বাড়তে থাকল তখন তিনি এসব সমালোচনার জবাবে গ্রন্থ লেখা শুরু করলেন। যাতে সমালোচকদের মুখে লাগাম দেয়া যায় এবং মুসলমানদেরকে গোমরাহী ও ভ্রম থেকে বাঁচানো যায়।[৯] বিশেষ করে গোঁড়া হানাফী মুক্বাল্লিদ ওমর করীম পাটনাবী ইমাম বুখারী ও ছহীহুল বুখারীর বিরুদ্ধে নিরর্থক সমালোচনা ও বিষোদগার শুরু করলে আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদীর উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সার্বিক সহযোগিতায় তাঁর দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে বেনারসী গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। এ বিষয়ে লিখিত তাঁর ৭টি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা নিম্নে পেশ করা হলঃ-

১. হাল্লে মুশকিলাতে বুখারী : মৌলভী ওমর করীম ও তার বশংবদরা অমৃতসরের 'আহলে ফিক্বহ' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি 'আল-জারহু আলাল বুখারী' নামে প্রকাশ করলে মাওলানা বেনারসী 'আল-কাওছারুল জারী ফি জাওয়াবিল জারহ আলাল বুখারী' ওরফে 'হাল্লে মুশকিলাতে বুখারী' শিরোনামে এর জবাব লিপিবদ্ধ করেন। এ গ্রন্থটি তিন খণ্ডে বিভক্ত।

ক. হাল্লে মুশকিলাতে বুখারী (১ম খণ্ড, ১ম প্রকাশ : ১৩৩০ হিঃ) : এই গ্রন্থে 'আল-জারহু আলাল বুখারী' গ্রন্থের ৬৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ওমর করীম হানাফীর লিখিত প্রবন্ধগুলির জবাব দেয়া হয়েছে। মাওলানা বেনারসী মাত্র ১ মাসে এই বিশাল গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করেন।[১০]

খ. হাল্লে মুশকিলাতে বুখারী (২য় খণ্ড, ১ম প্রকাশ : ১৩৩২ হিঃ) : এ খণ্ডটি দুই ভাগে বিভক্ত। ১ম ভাগে আল-জারহু আলাল বুখারী (১ম অংশ) গ্রন্থের ৬৬ পৃষ্ঠার পরবর্তী প্রবন্ধগুলির জবাব দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে উক্ত গ্রন্থে ১ম ভাগের জবাব সমাপ্ত হয়েছে। এতে সমালোচনাকারীদের ৩ বছরে লিখিত প্রবন্ধগুলির জবাব বেনারসী মাত্র ৫ সপ্তাহে দিয়েছেন। আর ২য় ভাগে সাপ্তাহিক 'আহলে ফিক্বহ' পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ সকল প্রবন্ধের জবাব দেয়া হয়েছে যেগুলি আল-জারহু আলাল বুখারী গ্রন্থের ১ম ভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।[১১]

গ. হাল্লে মুশকিলাতে বুখারী (৩য় খণ্ড, ১ম প্রকাশ : ১৩৩২ হিঃ) : ১৯১১-১৩ সালে 'আহলে ফিক্বহ' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির (১৯১৪ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) জবাব দেয়া হয়েছে এ খণ্ডে।[১২]

২. আল-আমরুল মুবরাম লিইবতালিল কালাম আল-মুহকাম : ওমর করীম হানাফী তাঁর 'আল-কালামুল মুহকাম' গ্রন্থে ছহীহুল বুখারীর ১৭৫ জন রাবীর ব্যাপারে সমালোচনা করেন। উক্ত গ্রন্থে তাঁর জবাব দেয়া হয়েছে।[১৩] বেনারসী লিখেছেন, 'এই আল-আমরুল মুবরাম গ্রন্থটিও অকিঞ্চন তাঁর (শামসুল হক আযীমাবাদী) ইঙ্গিতেই লেখা শুরু করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আল-কালামুল মুহকাম-এর জবাব লিখ, আমি তোমাকে পুরস্কারস্বরূপ দু'টি সুন্দর কিতাব প্রদান করব। ১. ইবনুল আছীরের আন-নেহায়া (৪ খণ্ড)। ২. তাহযীবুত তাহযীব (১২ খণ্ড)।[১৪] এমনকি আযীমাবাদী উক্ত গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য তাঁকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের ওয়াদা করেছিলেন এবং কিছু অর্থও দিয়েছিলেন। দুঃখজনক হ'ল গ্রন্থটি প্রকাশের পূর্বেই আযীমাবাদী মৃত্যুবরণ করেন।[১৫]

৩. মাউন হামীম লিল-মৌলবী ওমর করীম : ওমর করীম পাটনাবী ১৩২২ হিজরীতে একটি ইশতেহার প্রকাশ করেন। যেখানে ছহীহ বুখারী সম্পর্কে ১২টি প্রশ্ন ছিল। মাওলানা বেনারসী 'মাউন হামীম' নামে এর জবাব দেন। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯।

৪. ছিরাতে মুস্তাক্বীম লিহেদায়াতে ওমর করীম : উক্ত মৌলভী ছাহেব ১৩২২ হিজরীতে ২নং ইশতেহার প্রকাশ করে ছহীহ বুখারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলে বেনারসী 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম' পুস্তিকায় তার জবাব দেন। মূলতঃ এটি 'আর-রীহুল আকীম' পুস্তিকার ভূমিকা। ১৩২৯ হিজরীতে এটি ১ম প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২।

৫. আর-রীহুল আকীম লিহাসমে বিনায়ে ওমর করীম : উক্ত মৌলভীর ২নং ইশতেহারের বিস্তারিত জবাব দেয়া হয়েছে ৬৮ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকায়। এটি মূলতঃ ছিরাতে মুস্তাক্বীমের ২য় অংশ। এতে ছহীহ বুখারীর বিরুদ্ধে ৫৯টি সমালোচনার জবাব দেয়া হয়েছে। এতে সমালোচকের বক্তব্যকে مُرِيْبٌ (সন্দেহ সৃষ্টিকারী) এবং এর জবাবকে مُجِيْبٌ (উত্তরদাতা) হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৬] ১৩২৮ হিজরীতে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

৬. আল-উরজূনুল ক্বাদীম ফী ইফশায়ে হাফওয়াতে ওমর করীম : ওমর করীম ১৩২৪ হিজরীর জুমাদাল আখেরাহ মাসে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ছহীহুল বুখারীর বিরুদ্ধে ৩নং ইশতেহার প্রকাশ করলে এর জবাবে বেনারসী ১ মাসে 'আল-উরজূনুল ক্বাদীম' রচনা করেন।[১৭] গ্রন্থটি সম্পর্কে অমৃতসরী লিখেছেন, 'আল-উরজূনুল ক্বাদীম গ্রন্থে সবিস্তারে মৌলবী ওমর করীম পাটনাবীর ৩নং ইশতেহারের খণ্ডন করা হয়েছে। ইমাম বুখারীর বর্ণনাকারীগণ, হাদীছ সমূহ প্রভৃতি সম্পর্কে ইশতেহার প্রকাশকারী যে বেহুদা কথা বলেছেন, তার যুক্তিপূর্ণ জবাব এটি। মূলতঃ ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর

৯. *ঐ, পৃঃ ২৫, মুক্বাদ্দামাতুত তাহকীক।*
১০. *ঐ, পৃঃ ৬৮, ২৪২।*
১১. *ঐ, পৃঃ ২৬, ২৮৮।*
১২. *ঐ, পৃঃ ২৬, ৩২০।*
১৩. *ঐ, পৃঃ ৪০১।*
১৪. *ঐ, পৃঃ ৭০২।*
১৫. *ঐ, পৃঃ ৭০২।*
১৬. *ঐ, পৃঃ ৭৫৪।*
১৭. *ঐ, পৃঃ ৯৩৭।*

প্রতিরক্ষায় এই গ্রন্থটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং এতে ইমাম বুখারীর সংক্ষিপ্ত জীবনীও লিপিবদ্ধ রয়েছে'।[১৮]

৭. আল-খিযউল আযীম লিল-মৌলবী ওমর করীম : ১৩২৮ হিজরীর ২২শে রজব মৌলবী ওমর করীম ৪নং ইশতেহার প্রকাশ করে ছহীহুল বুখারীর ১০টি হাদীছ বাবের শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় বলে মন্তব্য করলে এর জবাবে বেনারসী এ গ্রন্থটি রচনা করেন। বেনারসী উক্ত গ্রন্থের উপসংহারে বলেন, 'আল্লাহ্র প্রশংসা যে, কোন প্রকার কষ্ট-ক্লেশ ছাড়াই একদিনের পরিশ্রমে আপনার ইশতেহারের জবাব দ্রুত তৈরী হয়ে গেছে এবং আপনি যেটাকে জটিল ও দুর্বোধ্য মনে করেছিলেন দ্রুত তার সমাধান হয়ে গেছে। এখন আপনি আপনার ২০ রুপিয়ার পুরস্কার উত্তরদাতাকে দেয়ার পরিবর্তে নিজের মস্তিষ্কের চিকিৎসার জন্য ব্যয় করে নিজেকে সুস্থ করুন! অন্যথা শত্রুতার ঘুণ ভিতরে ভিতরে আপনাকে শেষ করে দিবে। আর আপনি তা টেরও পাবেন না'।[১৯]

ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ছহীহু বুখারীর প্রতিরক্ষায় লিখিত উক্ত ৭টি গ্রন্থ হাফেয শাহেদ মাহমূদের তাহক্বীক্ব ও তা'লীক সহ গুজরানওয়ালা, পাকিস্তানের উম্মুল কুরা পাবলিকেশন্স থেকে 'দিফায়ে ছহীহ বুখারী' শিরোনামে ২০০9 সালে প্রকাশিত হয়েছে। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৪৮।

বেনারসীর সমৃদ্ধ লাইব্রেরী : মাওলানা সায়েফ বেনারসীর লাইব্রেরী মূল্যবান বই-পুস্তকে ঠাসা ইলমের এক মারকায ছিল। মুদ্রিত-অমুদ্রিত বহু দুর্লভ গ্রন্থের ভাণ্ডার ছিল এটি। মিসর থেকে মুদ্রিত প্রায় প্রত্যেকটি গ্রন্থ তাঁর নিকটে আসত।[২০] বেনারসীর সহোদর মাওলানা ক্বামার বেনারসী লিখেছেন, 'মরহুমের যতটুকু আয় ছিল তার সবই ইলমী খিদমতে ব্যয় হ'ত। বোম্বে, মিসর, উপরন্তু দায়েরাতুল মা'আরিফ, হায়দ্রাবাদে মরহুমের নাম নথিভুক্ত ছিল। যেকোন ইলমী কিতাব প্রকাশিত হ'লে সেটি মরহুমের নিকট চলে আসত'।[২১] বেনারসীর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে ও ভাতিজারা এই ইলমী ভাণ্ডার ১৯৬৮ সালে জামে'আ সালাফিইয়াহ, বেনারসে দান করে দেন।[২২]

মাদরাসা সাঈদিয়া : মাওলানা আবুল কাসেম বেনারসীর পিতা প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ মাওলানা মুহাম্মাদ সাঈদ বেনারসী (১৮৫৩-১৯০৪) মাত্র ৯ জন ছাত্র নিয়ে ১২৯৯ হিজরীতে বেনারসে 'মাদরাসা ইসলামিয়াহ' নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মাদরাসার নাম রাখা হয় 'মাদরাসা সাঈদিয়া'।[২৩] কালক্রমে এই প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে দূর-দূরান্ত থেকে জ্ঞানপিপাসী ছাত্ররা এখানে এসে তাদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করতে থাকে। উক্ত মাদরাসায় পড়তে আসা ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশের লক্ষ্য ছিল মাওলানা সায়েফ বেনারসীর হাদীছের দরসে অংশগ্রহণ করা। তাঁর দরসে হাদীছ ইলমী ঝর্ণাধারার প্রস্রবণ ছিল। তিনি ধারাবাহিকভাবে একাগ্রচিত্তে দীর্ঘ ৪০ বছর যাবৎ এখানে হাদীছের দরস প্রদান করেন।[২৪] গবেষক মুহাম্মাদ ইউনুস মাদানী বলেন, 'মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কাসেম সায়েফ বেনারসী (রহঃ)-এর যুগে মাদরাসা সাঈদিয়া, বেনারস ইলমে হাদীছের মারকায বা কেন্দ্র ছিল। দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন ইস্তেফাদার জন্য (এখানে) আসত এবং এই মহান আলেমের কাছে ইলমে হাদীছের সাগরে অবগাহন করে নিজেদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করে ফিরে যেত'।[২৫]

ছাত্রবৃন্দ : সুদীর্ঘ ৪০ বছরের শিক্ষকতা জীবনে অসংখ্য ছাত্র মাওলানা বেনারসীর নিকট থেকে ইলমে দ্বীন হাছিল করে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং উপমহাদেশে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে ভূমিকা পালন করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হ'ল-

১. মাওলানা মুখতার আহমাদ নাদভী (সাবেক আমীর, মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ)। ২. মাওলানা ফায়যুর রহমান ছাওরী (মুফতী, দারুল হাদীছ, মৌনাথভঞ্জন)। ৩. মাওলানা হাকীম ওবায়দুল্লাহ কাশ্মীরী। ৪. মাওলানা মুহাম্মাদ মউবী (সাবেক শায়খুল জামে'আহ, জামে'আহ আলিয়া, মউ)। ৫. মাওলানা আব্দুশ শাকূর সিদ্ধার্থনগরী। ৬. মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ সাঈদী। ৭. মাওলানা আব্দুল্লাহ সাঈদী (গোণ্ডা)। ৮. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল খাঁ পিরওয়াঈ। ৯. মাওলানা আহমাদ আলী বেনারসী। ১০. মাওলানা মুহাম্মাদ শাকির গিয়াবী। ১১. মাওলানা আব্দুল মুবীন মানযার। ১২. মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম ছিদ্দীক্বী বেনারসী (১৯২৭-১৯৮৩)। ১৩. মাওলানা আব্দুল ওয়াহিদ সালাফী (১৯২৪-১৯৮৯)। ১৪. সহোদর মাওলানা আবু মাসঊদ ক্বামার বেনারসী। ১৫. মাওলানা মুহাম্মাদ বাশীর আযমী (মৃঃ ২০০৩)।[২৬]

দাম্পত্য জীবন : মাওলানা বেনারসী মোট ৩ বার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯০২ সালে মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি ১ম বিয়ে করেন। বিয়ের ১ বছর পরেই ১৯০৩ সালে তার ১ম স্ত্রী বিয়োগ হয়। এরপর পাণ্ডে হাভেলীর এক সম্ভ্রান্ত বংশে হাজী বিসমিল্লাহ ছাহেবের কন্যা উম্মে কুলছূমের সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। এ স্ত্রীর গর্ভে ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে মুহাম্মাদ কাসেম নামে এক পুত্রসন্তান জন্মলাভ করে। বিয়ের দীর্ঘদিন পর ১ম সন্তান জন্মগ্রহণ করায় মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী বেনারসীকে অভিনন্দন জানান এবং দো'আ করেন যেন এই বাচ্চা দাদার যোগ্য উত্তরসূরী হয়।[২৭] কিন্তু একই বছরের মার্চ মাসে শিশু সন্তানটি মৃত্যুবরণ করে। ১৯৪২ সালের ১১ই জুন ২য় স্ত্রীও মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তিনি সহোদর মাওলানা আব্দুর রহমানের বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করেন। এ স্ত্রীর গর্ভে ৪ সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

১৮. *ঐ, পৃঃ ৯৩৯।*
১৯. *ঐ, পৃঃ ৯৬২।*
২০. *দিফায়ে ছহীহ বুখারী, পৃঃ ৫৭; তারাজিমে ওলামায়ে আহলেহাদীছ বেনারস, পৃঃ ৩২৯।*
২১. *নূরে তাওহীদ, লাক্ষ্ণৌ, সায়ফুল ইসলাম সংখ্যা, জানুঃ-ফেব্রুঃ ১৯৫১, পৃঃ ১৩।*
২২. *তারাজিমে ওলামায়ে আহলেহাদীছ বেনারস, পৃঃ ৩২৯।*
২৩. *ঐ, পৃঃ ৩৭৫।*
২৪. *ঐ, পৃঃ ৩২২, ৩২৯-৩৩০।*
২৫. *ঐ, পৃঃ ১৮১।*
২৬. *ঐ, পৃঃ ৩৩০; দিফায়ে ছহীহ বুখারী, পৃঃ ৪৯।*
২৭. *আহলেহাদীছ, ফেব্রুয়ারী ১৯২৪, বর্ষ ২১, সংখ্যা ১৮।*

Contents

এঁরা হল- ১. আবু আছেম। রেলওয়েতে সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন। এখন অবসরপ্রাপ্ত। ২. আবু বাসেম। জীপ ফ্যাক্টরীতে চাকুরী করতেন। বর্তমানে এলাহাবাদে বসবাস করছেন। ৩. আবু হাশেম। ৪. ড. আবু হাতেম। ইনি বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে আরবী বিভাগের প্রফেসর ছিলেন। ২০১৫ সালের ৩রা জানুয়ারী মৃত্যুবরণ করেন। বেনারসীর শেষোক্ত স্ত্রী দীর্ঘজীবন লাভ করে কয়েক বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন।[২৮]

মৃত্যু ও দাফন : ১৯৪৩ সালের মার্চে তিনি প্রথম প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হন এবং চিকিৎসার পরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে তিনি পুনরায় প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হন এবং ১৯৪৯ সালের ২৫শে নভেম্বর দুপুর সাড়ে ১২-টায় মৃত্যুবরণ করেন।[২৯] মাগরিবের পর সহোদর মাওলানা আব্দুল আখের (১৯০৫-১৯৮৩), মৌলভী হাবীবুল্লাহ (মৃঃ ১৯৭৮) এবং মৌলবী আব্দুল হান্নান তাকে গোসল দেন। অতঃপর তার লাশ আযাদ পার্ক ময়দানে নিয়ে যাওয়া হয়। এশার ছালাতের পর হাফেয আব্দুল্লাহ রহীমাবাদী (মৃঃ ১৯৫৪) জানাযার ছালাত পড়ান। রাত ১০-টায় হিন্দুস্তানের এই খ্যাতিমান মুহাদ্দিছকে দাফন করা হয়।[৩০] তাঁর মৃত্যুতে রচিত একটি কবিতায় মুর্শেদ মুর্শিদাবাদী লিখেছেন,

‘আর বেনারসে তওহিদ রসে
কে ডুবাবে মন সেথা বসে বসে
হাদীছে-রছুল, কে শোনাবে আর
কোরানের সু বয়ান?
আবুল কাছেম ইহলোকে নাই
চলিয়া গেছেন যেথা তাঁর ঠাঁই
এলমে হাদিছ এতিম হইল
আহলে হাদিছ মুহ্যমান’।[৩১]

গুণাবলী : তিনি আখলাকে হাসানাহ্র অধিকারী ছিলেন। তাঁর গলার আওয়ায ছিল উঁচু। সেকারণ অনেক সময় জালসায় তার জন্য লাউড স্পীকারের প্রয়োজন হ’ত না। বক্তব্য প্রদানের সময় তার সামনে বিষয়বস্তুর দ্বার এমনভাবে খুলে যেত যেন তিনি উত্তাল ঢেউয়ের সমুদ্র। কৃত্রিমতা ও বিলাসিতা থেকে তিনি দূরে থাকতেন। নিজের কাজ নিজেই করতেন।[৩২] পাকিস্তানের ‘আল-ই‘তিছাম’ পত্রিকায় তার আখলাক সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘তিনি অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। যে বন্ধুর সাথে একবার মিশেছেন তাকে চিরদিনের জন্য আপন করে নিয়েছেন। কত ইখলাছ, কত আপন করে নেয়া এবং কি পরিমাণ বিনয়-নম্রতার দৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়েছে। হায় আল্লাহ! এখন এসব গুণ কোথায় দেখতে পাওয়া যাবে’।[৩৩]

ফৎওয়া : বিস্ময়ের ব্যাপার হ’ল, জীবনী গ্রন্থগুলি মাওলানা সায়েফ বেনারসীর ফৎওয়ার ব্যাপারে একেবারেই নীরব। ‘তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ’-এর মতো প্রাচীন জীবনীগ্রন্থ এবং ‘তারাজিমে ওলামায়ে আহলেহাদীছ বেনারস’-এর মতো আধুনিক গ্রন্থগুলিতেও এ বিষয়ে কোন বক্তব্য এমনকি সামান্যতম ইঙ্গিতও নেই। আমরা অনেক খোঁজাখুঁজির পর ‘ফাতাওয়া ছানাইয়া’তে তাঁর কয়েকটি ফৎওয়ার সন্ধান পেয়েছি।[৩৪] যেমন একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘যিকির ও ইবাদতের ক্ষেত্রে শুধু لا إلـــه إلا الله বলতে হবে। কেননা ইবাদতের যোগ্য কেবল আল্লাহ্র যাত বা সত্তা। মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তো স্রেফ আব্দ (বান্দা), মা‘বূদ (উপাস্য) নন। যেমন হাদীছে উল্লেখিত عبده ورسوله শব্দ থেকে বুঝা যায়।[৩৫] আর হাদীছ সমূহেও এমন ক্ষেত্রে শুধু لا إله إلا الله ই এসেছে। এরপর তিনি لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ اللهُ ‘তোমরা মৃত ব্যক্তিকে লা ইলাহা ইল্লাল্লহ-এর তালক্বীন দাও’।[৩৬] أَفْضَلُ الـــذِّكْرِ لاَ إِلَـــهَ إِلاَّ اللهُ ‘সর্বোত্তম যিকির হ’ল লা ইলাহা ইল্লাল্লহ’।[৩৭] প্রভৃতি হাদীছ উল্লেখ করে বলেন, এগুলি এবং এ জাতীয় হাদীছ সমূহে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ নেই। সম্ভবত এজন্যই ছূফীদের নিকটেও যিকরে ইবাদতে শুধু لا إله إلا الله ই বলার বিধান আছে’।[৩৮]

রচনাবলী : বক্তৃতা ও দরস-তাদরীসের মতো অল্প বয়সেই তিনি পুরা ভারতে গ্রন্থ রচনায় প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। ছাত্রজীবনে তিনি আরবী ও উর্দূতে কয়েকটি পুস্তিকা রচনা করেন। তাঁর রচনা সমূহের মধ্যে জামেউল কুরআন ওয়াল আহাদীছ, হাল্লে মুশকিলাতে বুখারী (৩ খণ্ড), আল-আমরুল মুবরাম ও সাওয়াউত তরীক সবচেয়ে প্রসিদ্ধ।[৩৯] তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা ৬০-এর অধিক। এর অধিকাংশই বিতর্কধর্মী ও সমালোচকদের জবাবে রচিত।[৪০] নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ সম্পর্কে আলোকপাত করা হ’ল :

১. জামেউল কুরআন ওয়াল আহাদীছ : তিনি এ গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন যে, বর্তমানে যেই ধারাবাহিকতায় কুরআন মাজীদ মওজুদ রয়েছে এবং যেভাবে মানুষ তেলাওয়াত করে, ঠিক সেই ধারাবাহিকতায়ই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় কুরআন মাজীদ সংকলিত হয়েছিল। অনুরূপভাবে নবী করীম (ছাঃ)-এর বরকতময় যুগে হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনের সূচনাও ছাহাবীগণ করেছিলেন এবং অসংখ্য হাদীছ সংগৃহীত

---

২৮. *তারাজিমে ওলামায়ে আহলেহাদীছ বেনারস, পৃঃ ৩৪০-৩৪১।*
২৯. *দিফায়ে ছহীহ বুখারী, পৃঃ ৫৯।*
৩০. *তারাজিমে ওলামায়ে আহলেহাদীছ বেনারস, পৃঃ ৩৪৪।*
৩১. *মাসিক তর্জুমানুল হাদীছ, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, রবীউল আউয়াল ১৩৬৯ হিঃ, পৃঃ ১৪৭।*
৩২. *তারাজিমে ওলামায়ে আহলেহাদীছ বেনারস, পৃঃ ৩২৩।*
৩৩. *ঐ, পৃঃ ৩২৩-৩২৪।*
৩৪. *দ্র. ফাতাওয়া ছানাইয়াহ, সংকলনে: মাওলানা মুহাম্মাদ দাঊদ রায (দিল্লী : মাকতাবায়ে তারজুমান, অক্টোবর ২০০১), ১/১০৭, ১৭৯, ২৭৬; ২/৩০৪, ৬০২।*
৩৫. *বুখারী হা/৮৩১।*
৩৬. *মুসলিম হা/২১৬২।*
৩৭. *তিরমিযী হা/৩৭১১; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৩২।*
৩৮. *ঐ, ১/১৮০।*
৩৯. *তারাজিমে ওলামায়ে আহলেহাদীছ বেনারস, পৃঃ ৩৩১।*
৪০. *ঐ, পৃঃ ৩৩০-৩৪০; দিফায়ে ছহীহ বুখারী, পৃঃ ২৫-৩৪, ৪৯-৫৮।*

Contents

হয়ে গিয়েছিল। উর্দূ ভাষায় এ বিষয়ে মাওলানা বেনারসীই প্রথম গ্রন্থ লিখে অগ্রগণ্য কৃতিত্বের অধিকারী হন।[41] এ গ্রন্থটির ভূয়সী প্রশংসা করে মা'আরিফ পত্রিকায় মাওলানা শাহ মঈনুদ্দীন আহমাদ নাদভী লিখেছেন, 'কিন্তু যতদূর পর্যন্ত কুরআন সংকলনের ইতিহাসের সম্পর্ক রয়েছে, মাওলানা আবুল কাসেম ছাহেবের পুস্তকটি সবচেয়ে বেশী সারগর্ভ ও প্রামাণ্য। এতে হাদীছ সমূহ ও ছাহাবীদের অখণ্ডনযোগ্য সাক্ষ্য সমূহের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে কুরআন মাজীদ সম্পূর্ণরূপে বিন্যস্ত হয়েছিল এবং বর্তমান কুরআন সেই যুগেরই বিন্যাসকৃত'।[42] ২০১৪ সালে গ্রন্থটি লাক্ষ্ণৌ থেকে আহসান জামীল মাদানীর তাহক্বীক্ব সহ পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৪।

২. কাযিয়্যাতুদ দাহীছ ফী হুজ্জিয়াতিল হাদীছ : হাদীছ অস্বীকারকারীদের জবাবে এটি লিখিত। এতে কুরআন মাজীদের আলোকে হাদীছের মর্যাদা ও স্থান বর্ণনা করা হয়েছে। এতে এটাও প্রমাণ করা হয়েছে যে, যেভাবে আল্লাহ তা'আলা কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন, সেভাবে তিনি হাদীছ সংরক্ষণেরও দায়িত্ব নিয়েছেন। কুরআনের বিধি-বিধানের প্রতি আমল করা যেমন ওয়াজিব, তেমনি হাদীছের বিধানের প্রতিও আমল করা ওয়াজিব। ১৩২৯ হিজরীতে (১৯১১) কানপুরের মাতবা ইন্তেযামী থেকে এটি ১ম প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২।[43] মাকতাবা সালাফিইয়াহ দারভাঙ্গা থেকে 'মাশ'আলে রাহ' শিরোনামে এর উর্দূ অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।[44]

৩. হুছূলুল মারাম : এতে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কিত হাদীছ ও আছার সংকলন করা হয়েছে।

৪. কিতাবুর রদ্দি আলা আবী হানীফা : ইমাম আবুবকর বিন আবী শায়বা (মৃঃ ২২৫ হিঃ) মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বায় এমন ১২৫টি হাদীছ জমা করেছেন যেগুলি ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর ফৎওয়া ও মাসআলা বিরোধী। মাওলানা বেনারসী সেই হাদীছগুলির উর্দূ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করেছেন। ১৩৩৩ হিজরীতে মাতবা ফারূকী, দিল্লী থেকে এটি প্রকাশিত হয়।

৫. হুসনুছ ছিনা'আহ ফী ছালাতিত তারাবীহ বিল-জামা'আহ : এতে হাদীছের আলোকে জামা'আতে তারাবীহ ছালাত আদায়ের বিষয়টি প্রমাণ করা হয়েছে। ছানাঈ বারকী প্রেস, অমৃতসর থেকে ১৩৬৩ হিঃ/১৯৪৫ সালে এটি প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০।

৬. হেদায়াতুল মাসায়েল ইলা আহাদীছে ওয়ায়েল : এতে তিনি আমীন সম্পর্কিত ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ)-এর হাদীছগুলি জমা করেছেন এবং বিভিন্ন হাদীছের আলোকে সশব্দে আমীন বলা প্রমাণ করেছেন।

৭. আস-সাঈদ (ট্রাক্ট নম্বর ১) : পামফ্লেট জাতীয় এ পুস্তিকায় কুরআন, হাদীছ ও ইমামগণের উক্তির মাধ্যমে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট সাহায্য চাওয়া, নযর-নিয়ায ও ফাতেহাখানীর খণ্ডন করা হয়েছে। ১৩৩০ হিজরীতে সাঈদুল মাতাবে প্রেস, বেনারস থেকে প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬।

৮. শারঈ বায পুরস দর ফৎওয়া জাওয়াযে উরস : এটি 'ফৎওয়া জাওয়াযে উরস'-এর ২০টি প্রশ্নের খণ্ডনে রচিত। ১৩৩০ হিজরীতে সাঈদুল মাতাবে প্রেস, বেনারস থেকে প্রকাশিত হয়।

৯. আত-তানকীদ ফী রদ্দিত তাক্বলীদ : হাবীবুল্লাহ নানদূরীর 'আত-তাক্বলীদ' গ্রন্থের জবাবে রচিত।

১০. ইজতিলাবুল মানফা'আহ লিমান ইউতালিয়ু আহওয়ালাল আইম্মা আল-আরবা'আহ: ১৬ পৃষ্ঠার ছোট্ট এ পুস্তিকায় ইমাম চতুষ্টয় তথা ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর জীবনী ও তাঁদের চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।[45]

১১. ইলাজে দর মান্দা দর কায়ফিয়াতে মুবাহাছায়ে টাণ্ডা : ফয়যাবাদ যেলার টাণ্ডা নামক স্থানে ১৩৩১ হিজরীর জুমাদাল আখেরাহ মাসে মাওলানা সায়েফ বেনারসী এবং মাওলানা মুহাম্মাদ ফাখের হানাফী এলাহাবাদীর মাঝে শুরু হওয়া লিখিত প্রশ্নোত্তর একপর্যায়ে মুনাযারায় পর্যবসিত হয়। বিতর্কের বিষয় ছিল 'শিরকী আক্বীদা সমূহ'। উক্ত গ্রন্থে এ লিখিত মুনাযারার সারসংক্ষেপ আলোচনা করা হয়েছে।

১২. সাওয়াউত তরীক : ১৯৪৩ সালের ১২ই এপ্রিল এলাহাবাদ যেলার মউ ঈমায় অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া আহলেহাদীছ কনফারেন্সে সভাপতির ভাষণে প্রদত্ত বক্তব্য এটি। এতে মাওলানা বেনারসী অত্যন্ত সংক্ষেপে আহলেহাদীছদের ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। ১৯৪৮ সালে এলাহাবাদের আসরারে কারীমী প্রেস থেকে এটি ১ম মুদ্রিত হয়। অতঃপর ১৯৬৬ সালে মাওলানা দাঊদ রায-এর প্রচেষ্টায় তা পুনঃপ্রকাশিত হয়। 'মাসলাকে আহলেহাদীছ পর এক নযর' নামে এ পুস্তিকাটি বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। ড. আব্দুল গফূর রাশেদ-এর ভূমিকা ও সম্পাদনায় ইদারায়ে তাবলীগে ইসলাম, জামপুর, পাঞ্জাব থেকে এর একটি চমৎকার সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের উপসংহারে মাওলানা বেনারসী বলেন, 'স্মরণ রাখুন যে, আহলেহাদীছ জামা'আতের উন্নতি এইসব জালসা ও কনফারেন্সের মাধ্যমে হবে না। এইসব মজলিসের ফলাফল

---

৪১. *মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টী, বার্রে ছাগীর মেঁ আহলেহাদীছ কি আওয়ালিয়াত (গুজরানওয়ালা, পাকিস্তান : দারু আবিত ত্বাইয়িব, ১ম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০১২), পৃঃ ৪২; ঐ বঙ্গানুবাদ: ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছগণের অগ্রণী ভূমিকা, পৃঃ ৩০।*

৪২. *মাসিক মা'আরিফ, আযমগড়, ইউপি, ভারত, বর্ষ ৪০, সংখ্যা ১, জুলাই ১৯৩৭, পৃঃ ৭৬।*

৪৩. *তারাজিমে ওলামায়ে আহলেহাদীছ বেনারস, পৃঃ ৩৩১-৩২; দিফায়ে ছহীহ বুখারী, পৃঃ ৫০।*

৪৪. *পাক্ষিক তারজুমান, দিল্লী, ৩৬/২ সংখ্যা, ১৬-৩১শে জানুঃ'১৬, পৃঃ ১২।*

৪৫. *এই দুর্লভ গ্রন্থটি মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যারের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।-লেখক।*

Contents

স্রেফ উঠা-বসা ও আলাপন বৈ কিছুই নয়। আমাদের দ্বীনী মাদরাসাগুলি থেকেই হাদীছের প্রচার-প্রসার হয়ে আসছে এবং এখনো কোন না কোনভাবে হচ্ছে। কিন্তু এটা যথেষ্ট নয়। আমাদের এমন একটি স্বাধীন পত্রিকার প্রয়োজন রয়েছে। যেটি কোন ব্যক্তির মালিকানায় থাকবে না। জাতি তার মালিক হবে। আর একজন সচেতন, দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং পুরাতন ও নতুন জ্ঞানে বিজ্ঞ আলেম তা সম্পাদনা করবেন'।[৪৬]

মিয়াঁ নাযীর হুসাইন মুহাদ্দিছ দেহলভী সম্পর্কে তিনি উক্ত গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন, 'অলিউল্লাহী মসনদে শায়খুল কুল ফিল কুল হযরত মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ নাযীর হুসাইন ছাহেব (রহঃ) যখন সমাসীন হলেন, তখন জনৈক হানাফী 'তানভীরুল হক' নামে 'তানভীরুল আইনাইন'-এর জবাব প্রকাশ করেন। আমাদের শায়খ 'মি'য়ারুল হক' নামে তার জবাব দেন এবং নিজের আমল উপরন্তু ওয়ায ও দরসের মাধ্যমে বিশাল জনগোষ্ঠীকে আহলেহাদীছ করেন। আজকে এই দেশে হাদীছে নববীর যতটুকু চর্চা এবং আহলেহাদীছের সংখ্যাধিক্য দেখা যায় তা ঐ বরকতময় সত্তার পুণ্যকর্মের ফল'।[৪৭]

১৩. আয-যাহরুল বাসেম ফির-রুখছাতি ফিল জাময়ি বায়না মুহাম্মাদ ওয়া আবিল কাসেম : মুহাম্মাদ নাম ও আবুল কাসেম কুনিয়াত এক সাথে রাখা যাবে না মর্মে মাওলানা হাকীম আবু তুরাব মুহাম্মাদ আব্দুল হক অমৃতসরী লিখিত একটি পুস্তিকার জবাবে এটি রচিত। মাওলানা বেনারসী ছহীহ হাদীছ, ছাহাবী, তাবেঈ ও তাবে তাবঈগণের উক্তির মাধ্যমে শক্তভাবে অমৃতসরীর জবাব দেন এবং প্রমাণ করেন যে, মুহাম্মাদ ও আবুল কাসেম নাম ও কুনিয়াত একসাথে রাখা জায়েয। ১৩৩১ হিজরীতে সাঈদুল মাতাবে, বেনারস থেকে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬।

১৪. তানকীদুল মি'য়ার : এ গ্রন্থে বিদ'আতীদের শাহ ইসমাঈল শহীদ ও মাওলানা মুহাম্মাদ সাঈদ বেনারসীর সমালোচনার জবাব দেয়া হয়েছে। ১৯২৪ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৫. তাযকিরাতুস সাঈদ : ৩৬ পৃষ্ঠার এ পুস্তিকায় বেনারসী তাঁর পিতা মাওলানা মুহাম্মাদ সাঈদ বেনারসীর জীবনী সংলাপাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৯১০ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

১৬. সফরনামায়ে বায়তুল্লাহ : ৬৪ পৃষ্ঠার এ পুস্তকে তিনি হজ্জ সফরের বিবরণ পেশ করেছেন। এতে হজ্জের নিগূঢ় তত্ত্ব ও উদ্দেশ্য, কুরবানীর বিধান, হারামাইন শরীফাইন-এর অবস্থা, হজ্জের আরকান সমূহের মাসনূন দো'আ সমূহ প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। ১৩৩১ হিজরীতে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

মনীষীদের দৃষ্টিতে বেনারসী : ১. মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ নাদভী ১৯৪৯ সালের ৯ই ডিসেম্বর 'আল-ই'তিছাম' পত্রিকায় তাঁর মৃত্যুতে লিখেন, 'আবুল কাসেম বেনারসী মরহুম অতুলনীয় আলেম, বিশুদ্ধভাষী বাগ্মী এবং চৌকস মুনাযির ছিলেন। তিনি হাদীছ ও ফিক্বহের খুঁটিনাটি বিষয়ে গভীর জ্ঞান রাখতেন। ইসলামের ইতিহাস যার সাথে আলেম সমাজের যোগসূত্র কম ছিল, সেটি মাওলানার খাছ বিষয় ছিল। অতঃপর ইসলামের ইতিহাসের ঐ অংশ যার সম্পর্ক মুহাদ্দিছগণের জীবন চরিতের সাথে সেটা তো তার প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল। সমকালীন সকল জ্ঞানগত ও রাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি জোরেশোরে অংশগ্রহণ করেন। শুরু থেকেই 'জমঈয়তে ওলামায়ে হিন্দে'র সাথে ছিলেন এবং কয়েকবার জেলেও গিয়েছেন। আহলেহাদীছ দর্শনের সাথে তো মরহুমের প্রেম ছিল। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন এর প্রচার-প্রসারে সচেষ্ট ছিলেন'।[৪৮]

২. ভারতের বিখ্যাত উর্দূ মাসিক পত্রিকা 'মা'আরিফ'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধে মাওলানা শাহ মঈনুদ্দীন আহমাদ নাদভী লিখেছেন, 'দুঃখজনক হল যে, গত মাসে আহলেহাদীছ জামা'আতের প্রসিদ্ধ ও খ্যাতিমান আলেম এবং নামকরা মুনাযির মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কাসেম ছাহেব সায়েফ বেনারসী ৬১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। মরহুমের সারাজীবন ইসলাম ও দ্বীনী ইলমের খিদমতে অতিবাহিত হয়। মাদরাসা সাঈদিয়া, বেনারসে ৪০ বছর যাবৎ তিনি হাদীছে নববীর দরস প্রদান করেছেন। যা তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। দরস-তাদরীসের সাথে সাথে ওয়ায ও তাবলীগ এবং গ্রন্থ রচনার ব্যস্ততাও ছিল। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ বিতর্কধর্মী। তিনি আর্য সমাজী, খ্রিস্টান এবং কাদিয়ানীদের সাথে বড় বড় মুনাযারা যুদ্ধ করেন। হানাফীদের সাথেও কখনো কখনো তার বিতর্ক হ'ত। এদিকে কয়েক বছরের মধ্যে তিনি কয়েকবার প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হন। যার ফলে তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। এতদসত্ত্বেও তার ইলমী ও তা'লীমী কর্মকাণ্ড জারী ছিল। অবশেষে গত ২৫শে নভেম্বর জুম'আর দিন পুনরায় হঠাৎ প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হন এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ক্বালাল্লাহ ও ক্বালার রাসূল-এর এই আওয়ায চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়। মরহুমের মৃত্যুতে ভারতের এক খ্যাতিমান আলেমের স্থান শূন্য হয়ে গেল। হে আল্লাহ! তাঁকে অবারিত ক্ষমা করুন'।[৪৯]

৩. 'আখবারে ছিদক্ব' পত্রিকার ৯ই ডিসেম্বর সংখ্যায় লেখা হয়েছে, 'অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সাথে এ সংবাদ জানানো যাচ্ছে যে, ইমামুল মুতাকাল্লিমীন (বাগ্মীদের নেতা), রঈসুল মুনাযিরীন (তার্কিকদের গুরু), ফখরুল মুহাদ্দিছীন (মুহাদ্দিছগণের গর্ব), মুজতাহিদুল আছর (যুগের মুজতাহিদ) হযরতুল আল্লামা কুদওয়াতুল ফাহহামা আলহাজ্জ মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ আবুল কাসেম ছাহেব সায়েফ বেনারসী

---

৪৬. *মাসলাকে আহলেহাদীছ পর এক নযর, পৃঃ ৪৪-৪৫।*
৪৭. *ঐ, পৃঃ ৪০-৪১।*
৪৮. *চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২১৭।*
৪৯. *মাসিক মা'আরিফ, ভারত, বর্ষ ৬৪, সংখ্যা ৬, ডিসেম্বর ১৯৪৯, পৃঃ ৪০২।*

Contents

কয়েক ঘণ্টার কঠিন পীড়ার পর ২৫শে নভেম্বর জুম‘আর দিন ১২-টার সময় মৃত্যুর ডাকে সাড়া দেন’।[৫০]

৪. মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টী বলেন, ‘মাওলানা আবুল কাসেম তাঁর যুগে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। বক্তৃতা ও লেখনীতে তাঁর মর্যাদা অনেক উঁচু ছিল। পাঠদান ও গ্রন্থ রচনায় তিনি অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেন। অনেক আলেম তাঁর কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারের কারণ হন। রাজনীতিতেও তার পরিধি ছিল ব্যাপক। দেশের স্বাধীনতার জন্য অনেকবার জেলে যান এবং শাস্তি ভোগ করেন। তিনি প্রজ্ঞাবান, তীক্ষ্ণধীশক্তি সম্পন্ন এবং উন্নত চিন্তা-চেতনার অধিকারী আলেম ছিলেন। সুমিষ্ট ভাষা, সাদা মন এবং আমল ও কর্মে নিজের উদাহরণ নিজেই ছিলেন’।[৫১]

৫. জীবনীকার আব্দুর রশীদ ইরাকী বলেন, ‘মাওলানা বেনারসী মাসলাকে আহলেহাদীছের প্রতিরক্ষা এবং এর প্রসার ও উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখেন এবং এর সাথে সাথে বাতিল ধর্ম সমূহের খণ্ডনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন’।[৫২]

৬. গবেষক তানযীল ছিদ্দীক্বী বলেন, ‘আল্লামা সায়েফ বেনারসী বিভিন্ন বিষয়ে সমান পারদর্শী ছিলেন। তাঁর ইলমে চিন্তার গভীরতা এবং সূক্ষ্মদৃষ্টি ছিল। যেহেতু তিনি উঁচুদরের মুনাযিরও ছিলেন সেজন্য বিশ্লেষণের পরিবর্তে সংক্ষেপে সারগর্ভভাবে উদ্দেশ্য বর্ণনা করতেন। বিভিন্ন বিষয়ে তার রচনাসমূহ তার জ্ঞান ও চিন্তার গভীরতার সাক্ষ্য। কবিতা ও সাহিত্যের প্রতিও তার অনুরাগ ছিল। আরবী, ফারসী ও উর্দূ তিন ভাষাতেই ছন্দ রচনা করতেন। সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষাও জানতেন। তিনি একজন উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন বাগ্মী এবং সাহসী সাংবাদিক ছিলেন’।[৫৩]

৭. গবেষক মুহাম্মাদ উযাইর শামস বলেন, هو المحدث الكبير العلامة الشيخ محمد أبو القاسم سيف بن الشيخ محمد سعيد البنارسى، من العلماء المحققين المتأخرين فى الهند. ‘তিনি বড় মুহাদ্দিছ আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ আবুল কাসেম সায়েফ বিন শায়খ মুহাম্মাদ সাঈদ বেনারসী। তিনি ভারতের পরবর্তী মুহাক্কিক আলেমদের অন্যতম’।[৫৪]

৮. ‘দিফায়ে ছহীহ বুখারী’র মুহাক্কিক হাফেয শাহেদ মাহমূদ বলেছেন, ‘হিন্দুস্তানের বড় বড় আলেম ও মহান ব্যক্তিদের মধ্যে মাওলানা বেনারসীকে গণ্য করা হ’ত। তিনি আহলেহাদীছ মাসলাকের প্রচার-প্রসারের জন্য লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। আহলেহাদীছের উল্লেখযোগ্য প্রত্যেকটি জালসায় তাঁর অংশগ্রহণ ফরযে কিফায়া মনে করা হ’ত। মাসলাকে আহলেহাদীছের সাংগঠনিক ও জামা‘আতী বিষয় সমূহে তিনি সর্বাগ্রে থাকতেন। কোন দিক থেকে আহলেহাদীছ মাসলাকের বিরুদ্ধে কোন পুস্তিকা বা গ্রন্থ সামনে আসলে দ্রুত তার উত্তর লিখতে মগ্ন হয়ে যেতেন এবং কোন জায়গায় বাহাছ-মুনাযারার প্রয়োজন দেখা দিলে নির্দ্বিধায় বিরোধীপক্ষের সাথে মুনাযারা করার জন্য পৌঁছে যেতেন। মোটকথা, আহলেহাদীছ মাসলাকের প্রচার-প্রসার, সাহায্য-সহযোগিতা ও প্রতিরক্ষা, বিরোধিতাসুলভ লেখনী সমূহের এবং সন্দেহ-সংশয়ের অপনোদন করাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য’।[৫৫]

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল কাসেম সায়েফ বেনারসী উপমহাদেশের একজন খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ, অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুনাযির ও বহু গ্রন্থপ্রণেতা আলেমে দ্বীন ছিলেন। তাঁর পিতা মাওলানা মুহাম্মাদ সাঈদ বেনারসীও প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ছিলেন। পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা সাঈদিয়ায় তিনি ৪০ বছর যাবৎ হাদীছের দরস প্রদান করে এক অনন্য মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন। এটি তাঁর জীবনের অমূল্য পাথেয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। পিতা-পুত্রের প্রচেষ্টায় হিন্দু অধ্যুষিত বেনারস আহলেহাদীছ আন্দোলনের মারকাযে পরিণত হয়েছিল। ইসলামের খেদমত ও হাদীছের হেফাযতে তিনি আজীবন নিয়োজিত ছিলেন। হাদীছে নববীর উপর তাঁর অগাধ দখল, পাণ্ডিত্য ও ভালবাসা ছিল সর্বজনস্বীকৃত। কথা, কলম, সংগঠন এই ত্রয়ী মাধ্যমে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন, ইতিহাসের সোনালী পাতায় তা সতত সমুজ্জ্বল, দীপ্তিমান। ছহীহুল বুখারীর এই সাচ্চা প্রেমিক আমাদের প্রেরণার উৎস। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দান করে সম্মানিত করুন! আমীন!!

---

৫০. *নওশাহরাবী, তারাজিম, পৃঃ ২৯৩, পাদটীকা দ্রঃ।*
৫১. *চালীস ওলামায়ে আহলেহাদীছ, পৃঃ ২১৭।*
৫২. *ঐ, পৃঃ ২১৪।*
৫৩. *দিফায়ে ছহীহ বুখারী, পৃঃ ৪৪।*
৫৪. *হায়াতুল মুহাদ্দিছ শামসুল হক ওয়া আ‘মালুহু, পৃঃ ২৬৯।*
৫৫. *দিফায়ে ছহীহ বুখারী, পৃঃ ২৩, মুক্বাদ্দামাতুত তাহকীক।*

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।
আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।
সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি
AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু
এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।
২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

দক্ষিণের দ্বীপাঞ্চলে

-আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

৭ই মার্চ বৃহস্পতিবার ২০১৯। সফরকারীদের প্রায় সকলে মাগরিবের পূর্বেই দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে এসে সদরঘাট পৌঁছে গিয়েছেন। আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** পৌঁছেছেন আছরের পরপরই। এটা ছিল আমীরে জামা'আতকে সাথে নিয়ে ৫ম সাংগঠনিক ও দাওয়াতী শিক্ষা সফর।

প্রথমটি ছিল ১৯৯৭ সালের ১৫ হ'তে ২২শে নভেম্বর আটদিন ব্যাপী মোমিনডাঙ্গা (খুলনা), চটেরহাট-ঢালিরখণ্ড (মোংলা, বাগেরহাট), সুন্দরবন, কুয়াকাটা ও সোহাগদল (পিরোজপুর) সফর। এসময় মোট ১৩টি যেলায় দাওয়াতী সফর করা হয়। এই সফরে ছিলেন ১৪টি যেলা থেকে ২৭ জন (দ্র. আত-তাহরীক ১/৪ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৭)।

দ্বিতীয়টি ছিল ২০১৪ সালের ২২ থেকে ২৮শে মার্চ কক্সবাজার, বান্দরবান, সেন্ট মার্টিন, চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জে সপ্তাহ ব্যাপী দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ সফর। এই সফরে ছিলেন রাজশাহী, বগুড়া, জয়পুরহাট, মেহেরপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও ঢাকা সহ ৭টি যেলা থেকে ৩০ জন। তৃতীয়টি ছিল ২০১৭ সালের ২৪ থেকে ২৮শে নভেম্বর পাঁচ দিনের সুন্দরবন সফর। এই সফরে ছিলেন ২০টি যেলা থেকে ১৩৮ জন। চতুর্থটি ছিল ২০১৮ সালের ১৫ হ'তে ১৯ মার্চ পাঁচদিন ব্যাপী চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি সফর। এই সফরে ছিলেন ২২টি যেলা থেকে ৯৭ জন। এবার পঞ্চম সফরে ৭ হ'তে ১০ই মার্চ চারদিন ব্যাপী হাতিয়া, নিঝুমদ্বীপ ও মনপুরায় ২৫টি যেলা থেকে মোট ১৭০ জন সাথী।

সফর শুরু :

সদরঘাটের লালকুঠি ঘাটে নোঙ্গর করে আছে সফরের বাহন ৫০০ যাত্রী ধারণ ক্ষমতার বিশালায়তন ত্রিতল লঞ্চ 'গাজী সালাউদ্দিন'। তিনতলার সামনের ও পিছনের ফাঁকা অংশ বাদে পুরাটা কেবিন। দোতলায় অর্ধেক কেবিন ও বাকী অর্ধেক ডেক। এই ডেকেই ছালাত ও সফরের প্রোগ্রাম সমূহ অনুষ্ঠিত হয়। আমীরে জামা'আত দোতলায় কেবিনে ছিলেন। নীচ তলায় ফাঁকা ডেকে খাওয়ার জায়গা। নীচ তলার ডেকের নীচে রয়েছে বিশাল গুদাম ঘর। যেখানে লঞ্চের খাদ্য-পানীয় ও অন্যান্য বস্তু সমূহ মওজূদ থাকে। লঞ্চের মাথায় বড় ব্যানার টাঙানো হয়, শিক্ষা সফর ২০১৯। তারিখ : ৭-১০ই মার্চ, বৃহস্পতি-রবিবার। হাতিয়া, নিঝুম দ্বীপ, মনপুরা। আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।

সফর ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রত ঢাকা যেলা 'আন্দোলনে'র সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার ও অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ এবং 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুস্তাফীযুর রহমান সোহেল সহ কর্মীগণ শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সফরকারীদের ৭০ জনের থাকার ব্যবস্থা কেবিনে। বাকী সবাই দোতলার ডেকে। সফরের জন্য ক্রয়কৃত বালিশ ও কম্বল বিছিয়ে সেখানে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিচতলায় খাওয়া-দাওয়ার জন্য চেয়ার-টেবিল সুন্দরভাবে সাজানো। 'যুবসংঘে'র ভাইয়েরা স্বেচ্ছাসেবক এবং 'আন্দোলনে'র মুরব্বীদের অনেকে তদারককারী ছিলেন। সব মিলিয়ে ছিমছাম পরিবেশ ও চমৎকার ব্যবস্থাপনা। পরবর্তী তিন দিন এই লঞ্চেই আমাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা। এটিই আমাদের সাময়িক বাসস্থান। উপরে নিঃসীম নীলাকাশ, নীচে অথৈ পানিরাশি, তার মাঝে আমাদের এই ছোট্ট নিবাস। যা একটি চলমান দ্বীপের ন্যায়। স্রেফ আল্লাহ্‌র রহমতের উপরে ভরসা করেই আমাদের যাত্রা।

এই দাওয়াতী ও শিক্ষা সফরের অধিকাংশ মুসাফিরই মুরব্বী বয়সের এবং এটাই অধিকাংশের প্রথমবারের মত দীর্ঘ লঞ্চ সফর। সবাই প্রস্তুত হয়ে এসেছেন দেশের সর্ব দক্ষিণের হাতিয়া, নিঝুম দ্বীপ ও মনপুরা দ্বীপাঞ্চলের প্রশান্ত নিরালায় ক'দিন কাটানোর জন্য এবং দেশের দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকার ভাইদের নিকট হক-এর দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার অদম্য আকাঙ্ক্ষায়।

রাত ৮-টার মধ্যে সবাই উপস্থিত হয়ে গেলেন। এসময় ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আহসান এসে সবাইকে বিদায় জানান এবং অসুস্থতার কারণে নিজে যেতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করেন। অতঃপর ৮-টা ১৫ মিনিটে লঞ্চ ছাড়ল গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আত সফরের উদ্দেশ্য এবং গন্তব্যস্থল সমূহের ব্যাপারে নাতিদীর্ঘ দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন। তিনি এই সফরের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আলতাফ হোসাইনের অসুস্থতার কারণে অনুপস্থিতির কথা স্মরণ করেন এবং তাঁর জন্য দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। ইতিপূর্বে আমীরে জামা'আতের নির্দেশনা অনুযায়ী তিনি ও নোয়াখালীর নতুন ভাই ইসমাঈল সফরের এলাকা সমূহ ঘুরে আসেন। অতঃপর 'দরসে কুরআন' শেষে আমীরে জামা'আত সবার হাতে 'প্রশ্নোত্তর ও কুইজ' প্রতিযোগিতার জন্য পৃথক পৃথক প্রশ্নোত্তর শীট পৌঁছে দেন। এসময় অন্যতম কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা জনাব নূরুল ইসলাম প্রধান মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সবাইকে শুভেচ্ছা জানান।

সফর পরিকল্পনায় প্রথম ভোলা যাওয়ার কথা ছিল। পরে সঙ্গত কারণে ভোলার পরিবর্তে সরাসরি নোয়াখালী যেলার হাতিয়া দ্বীপে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ফলে সদরঘাট থেকে হাতিয়ার তমরুদ্দি লঞ্চঘাট পর্যন্ত একটানা প্রায় ১১ ঘন্টার দীর্ঘ সফর শুরু হ'ল। নৌপথে এটাই দেশের অন্যতম দীর্ঘতম রুট।

যাত্রা শুরুর কিছুক্ষণ পর খবর পাওয়া গেল যে, যশোর যেলা 'যুবসংঘে'র কিছু ভাই এবং ঢাকা যেলা 'আন্দোলনে'র দায়িত্বশীল অধ্যাপক আশরাফুল ইসলাম সদরঘাটে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু লঞ্চ ঘোরানোর সুযোগ নেই। ফলে দুঃখজনকভাবে তাদেরকে ছাড়াই আমাদের সফর অব্যাহত রাখতে হ'ল।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। কুলহারা নদীতে ঘুটঘুটে অন্ধকার। লঞ্চের হেডলাইটও বন্ধ। আকাশের তারকারাজির মিটিমিটি আলো। দূরের লোকালয়ে মৃদু আলোর রেশ। মাঝে মাঝে বিপরীত দিক থেকে ঢেউ তুলে যাত্রীবাহী ও মালবাহী নৌযানগুলো

Contents

অতিক্রম করে যায়। ইঞ্জিনের আওয়ায ও ডেকের কাঁপুনি থেকে বুঝা যায় যে, লঞ্চ চলছে বেশ দ্রুত গতিতেই। জোৎস্না রাত হ'লে যাত্রাটা নিশ্চয়ই আরও উপভোগ্য হ'ত। তবে নিকষ আঁধারে লঞ্চের সম্মুখে ফাঁকা ডেকে দাঁড়িয়ে নদীর ভেজা বাতাসের আলিঙ্গন মন্দ লাগে না। এখানে ইঞ্জিনের শব্দ আসে না বলে নিস্তব্ধ রাতে অবারিত নদীর বুকে তাকিয়ে মনে হয়, বুঝি বসে আছি সাপের মত নিঃশব্দে ধাবমান কোন দৈত্যযানে। রাত সাড়ে এগারোটার মধ্যে সহযাত্রীরা শুয়ে পড়েন এক বৈচিত্র্যময় নতুন সকালের প্রত্যাশায়।

হাতিয়া :

বলা হয় যে, নয়া খাল বা নতুন খাল থেকে নোয়াখালী যেলার নামকরণ। আর এই যেলারই সর্বদক্ষিণে 'হাতিয়া' একটি মনোরম দ্বীপ উপযেলা। এই উপযেলার দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে রয়েছে তমরুদ্দি ঘাট, কমলার দীঘি পর্যটন স্পট, নিঝুম দ্বীপ, কাযীর বাযার ইত্যাদি।

দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ৭০ কি.মি. করে ২১০০ কি. মি. (৮০০ বর্গমাইল) আয়তনের এই উপযেলার জনসংখ্যা (২০১১ খৃ.) প্রায় ৫ লাখ। এর উত্তরে সুধারাম, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে সন্দ্বীপ ও ঠেঙ্গার চর এবং পশ্চিমে মনপুরা ও তজুমদ্দীন উপযেলা। এক সময় সন্দ্বীপের সঙ্গে হাতিয়ার দূরত্ব ছিল খুবই কম। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই দূরত্ব এখন ৬০ মাইল ছাড়িয়েছে। ক্রমাগত ভাঙনই এ দূরত্ব সৃষ্টির কারণ। হাতিয়ার ভাঙা-গড়ার খেলা চতুর্মুখী দোলায় দোলায়মান। উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ভাঙছে, আবার দক্ষিণে গড়ছে। অন্যদিকে মূল ভূখণ্ডকে কেন্দ্র করে আশপাশে ছোট-বড় অনেক চর জেগে উঠছে। হাতিয়ার বয়স সাড়ে পাঁচ থেকে ছয় হাযার বছর বলে ধারণা করা হয়। যা আনুমানিক গড়ে প্রতি দেড়শ' বছরে এক মাইল করে বৃদ্ধি পায়। খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ১৫০০ শতাব্দীর দিকে বঙ্গোপসাগর ও মেঘনার মোহনায় জেগে ওঠা এই দ্বীপটি সর্বপ্রথম মানুষের নযরে আসে।

বাংলাদেশে 'ইসলামের প্রবেশদ্বার' হিসাবে চট্টগ্রামকে ধরা হ'লেও হাতিয়াতেই প্রথম ইসলাম প্রবেশ করে বলে বিশ্বাস করেন দ্বীপের অধিবাসীরা। আরব বণিকগণ সমুদ্রপথে চট্টগ্রামে যাওয়ার সময় মনোরম এই দ্বীপটির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এখানে কিছুকাল অবস্থান করেন। আর তাদেরই মাধ্যমে দ্বীপে বসবাসরত 'কিরাত' সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষদের মাঝে ইসলাম প্রচারিত হয়। খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীতে এখানে একটি বৃহৎ জামে মসজিদ গড়ে ওঠে। এটিই ছিল হাতিয়ার প্রথম ঐতিহাসিক জামে মসজিদ। নির্মাণের প্রায় ৮০০ বছর পর ১৭০২ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৮ সালে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার আবদুল মজীদের নকশায় পুরনো সেই মসজিদের আদলে মুসলিম স্থাপত্যের অনন্য নিদর্শন হিসাবে এখানে আরেকটি মসজিদ গড়ে তোলা হয়। ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত মসজিদটি অক্ষত ছিল।

ফজর ছালাতের ঘন্টাখানেক পূর্বেই সফরসঙ্গীরা ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করেন। অতঃপর ফজর ছালাতান্তে আমীরে জামা'আত স্বীয় দরসে কুরআনে আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকৌশল নিয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্যসমৃদ্ধ ভাষণ ও উপদেশ পেশ করেন। দরস শেষ হওয়ার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই নিরবচ্ছিন্ন ১১ ঘন্টার যাত্রা শেষে লঞ্চ ভিড়ল হাতিয়ার তমরুদ্দি লঞ্চ ঘাটে। তখন বাজে সকাল ৭-টা। লঞ্চেই গোসল সেরে এবং ভুনা খিঁচুড়ি দিয়ে সকালের নাশতা শেষে বেলা ৯-টার দিকে আমরা দু'টি ট্রলারযোগে রওয়ানা হ'লাম পূর্ব নির্ধারিত গন্তব্য সাগরকোলের নিঝুম দ্বীপ অভিমুখে।

নিঝুম দ্বীপ :

'নিঝুম দ্বীপ' মেঘনা নদীর মোহনায় অবস্থিত হাতিয়া উপযেলার অর্ন্তগত বাংলাদেশের একটি ছোট্ট দ্বীপ। দ্বীপ বলা হ'লেও মূলতঃ এটি একটি চর। প্রায় ১৪,০৫০ একর বা ৯১ বর্গ কিলোমিটারের এই দ্বীপটি ১৯৫০ সালের দিকে বঙ্গোপসাগরের বুক চিরে জেগে ওঠে। ১৯৭০ সালের আগ পর্যন্ত এখানে কোন লোকবসতি ছিল না। তাই দ্বীপটি নিঝুমই ছিল। হাতিয়ার 'জাহায মারা' ইউনিয়ন হ'তে কিছু জেলে নিঝুম দ্বীপ সংলগ্ন এলাকায় মাছ ধরতে আসে। তখন এখানে প্রচুর ইছা মাছ (চিংড়ি মাছ) ধরা পড়তো বিধায় জেলেরা এই দ্বীপের নাম দেয় 'ইছামতির দ্বীপ'। এই দ্বীপটিতে মাঝে-মধ্যে বালির ঢিবি বা টিলার মত ছিল বিধায় স্থানীয় লোকজন এই দ্বীপকে 'বাইল্যার ডেইল' বলেও ডাকতো। কালক্রমে ইছামতি দ্বীপ নামটি হারিয়ে গেলেও স্থানীয় লোকেরা এখনো এই দ্বীপকে 'বাইল্যার ডেইল' বলে।

ওছমান নামের জনৈক বাথানিয়া তার মহিষের বাথান নিয়ে প্রথম নিঝুম দ্বীপে বসতি গড়েন। তখন তার নামেই এর নামকরণ হয়েছিল 'চর ওছমান'। পরে ১৯৭৩ সালে হাতিয়ার সংসদ সদস্য আমীরুল ইসলাম কালাম এই নাম বদলে 'নিঝুম দ্বীপ' নামকরণ করেন। মূলতঃ বল্লার চর, চর ওছমান, কামলার চর এবং চুর মুরি- এই চারটি চর মিলিয়ে 'নিঝুম দ্বীপ'।

বাংলাদেশের বনবিভাগ ৭০-এর দশকে এখানে কার্যক্রম শুরু করে। ২০০১ সালের ৮ই এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার পুরো দ্বীপটিকে 'জাতীয় উদ্যান' হিসাবে ঘোষণা করে। বনবিভাগের পদক্ষেপে নতুন জেগে উঠা চরে লাগানো হচ্ছে ম্যানগ্রোভ বনের জন্য লোনা পানি সহনক্ষম কেওড়া গাছের চারা। সেখানে প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে চার জোড়া হরিণ ছাড়া হয়। অতঃপর ১৯৯৬ সালের হরিণশুমারী অনুযায়ী সেখানে হরিণের সংখ্যা ছিল ২২,০০০। 'নিঝুম দ্বীপ' এখন হরিণের অভয়ারণ্য। ৩৫ প্রজাতির পাখির কলরবে মুখর নিঝুম দ্বীপে রয়েছে ২১ প্রজাতির বৃক্ষ, শত শত গরু-মহিষ এবং এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে কেওড়া বাগান। সুন্দরবনের পরে নিঝুম দ্বীপকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম 'ম্যানগ্রোভ বন' বলে দাবী করা হয়।

গুটিকয়েক জেলের বসবাস দিয়ে এই দ্বীপের অগ্রযাত্রা শুরু হ'লেও বর্তমানে জনসংখ্যা প্রায় ৫৮ হাযার। যাদের সবাই মুসলিম। এদের মধ্যে ৯০ ভাগ মানুষ মৎস্য ও কৃষিজীবী। পুরো দ্বীপে ঘন সবুজের সমারোহ, মাঝে-মধ্যে খাল-বিল।

Contents

খালের ওপর গাছের সাঁকো আর বনের মাঝখানে সবুজ সমতলভূমি। বনে হরিণ আর বানরসহ নানা রকম পশুপাখির বসবাস। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখার জন্য দ্বীপের দক্ষিণে বৃত্তাকারে প্রায় ১২ কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে বিশাল সী-বিচ। যদিও কক্সবাজারের মত কেবল বালুর স্তর নয়, বরং পলি ও কাদায় ঢাকা।

চন্দ্রালোকে জোয়ার-ভাটায় এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের অবতারণা করে। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের ঢেউয়ের উত্তাল গর্জন, পূর্বে দমার চর, পশ্চিমে মেঘনা নদীর কলতান ও উত্তরে মোক্তারিয়া খালের দুই পাড়। শীতের সময় লাখ লাখ অতিথি পাখি এ দ্বীপে এসে আশ্রয় নেয়। এ সময় পাখিদের ডাকে পুরো দ্বীপ মুখরিত হয়ে ওঠে।

দ্বীপে যাতায়াতের জন্য জোয়ার-ভাটা মেনে চলতে হয়। সকাল ৯-টায় যখন জোয়ার শুরু হয়, তখন উভয় দিক থেকে ট্রলারগুলো ছাড়ে। 'হাতিয়া চ্যানেল' দিয়ে আমাদের ট্রলার এগিয়ে চলে। এই চ্যানেলে নদীর প্রস্থ দিগন্তছোঁয়া হ'লেও গভীরতা কম। চারিদিকে অসংখ্য মাছ ধরার জাল। চিংড়ি মাছই বেশীরভাগ ধরা পড়ে বলে জানালো মাঝিরা। রৌদ্রের খরতাপে অল্পক্ষণেই আমরা হাঁপিয়ে উঠি। তবে দূরের মনপুরা ও জাহাযমারা দ্বীপের সবুজ রেখা এবং নদীর তীরে সারিবদ্ধভাবে চরে বেড়ানো কৃষকায় মহিষের দল আমাদের সজীব করে রাখে। মাঝে মধ্যে ভ্রমণসঙ্গীরা তাকবীর ধ্বনিতে মুখরিত করে তোলেন নদীবক্ষ। দীর্ঘ ৩ ঘন্টা পর আমরা নিঝুম দ্বীপের 'নামার বাযার' ঘাটে পৌঁছি।

অতঃপর জুম'আর ছালাত আদায়ের জন্য আমরা নিঝুম দ্বীপের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে গমন করি। আমাদের সফর ব্যবস্থাপকগণ আমীরে জামা'আতের খুৎবা দানের বিষয়ে মসজিদ কমিটির সভাপতির সাথে আলোচনা করলে তিনি রাযী হন এবং আমীরে জামা'আতের নিকটে এসে সালাম করেন। পরে তিনি কমিটির লোকদের সাথে আলোচনার জন্য বাইরে যান। অতঃপর ঐদিনের জন্য আমন্ত্রিত খতীব এসে গেলে তিনি খুৎবা-পূর্ব বয়ানে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'আহলেহাদীছ একটি হক দল'। দেখলাম অধিকাংশ মুছল্লীর আগ্রহ সত্ত্বেও তরুণ মুওয়াযযিন সহ আরো দু'একজন স্থানীয় মাদ্রাসাপড়ুয়া যুবক আপত্তি জানালো। তবে মসজিদ কমিটির সভাপতি ছাহেব ছালাতের পর আমীরে জামা'আতকে আলোচনা রাখার অনুরোধ জানান। ফলে ছালাত শেষে মিম্বরে বসে আমীরে জামা'আত উপস্থিত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে ১১ মিনিট বক্তব্য রাখেন এবং সূরা আলে ইমরান ১০৩ আয়াতের আলোকে সবাইকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

ছালাত শেষে মসজিদ কমিটির সদস্যগণ সহ মুছল্লীদের মধ্যে ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), মীলাদ প্রসঙ্গ, শবেবরাত, কোরআন ও কলেমাখানী বই, মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকা এবং যাবতীয় চরমপন্থা হ'তে বিরত থাকুন! ও 'পরিচিতি' লিফলেট বিতরণ করা হয়। মুছল্লীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন শিক্ষিত যুবক এসময় আহলেহাদীছের স্বচ্ছ দাওয়াত সম্পর্কে সুন্দর মন্তব্য করেন ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। স্থানীয় বাযারেও লোকদের সাথে মতবিনিময় করা হয় ও তাদের মধ্যে বইপত্র বিতরণ করা হয়।

পরে আমরা সমুদ্র সৈকতে গেলাম। দীর্ঘ বালুকাবেলা পেরিয়ে বঙ্গোপসাগরের কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালাম। না, স্রোতের কোন টান নেই। নেই কোন ঊর্মিমালা। প্রায় নিস্তরঙ্গ সাগরবক্ষ। ভ্রমণসঙ্গীরা অনেকেই নেমে গেলেন সাগরের পানিতে দাপাদাপি আর গোসল করতে। তবে অগভীর সৈকতে প্রচুর কাদার উপস্থিতি সে উৎসাহে লাগাম টেনে ধরল। আর একদল মেতে উঠলেন ফুটবল খেলতে। যা তারা আগে থেকেই সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমীরে জামা'আতসহ আরেকটি দল সাগর তীরে গাছের ছায়ায় বসে জীবনের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের আসরে বসলেন। যেখানে অনেক ভাই তাদের আক্বীদা পরিবর্তনের ঘটনা এবং এ কারণে তাদের ওপর আপতিত নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনা করলেন। অনেকে তাদের গায়কী প্রতিভার প্রকাশ ঘটালেন। সেখানে পাবনা যেলা সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীন স্বরচিত চমৎকার জাগরণী গেয়ে পরিবেশকে উপভোগ্য করে তোলেন। তাঁর সাথে অন্যেরাও জাগরণী উপহার দেন। এভাবে সময়টি কিভাবে কাটল আঁচ করা যায়নি। ইতিমধ্যে সাগর থেকে ফেরা দলটি এসে গেলে এই আসর ভেঙ্গে যায়। অতঃপর সবাই ট্রলারের উদ্দেশ্যে পায়দল রওয়ানা হন।

আসার পথে বাযারের চেহারা খুবই মলিন মনে হ'ল। প্রায় সবই পুরানো টিনশেড। সরকারী একটি সহ মাত্র তিনটি রিসোর্ট এবং জামে মসজিদটিতে নতুনত্বের ছাপ দেখা যায়। অতঃপর বনের মধ্য দিয়ে হেঁটে 'নামার বাযার' ঘাটে এসে পৌঁছলাম। সেখানে শাখা নদীর ধারে বসে মধ্যাহ্নভোজের অপেক্ষায় অনেকক্ষণ থাকতে হ'ল।

অপেক্ষার এই সময়ে আমরা 'নামার বাযার' ঘাটে জীবন্ত চেঁউয়া মাছ ও শুঁটকি মাছের ছোট চাতাল দেখলাম। এখানে মাছের উচ্ছিষ্ট অংশ শুঁকানো হয়। একটা সরু ও লম্বা লেজ ওয়ালা চওড়া ও গোল একটি 'শাপলাপাতা' মাছ ধরে এনে আমীরে জামা'আতকে দেখানো হ'ল। যা দেখে রীতিমত ভয় পাওয়ার মত। কেননা এটি দেখতে ঠিক কালো বাদুড়ের মত। এটা নাকি দুর্গন্ধযুক্ত কিন্তু খুবই সুস্বাদু মাছ। এগুলি ৫ থেকে ১০ কেজি ওযনের হয়ে থাকে। যা দেশের বাযারে ছাড়াও বিদেশে রফতানী হয়। লম্বা লেজটা শুঁকিয়ে মূল্যবান ধারালো চাবুক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

হরিণের কথা অনেক শুনলেও 'সবেধন নীলমণি' হিসাবে মাত্র একটি হরিণ চোখে পড়ল নিঝুম দ্বীপ বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রের নীচে খালি জায়গায় দাঁড়ানো অবস্থায়। শেষ বিকেলের পড়ন্ত বেলায় মেঘনার উপকূলবর্তী নিঝুম দ্বীপের বিস্তীর্ণ সবুজ চারণভূমিতে দেখলাম অগণিত গরু-মহিষের বিচরণদৃশ্য সত্যিই মনোহর। তবে কোনটিরই স্বাস্থ্য সুখকর নয়। ভাটার সময় স্রোতের বিপরীতে চলায় ট্রলার দ্রুত এগুতে পারেনি। রাত নেমে এলে গতি আরও কমে আসে। ফলে হাতিয়া এসে পৌঁছতে আমাদের চার ঘন্টা লেগে যায়। মাগরিব ও এশার

Contents

ছালাত জমা ও ক্বছরের সাথে আদায়ের পর রাতের খাবার খেয়ে ভ্রমণসঙ্গীরা যার যার মত বিশ্রামে চলে যান।

পরদিন ৯ই মার্চ ফজরের পর আমীরে জামা'আতের দরস শেষে শুকনা-ভুনা খিঁচুড়ি দিয়ে সকালের নাশতা সেরে আমরা বেরিয়ে পড়ি হাতিয়া উপযেলা শহর এবং সাগরপাড়ের 'কমলার দীঘি' পর্যটন স্পট পরিদর্শনের জন্য। 'তমরুদ্দি লঞ্চ ঘাট' থেকে সোজা আড়াআড়ি ১৫ কি.মি. দূরে 'কমলার দীঘি' পর্যন্ত যেতে পার্বত্য অঞ্চলের চাঁদের গাড়ির আদলে তৈরী ৭টি বাস ভাড়া করা হয়। সেই সাথে ৪টি মোটর সাইকেল।

পথিমধ্যে ওছখালী বাযার অতিক্রম করার সময় বেশ কিছু বইপত্র বিতরণ করা হ'ল। রাজশাহী যেলা 'আন্দোলনে'র সহ-সভাপতি অধ্যাপক মুবীনুল ইসলাম এতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

'কমলার দীঘি' পর্যটন স্পট একটি বড় দীঘিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এখান থেকে সমুদ্রসৈকত পর্যন্ত সরকারীভাবে বনায়ন করা হয়েছে দৃষ্টিনন্দনভাবে। গড়ে তোলা হয়েছে কেওড়া বাগানের বিশালায়তন ম্যানগ্রোভ বন। এই বনে রয়েছে হরিণসহ বিভিন্ন প্রাণী। পায়ের ছাপ দেখে বুঝা যায় এখানে হরিণের সংখ্যা কম নয়। তবে নিঝুম দ্বীপের মত এখানেও সৈকত থেকে সমুদ্রের দূরত্ব বেশী। পানিতে নেমে গোসলের কোন ব্যবস্থা নেই।

'কমলার দীঘি' স্পটের দোকানের সামনে সাথীদের নিয়ে আমীরে জামা'আত একটি মনোজ্ঞ আসর জমিয়ে তোলেন। এখানে পাবনার কেরামত আলী সুন্দর জাগরণী গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেন। সঙ্গে কর্মীদের মুহুর্মুহু শ্লোগান 'আন্দোলন'-এর বাণীকে এলাকাবাসীর মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে দেয়। প্রায় দেড় ঘন্টা সময় কাটিয়ে আমরা আবার তমরুদ্দি ঘাটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লাম।

পথিমধ্যে উপযেলা বাযারে ও ওছখালী বাযারে আবারও বই বিতরণ করা হয়। বিশেষ করে 'শবেবরাত' বইটি নিয়ে মানুষের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মত। কর্মীদের উৎসাহ ছিল দারুণ। প্রায় ২০০ দোকানে এসময় বই ও লিফলেট বিতরণ করা হয়। আল্লাহ্র রহমতে কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হ'তে হয়নি।

তবে রংপুরের ভাই ইয়াকুব আলী খান তমরুদ্দি লঞ্চঘাট বাযারে একাকী 'তাবলীগে'র লোকদের নিকট দাওয়াত দিতে গেলে তারা প্রায় গলাধাক্কা দিয়ে তাকে মসজিদ থেকে বের করে দেয়। অতঃপর তারা তাকে বাযারের বড় ব্যবসায়ী নূরুল আবছার (নীরব) ছাহেবের কাছে নিয়ে আসে। তিনি 'তাবলীগী'দের হাত থেকে তাকে উদ্ধার করেন। তিনি আমীরে জামা'আতের নাম শুনে আরও দু'জন ব্যবসায়ীকে সাথে নিয়ে লঞ্চে আসেন ও আমীরে জামা'আতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারা জানালেন যে, তারা আমীরে জামা'আত ও মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈলের বক্তব্য নিয়মিত ইউটিউবে শোনেন ও তাঁদের প্রতি ভক্তি রাখেন। তাদের নিকট 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' আছে। ইন্টারনেটে 'আত-তাহরীক' পড়েন। তারা বললেন, আমরা আপনাদেরকে নিয়ে ভবিষ্যতে এখানে একটা বড় প্রোগ্রাম করতে চাই। এ সময় স্থানীয় গোয়েন্দা পুলিশের একজন কর্মকর্তা লঞ্চে এসে আমীরে জামা'আতের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

বেলা ১-টার দিকে আমরা তমরুদ্দি ঘাট থেকে হাতিয়াকে বিদায় জানিয়ে মনপুরা দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লাম। ৪৫ মিনিটের মধ্যে লঞ্চ ঘাটে ভিড়ল। অতঃপর লঞ্চেই জামা'আত সহ যোহর ও আছর জমা ও ক্বছর করে ছালাত শেষে দুপুরের খানা সেরে নিই।

মনপুরা দ্বীপ :

বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ ভোলা যেলার মূল ভূখণ্ড থেকে ৮০ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে বিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যমণ্ডিত রূপালী দ্বীপ 'মনপুরা'। এটি ভোলা যেলার অন্তর্গত একটি উপযেলার নাম। আয়তন ৩৭৩.১৯ কি.মি. (১৪৪.০৯ বর্গমাইল)। স্থানীয়দের ভাষ্য মতে, দ্বীপটি দৈর্ঘ্যে ৩৫ কি.মি. এবং প্রস্থে কোথাও সাড়ে ৫ ও কোথাও সাড়ে ৩ কি.মি.। বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে মেঘনার মোহনায় ৪টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত মনপুরা উপযেলায় লক্ষাধিক লোকের বসবাস। মিয়াঁ যমীর শাহ-এর স্মৃতি বিজড়িত মনপুরা দ্বীপ অতি প্রাচীন। একসময় এ দ্বীপে পর্তুগীজদের ঘাঁটি ছিল। তারই নিদর্শন হিসাবে দেখতে পাওয়া যায় লম্বা লোমওয়ালা কুকুর।

'মন গাযী' নামে এখানকার একজন ব্যক্তি বাঘের আক্রমণে নিহত হন। তার নামানুসারে 'মনপুরা' নামকরণ করা হয় বলে কথিত আছে। তিন দিকে মেঘনা, আর একদিকে বঙ্গোপসাগর বেষ্টিত অপরূপ প্রাকৃতিক সাজে সজ্জিত মনপুরা দ্বীপ। মনপুরা সদর থেকে দুই কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে গড়ে উঠেছে মনপুরা ফিশারিজ লিঃ। চতুর্দিকে বেড়ীবাঁধ, ধানের ক্ষেত, বিশাল ম্যানগ্রোভ প্রজাতির গাছের বাগানে সমৃদ্ধ। বর্ষাকালে প্লাবিত হয় দ্বীপের অধিকাংশ এলাকা।

ছোট বড় ১০টি চর ও বনবিভাগের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে সবুজ বিপ্লব। মাইলের পর মাইল সবুজ বৃক্ষরাজি মনপুরাকে সাজিয়েছে সবুজের সমারোহে। শীত মৌসুমে শত শত পাখির কলকাকলিতে মুখরিত থাকে চরগুলো। যেগুলির নাম চর তাযাম্মুল, চর পাতালিয়া, চর পিয়াল, চর নিযাম, চর শামসুদ্দীন, লালচর, ডাল চর, কলাতলীর চর ইত্যাদি। প্রতিটি চরই ঘনবসতিপূর্ণ। অধিবাসীরা সব মুসলিম।

শেষে সামান্য বিশ্রামের পর দুপুরের খানা সেরে আমরা মনপুরা দ্বীপ পরিদর্শনে বের হ'লাম। হাতিয়ার মত এখানেও মটরসাইকেল ভাড়া পাওয়া গেল। প্রথমে আমরা গেলাম উপযেলা শহরে। যাত্রাপথে যতগুলো বাড়ি দেখা যায় প্রায় সবগুলির সাথে পুকুর। আর প্রতিটি পুকুরের ঘাট উপর থেকে নীচ পর্যন্ত ঘেরা। যেন বাড়ির মহিলারা নির্বিঘ্নে পর্দার সাথে সেখানে যেতে পারেন। দ্বীপাঞ্চলের মানুষদের বেশ ধার্মিক মনে হয়েছে। রাস্তাঘাটে মহিলাদের খুব কমই দেখা গেছে। স্থানীয়দের সাথে কথা বলে জানা গেল, এখানকার মহিলারা যথেষ্ট শালীন ও পর্দানশীন। শহরে বেশ কয়েকটি বড় বড়

Contents

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দেখা গেল। যেগুলোর সামনে রয়েছে বড় বড় দীঘি। সেখান থেকে মেঘনা নদীর পাড়ে 'গাযীরহাট ব্রীজে' আসলাম, যেটি নদীর মধ্যে প্রায় কোয়ার্টার কি.মি. চলে গেছে। উন্মুক্ত হাওয়ায় পরিবেশটা খুব সুন্দর। সেখান থেকে বেড়ীবাঁধের ওপর দিয়ে সরকারী বনাঞ্চলে আসলাম। এই বনেও অনেক হরিণ আছে, তবে কেবল নির্দিষ্ট সময়ে দেখা যায়।

এরপর কিছু দূর গিয়ে মেঘনার একটি শাখা 'হাজীর দোন' খালের ওপর সাড়ে ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত 'ভূঁইয়ার হাট ব্রীজ'। এখানে গিয়ে খালে নেমে আমরা বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটালাম। এভাবে প্রায় দু'ঘন্টা দ্বীপের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে আমরা ফিরে আসি লঞ্চঘাটে।

আমীরে জামা'আত নিজেও বিল্লাহ ভাইয়ের মটরসাইকেলের পিছনে চড়ে উপযেলা শহর ঘুরে দেখেন। আত-তাহরীক সম্পাদক ড. সাখাওয়াত হুসাইনকে দেখা গেল স্বয়ং মটর সাইকেল চালিয়ে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলাম এবং শূরা সদস্য ক্বাযী হারূণকে নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছেন।

ভ্রমণসঙ্গীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন গিয়েছিলেন স্থানীয় ফাযিল মাদরাসায়। সেখানে তারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত দিলে মাদরাসার শিক্ষকগণ খুশী হন। তাদেরকে বইপত্র প্রদান করা হয়। বিশেষ করে আমীরে জামা'আত মনপুরা এসেছেন জেনে উক্ত ফাযিল মাদরাসার প্রিন্সিপ্যাল বলেন যে, আমরা আগে জানলে তাঁকে নিয়ে বড় আকারে প্রোগ্রাম করতাম। আমরা আগেই আহলেহাদীছের দাওয়াত পেয়েছি তাঁর ভায়রা ভাই ডা. রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা)-এর মাধ্যমে, যখন তিনি মনপুরা উপযেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক হিসাবে এখানে কর্মরত ছিলেন।

আমাদের একটি দল লঞ্চঘাটের সবুজ মাঠে ফুটবল খেলা শুরু করলেন। বল নদীতে ফেলাটাই ছিল গোল করা। তরুণ ও বয়স্ক মিলে বেশ হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হ'ল। বিভিন্ন যেলা থেকে আগত সংগঠনের ভাইদের পারস্পরিক ভালবাসা ও মেল-বন্ধনের এমন আন্তরিক প্রকাশ দেখে বড়ই প্রশান্তি বোধ করলাম।

লঞ্চ ছাড়ার ১০ মিনিট আগেই আমীরে জামা'আত এসে পৌঁছেন। তিনি এসে খেলা দেখে খুশী হয়ে বললেন, আগে জানলে আমিও তোমাদের সাথে খেলতাম। কেননা কাকডাঙ্গায় ছাত্র জীবনে আমি ব্যাকে ভাল ফুটবল খেলতাম। আমাকে ডিঙ্গিয়ে গোল করা সহজ ছিলনা।

বিকাল ৫টায় লঞ্চের সারেং তীক্ষ্ণ হুইসেল বাজান, অর্থাৎ সফরের পরিসমাপ্তি। দ্রুত সকলে উঠে গেলে লঞ্চ ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিল। পরে জানা গেল যে, সাতক্ষীরার চারজন সাথী লঞ্চ পেয়ে এখান থেকে ভোলায় গেছেন। অতঃপর কুয়াকাটা ঘুরে পরদিন বাড়ী ফিরে গেছেন।

শুরু হ'ল বিস্তৃত নদীপথ। খোলা আসমানের নীচে চারিদিকে বিস্তীর্ণ মেঘনা নদীর বুক চিরে লঞ্চ এগিয়ে চলে তর তর গতিতে। নদীবক্ষে শেষ বিকাল মানেই সোনাঝরা রোদের ঝিলিমিলি আভায় রাঙানো আকাশ ও পানিরাশির ছন্দময় ক্রীড়া। সেই স্বর্ণালী দৃশ্যপট উপভোগ করতে আমীরে জামা'আতসহ আমরা লঞ্চের ছাদে গিয়ে দাঁড়ালাম। *সুবহানাল্লাহ* কি যে মনোমুগ্ধকর সেই মুহূর্তগুলি! সেই বৈকালিক আলোকবিভা-কে আরো ছন্দময় করে তোলে কবুতর জাতীয় অত্যন্ত সাহসী সমুদ্রপাখি সী-গালের ঝাঁক। লঞ্চের গতির সাথে পাল্লা দিয়ে উড়ে বেড়ানোই তাদের স্বভাব। আমাদের কেউ চিপ্স কেউ বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়িত করে তাদেরকে। ছুঁড়ে দেয়া উড়ন্ত খাবার ঠোঁটে ধারণ করার অদ্ভুত দক্ষতা দেখিয়ে দর্শকদের মাত করে দিল সী-গালের দল। দেখতে দেখতে একসময় সূর্য অস্তাচলে হারিয়ে গেল। মেঘনাবক্ষে দেখা মনপুরা দ্বীপে সূর্যাস্তের এই মনোহারী দৃশ্য বহু দিন মনে থাকবে।

লঞ্চের ডেকে মাগরিব ও এশার ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করে আমরা দু'দিনের সফরের খতিয়ান নিতে বসে গেলাম। আমীরে জামা'আতের গুরুত্বপূর্ণ দরস শেষে তাঁর আবেদনক্রমে ভ্রমণসঙ্গীরা তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি সমূহ ব্যক্ত করতে লাগলেন। বলা যায়, সফরের অন্যতম স্মরণীয় অনুষ্ঠান ছিল এটি। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রচার ও প্রসারে যে বিপ্লবী মিশন চালিয়ে যাচ্ছে 'আন্দোলন', তারই এক জীবন্ত আলেখ্য যেন ফুটে উঠল কর্মীভাইদের আবেগময় দৃপ্ত উচ্চারণে। বাদ মাগরিব থেকে রাত প্রায় ১১-টা পর্যন্ত চলল এই অনুভূতি প্রকাশের উন্মুক্ত আসর।

সর্বোপরি দেশে-বিদেশে ব্যক্তিগতভাবে বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাসফরের অভিজ্ঞতা আমার নিজেরও কম নয়। তবে এমন ভিন্নধর্মী শিক্ষাসফর আমার জন্যও নতুন। কেননা এতে কেবল ভ্রমণই উদ্দেশ্য নয়, বরং নিজের ঈমানী জাযবা বৃদ্ধি, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ় করা এবং মানুষের কাছে হক-এর দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার ঐকান্তিক আগ্রহ যেন সবার চোখে-মুখে উচ্ছ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। এমন দাওয়াতী শিক্ষাসফর নিঃসন্দেহে একটি ফলপ্রসূ উদ্যোগ। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে এমন সফর কিংবা দাওয়াতী ক্যাম্পিং নিয়মিত হ'লে হক-এর দাওয়াত এদেশের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

রাতটি কাটিয়ে পরদিন ফজরের সময় যখন চোখ মেলছি, তখন ভোরের আলোয় বুড়িগঙ্গার আকাশ-বাতাস দৃশ্যমান হয়। ফজরের ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করার পর আমীরে জামা'আত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায়ী নছীহত করলেন। এরই মাঝে লঞ্চ সদরঘাটে এসে নোঙর ফেলে। শেষ হ'ল দুই দিন ও তিন রাতের রূহানী, দাওয়াতী ও প্রশিক্ষণমূলক সফর। ভ্রমণসঙ্গীরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন অব্যক্ত বেদনার সাথে। আবার কবে কখন দেখা হবে কে জানে? তবুও নতুন কোন স্থানে, নতুন কোন উপলক্ষে সাক্ষাতের আশাবাদ রেখে আমরা স্ব স্ব গন্তব্যের পথে পা বাড়াই।

[ক্রমশঃ]

Contents

কবিতা

কুরআনে সাম্যের বিধান

রোমান ইসলাম নো'মান
নয়াকান্দি কাশিমপুর, রাজৈর, মাদারীপুর।

কুরআন দিয়েছে মানবতার সম্মান
সকল মানুষ আদম-হাওয়ার সন্তান।
প্রিয় রাসূল (ছাঃ) বলেছেন
কুরআন হ'ল সাম্যের সংবিধান।
নর-নারীতে বিভেদ আছে বিদ্যমান
বিভেদ সত্ত্বেও অধিকার পাবে সমান।
বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে
স্থানভেদে সম-অধিকার কুরআন দিল করে।
জাহেলী যুগে নারী জন্মিলে অপমানিত হ'ত পিতা
ভেঙ্গে দিয়েছে কুরআন সেই সব জঘন্য প্রথা।
জাহেলী যুগে ভোগ্যপণ্য ছিল যে নারী
কুরআন ভাঙ্গলো জাহেলী শৃঙ্খল, সম্মানিত আজ সে নারী।
জীবিত কন্যা পুঁতে দিত, প্রথা কত পাষাণ?
সে প্রথা তুলে দিয়ে নারীকে বাঁচাল আল-কুরআন।
পৈতৃক সম্পত্তি পেত না নারী অন্য ধর্মেও দেয় না
এই অধিকার নিশ্চিত করল আল-কুরআন, আর কেউ না।
জুয়ার আসরে পত্নী বন্ধক আরো ছিল লাঞ্ছনা,
কুরআন দিল সুষ্ঠু সমাধান ঘুচলো নারীর যন্ত্রণা।
অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে নারী ছিল পদতলে
সে নারীর পদতলেই জান্নাত রাসূল গেলেন বলে।
নির্মম সেই সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করে কুরআন,
কুসংস্কার সব বাতিল করে নারীকে দিল নব জীবন।
শত শত নারীর বিয়ে ভাঙ্গত পণ্যের অভাবে
কুরআন দিল নারীকে অধিকার দেনমোহর সে পাবে।
যৌতুকের রোষাণলে কত জীবন যেত চলে
হারাম করেছে আল্লাহ এসব কুরআনে দিলেন বলে।
ইলম ফরয করেছে কুরআন নর-নারী সকলের
নারী ইলম করবে অর্জন বিজ্ঞানময় কুরআনের।
নারী হবে নারীর ডাক্তার বাধা নেই ইসলামে
সব অধিকার দিয়েছে কুরআন সমতার মাধ্যমে।

আমাদের অপরাধ

এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

আমাদের অপরাধ, দেশপ্রেমিক মোরা
সত্যের পথে লড়ি,
আপন মনে নিপুণ হাতে
এই মাতৃভূমি গড়ি।
আমাদের অপরাধ, শান্তির মিশনে
মানবতার চেয়েছি জয়,
ষড়যন্ত্রের জালে আঁটকে ওরা
মোদের দমাতে চায়।
আমাদের অপরাধ, সকল ভ্রান্ত মতবাদ
ডাস্টবিনে দেই ফেলে,
গ্রহণ করি মোরা একমাত্র অহীর বিধান
কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পেলে।
আমাদের অপরাধ, মযলূমের পাশে থেকে
দুঃখ-বেদনা করে নেই ভাগ,
অন্ধকারে জ্বালাই আলোর মশাল
মনে নেই কোন অনুযোগ।
আমাদের অপরাধ, তাগূতের কাছে কখনও
করি না মাথা নত,
সত্যের পথে থেকে বাধার পাহাড় ডিঙ্গাই
বীর সিপাহীর মত।

ছেড়ে দে পাপ

মুহাম্মাদ মুমিনুল ইসলাম
দৌলতপুর কলেজ, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

ওহে মানব! ছেড়ে দে তুই ছল-চাতুরীর মন্ত্রণা
তুই যে মানুষ বিবেকওয়ালা, বিবেকহীন কোন যন্ত্র না।
মানুষ হয়ে যখন এই দুনিয়াতে জন্মিলি
জন্মটাকে সার্থক করে ধন্য কর এ ধরণী।
সবাই যেন তোর কারণে হয়রে পাগল দিলটাতে
হ'তে মহান খোঁজে সাদৃশ্য, পারে যেন নিজেকে পাল্টাতে।
আদর্শে প্রাণ রাঙিয়ে তোল কথার দামে রাখ কথা
ঈমানটাকে এক আসনে রাখ ধরে তার ঠাঁই যথা।
নইলে জীবন হবে বিফল পাবি না তার মূল্যমান
পরলোকেও কষ্ট পাবি শাস্তিতে তোর যাবে প্রাণ।
যাবি যেদিন ধরা ছেড়ে বাড়বে সেদিন মনস্তাপ
দুঃখে সেদিন কাঁদতে হবে কমবে না তোর দেহের পাপ।
মরতে হবে সব জনাকেই রাখিস সেটা স্মরণে
কর ইবাদত তাসবীহ-যিকির নিদ্রা-জাগরণ সবক্ষণে।
ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত আর নেক আমল সব কর তোরা
সময় যে কম যায় চলে সে, হয় না তাহার আর ঘোরা।
ছেড়ে দে সব খুন-খারাবী, খারাপ কাজ আর দুষ্টামী,
রোজ হাশরে মুক্তি তবে পাবিরে যা খুব দামী।
হস যদি তুই জাহেল-গাফেল পাবি যে তুই অভিশাপ,
রোজ হাশরে বিচার হবে পাবি না আর রবের মাফ।
সময় নাই আর হও হুঁশিয়ার, সত্যটাকে আঁকড়ে ধর
আদর্শবান মানুষ হয়ে জীবনটাকে ধন্য কর।

প্রথম খলীফা

মুহাম্মাদ নাজমুছ ছাকিব
পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

আবু বকর (রাঃ)! তুমি প্রথম খলীফা, তুমি ছিদ্দীক্ব
তুমি সবার চেনা, আছে যত লোক দিগ্বিদিক,
নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর তুমি প্রথম থেকেই সহচর
সমহারে তুমিও সয়েছ যত অনাচার যত অত্যাচার।
যেদিন শুনেছিলে তুমি দিতে হবে পাড়ি
মক্কা থেকে মদীনায়,
সেদিন থেকে জেগে ছিলে জানি
চোখে নিয়ে ঘুম কানায় কানায়।
ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার চুক্তি তথা সন্ধিক্ষণে
সকল ছাহাবী ক্ষুব্ধ ছিল মনে মনে,
কেবলি তুমি একা দিয়েছিলে সায়
নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) যা দিয়েছিল রায়।
নবী ওফাতের দিনে লেগেছিল মহাবিতর্ক
কে হবে খলীফা আনছার নাকি মুহাজিরবর্গ,
ওমর (রাঃ) বলেছিল, যে বলিবে নবীর ওফাৎ হয়েছে
জেনে রেখো আজ, ওমর তার গর্দান নিয়েছে,
হে আবু বকর (রাঃ), এ দুই মুছীবতের তুমি টেনে সমাধান
বিজ্ঞ জেনে সকল ছাহাবী তোমাকেই মানিল প্রধান।
ইতিহাসবেত্তার লেখনি ঘেটে
জেনেছি তুমি করোনিগো রাগ মোটে,
তবে ভণ্ড নবীরা এঁটেছিল যত ফন্দি,
তুমি নিজ হাতে করেছিলে দমন, করেছিলে সব বন্দি।
তুমি প্রাজ্ঞ, তুমি বিজ্ঞ, তুমি ছিলে বিচক্ষণতার ডিপু
আজ তোমাদের মত জ্ঞান না থাকায় ইসলাম যে নিভু নিভু,
নবী ঘোষণায় দশ ছাহাবীর তুমি একজন যারা জান্নাতপ্রাপ্ত
তোমাদের সাথে হাশর যেন হয় এই বাসনায় করলাম সমাপ্ত।

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইতিহাস বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাছ (রাঃ)।
২. হযরত আদম (আঃ)-এর পুত্র হাবীলকে।
৩. হযরত আদম (আঃ) (১০০০ বছর)।
৪. কা'বা ঘর। ৫. কুবায় নির্মিত মসজিদ।
৬. হিলফুল ফুযুল। ৭. কাবীল।
৮. দারুল আরকাম (মক্কা)। ৯. হযরত নূহ (আঃ)।
১০. হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর মুখের ভাষা।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান-এর সঠিক উত্তর

১. পর্তুগাল। ২. মেরু বিন্দুতে।
৩. সম্রাট অশোক। ৪. ১৯৮১ সালে।
৫. সবুজ উদ্ভিদ। ৬. বিসমার্ক।
৭. অপারেটিং সিস্টেম। ৮. রেডন।
৯. হংকং। ১০. অস্ট্রেলিয়া।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইতিহাস বিষয়ক)

১. ইসলামের প্রথম পুরুষ শহীদ কে?
২. নারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন কে?
৩. মদীনায় সর্বপ্রথম ইসলামে প্রভাবিত যুবক কে?
৪. কোন নবী দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আসবেন?
৫. কিয়ামতের আগে মুসলমানদের দুর্দশায় কার আর্বিভাব ঘটবে?
৬. ইসলামে প্রথম গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন কে?
৭. প্রথম মুসলিম নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠাতা কে?
৮. প্রথম ইসলামী মুদ্রা চালু করেন কে?
৯. প্রথম আকাইদ মুদ্রা চালু করেন কে?
১০. ইসলামের প্রথম সস্ত্রীক হিজরতকারী কে?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক)

১. ডায়নামা কে, কত সালে আবিষ্কার করেন এবং তিনি কোন দেশের নাগরিক?
২. ডিজেল ইঞ্জিন কে, কত সালে আবিষ্কার করেন এবং তিনি কোন দেশের নাগরিক?
৩. পেট্রোল ইঞ্জিন কে, কত সালে আবিষ্কার করেন এবং তিনি কোন দেশের নাগরিক?
৪. রেলওয়ে ইঞ্জিন কে, কত সালে আবিষ্কার করেন এবং তিনি কোন দেশের নাগরিক?
৫. বাষ্পচালিত ইঞ্জিন কে, কত সালে আবিষ্কার করেন এবং তিনি কোন দেশের নাগরিক?
৬. রেফ্রিজারেটর কে, কত সালে আবিষ্কার করেন এবং তিনি কোন দেশের নাগরিক?
৭. থার্মোমিটার কে, কত সালে আবিষ্কার করেন এবং তিনি কোন দেশের নাগরিক?
৮. বৈদ্যুতিক কম্পিউটার কে আবিষ্কার করেন এবং তিনি কোন দেশের নাগরিক?
৯. সুপার কম্পিউটারের উদ্ভাবক কে?
১০. কম্পিউটারের মাউস সর্বপ্রথম তৈরী করেন কে?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বখশী বাযার, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

সাগরামপাড়া, গোদাগাড়ী, রাজশাহী ২১শে মার্চ বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় গোদাগাড়ী উপযেলাধীন উম্মুল কুরা সালাফিইয়াহ মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তোফাযযল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালাক রাবীউল ইসলাম, সোনামণি মারকায এলাকার সহ-পরিচালক আলাউদ্দীন ও সূর্যমুখী শাখার পরিচালক মুহাম্মাদ মুযযাম্মিল হক। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে মুহাম্মাদ আব্দুল আহাদ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আসাদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক ইমাম হোসাইন।

যিলযাল

-আব্দুল মালেক, মহিষালবাড়ী, রাজশাহী।

আরম্ভ করছি নাম নিয়ে আল্লাহ্‌র
যিনি দাতা দয়াময় অসীম ও অপার।
যখন যমীন ভীষণ কম্পনে কম্পিবে
যমীনের বোঝা সব বাহির করে দিবে।
মানুষ বলবে তখন, কি হ'ল ইহার?
যমীন নিজের খবর করবে প্রচার।
এই কারণে যে প্রভু তাকে আদেশ দিবেন
সেদিন মানুষ দলে বিভক্ত হবে
তারা স্বীয় আমল সমূহ দেখতে পাবে।
অণু পরিমাণ নেকী হ'লে দেখবে নিশ্চয়
আর যে লোক অণু পরিমাণ গোনাহ করবে
সেও তা দেখতে পাবে নিশ্চয়।

সত্যের সন্ধানে

আসিয়া খাতুন, কদমতলা, সাতক্ষীরা।

আরব দেশে জন্ম তাহার নাম যে মুহাম্মাদ
দাদা আব্দুল মুত্তালিব নাম রাখেন আহমাদ।
তিনি মানবতার মুক্তির দূত ও সত্যের দিশারী,
৪০ বছর বয়সে তিনি মক্কার হেরা গুহায়
মগ্ন ছিলেন রবের ইবাদত-আরাধনায়।
আল্লাহ্‌র রহমতে তিনি পেলেন নবুঅত
রহমত হয়ে আসলেন ধরায় দূর করলেন যুলমাত।
আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্মই হ'ল ইসলাম
কুরআন হ'ল তার অনন্য সংবিধান।
আমরা করি সেই দ্বীনের অনুসরণ
কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যার রয়েছে স্পষ্ট বিবরণ।
কুরআন দেয় মুসলিমকে সঠিক পথের দিশা
তার আলোতেই দূর হবে সকল আমানিশা।
তাই অহি-র আলোকে জীবন চালাও হও খাঁটি মুসলমান
তবেই তুমি হবে সফল পাবে পরিত্রাণ।

শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যক

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর বালক ও বালিকা শাখার জন্য নিম্নোক্ত পদসমূহে শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যক।

(১) **সহকারী শিক্ষক** (আরবী, ১ জন)। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/এম.এ (আরবী/ইসলামিক স্টাডিজ)।

(২) **সহকারী শিক্ষিকা** (আরবী, ২ জন)। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/এম.এ (আরবী/ইসলামিক স্টাডিজ)।

(৩) **হাফেযা** (১ জন)।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে সেক্রেটারী বরাবরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করার শেষ তারিখ আগামী ১৬ই মে ২০১৯।

যোগাযোগ : সেক্রেটারী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-৩৫৯৪৭৫, ০১৭১৭-৮৬৫২১৯।

Contents

স্বদেশ

পুলিশ ও জনপ্রতিনিধি ছাড়া মাদক ব্যবসা চলে না

-ডিএমপি কমিশনার

গত ১০ই মার্চ রবিবার বিকেলে রাজধানীর গুলশান বিভাগের কড়াইল বস্তি সংলগ্ন এরশাদ স্কুল মাঠে মাদক ও জঙ্গিবাদবিরোধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনার (ডিএমপি) মো. আছাদুজ্জামান মিয়াঁ বলেন, মাদক ব্যবসায়ীদের কোনভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না। তাদেরকে কঠোরভাবে দমন করা হবে। তবে এটা সত্য যে, পুলিশ ও জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতা ছাড়া মাদক ব্যবসা চলতে পারে না। প্রয়োজনে মাদক ব্যবসার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, আমার পুলিশ যদি মাদকের আখড়া থেকে চাঁদা তোলে, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি যদি মাদকের আখড়া থেকে টাকা তোলে, স্থানীয় নেতারা যদি সুবিধা নেয়, তাহ'লে এই ব্যবসা কখনো বন্ধ করা যাবে না।

[ডিএমপি কমিশনারের এই স্পষ্ট বক্তব্যের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। তবে এটাই তিক্ত সত্য যে, শুধু স্থানীয় নেতারা নয়, বরং সর্বোচ্চ নেতারাও এসবের ভাগ পান, যা 'ওপেন সিক্রেট'। অতএব মাদক বহনকারীদের গুলি করে হত্যা বা পঙ্গু না করে সর্বোচ্চ রাঘব বোয়ালদের দমন করার মধ্যেই সাময়িকভাবে এর স্রোত বন্ধ করা সম্ভব। স্থায়ীভাবে দমন করতে চাইলে অবশ্যই ইসলামী অনুশাসন ব্যতীত সম্ভব নয়। আশা করি সরকার সবকিছুর উপরে দ্রুত ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা চালু করবেন এবং প্রশাসনের সর্বস্তরে ইসলামী অনুশাসন কঠোরভাবে পালন করার প্রতি আন্তরিক হবেন (স.স.)।]

আবহাওয়া পরিবর্তনে প্লেনে ঝাঁকুনি আরো বাড়বে

-অর্থমন্ত্রী

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, আবহাওয়া পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ না করা গেলে পৃথিবীকে রক্ষা করা যাবে না। আগের তুলনায় বর্তমানে প্লেনে (আকাশ পথে যাত্রায়) ঝাঁকুনি বেড়েছে। আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে এ ঝাঁকুনি আরও ২৫ ভাগ বাড়বে। তাই যেকোন মূল্যে আবহাওয়া পরিবর্তনের হার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ১০ই মার্চ রবিবার রাজধানীতে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই অর্থনীতিকে গতিশীল করার লক্ষ্যে দু'দিনব্যাপী 'বাংলাদেশ ক্লিন এনার্জি সামিট-২০১৯' উদ্বোধনকালে তিনি একথা বলেন।

অর্থমন্ত্রী বলেন, আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে পৃথিবী ইতিমধ্যেই ২৬ শতাংশ উপকূলীয় জমি হারিয়েছে। বিশ্বব্যাপী আমরা প্রতি বছর ২ হাযার হেক্টর (প্রায় ৪৯৪০ একর) জমি হারাচ্ছি। আমরা কার্বন নিঃসরণ কম করছি। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনসহ উন্নত দেশগুলিই বেশী দায়ী। কিন্তু খেসারত দিতে হবে আমাদের মতো দেশগুলিকে। এর বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে। আবহাওয়া পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় বিশ্বে মাত্র ২৭২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা হচ্ছে, যা খুবই সামান্য।

তিনি বলেন, আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে খাবার পানি এতটাই অপ্রতুল হয়ে গেছে যে, তাইওয়ানে রেশন হিসাবে পানি দেয়া হচ্ছে। ব্যক্তিগত পানির সংযোগ বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে কিছু কিছু দেশে। তিনি আরও বলেন, ইতিমধ্যে বিশ্বে যে হারে বরফ গলা শুরু হয়েছে তা অব্যাহত থাকলে খুব শীঘ্র বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের বেশকিছু উপকূলীয় অঞ্চল পানিতে তলিয়ে যাবে। যা আমাদের জন্য ভয়াবহ ব্যাপার।

অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎ ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. আহমদ কায়কাউস বলেন, গত ৫০ বছর ধরে গ্রীণ এনার্জিতে বিনিয়োগ কার্যক্রম চলছে। আমাদের এখন ৫.৩ মিলিয়ন সোলার হাউস সিস্টেম বিতরণ করা হচ্ছে। আমরা ২০৩০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুতের ১০ শতাংশ সোলার সিস্টেমের আওতায় নিয়ে আসতে চাই।

অপরিকল্পিত নগরায়নে ভূমিকম্পে প্রাণহানির আশঙ্কা

-এইচ টি ইমাম

প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম বলেছেন, ভৌগোলিক অবস্থান, বৈশ্বিক উষ্ণতা ও আবহাওয়ার পরিবর্তনজনিত প্রভাবে বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম দুর্যোগ ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। এছাড়া অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলে যেকোন মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পে প্রাণহানি এবং বিপুল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। এ বিষয়গুলি সামনে রেখে সরকার যেকোন মাত্রার দুর্যোগ মোকাবিলায় আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছে। ১০ই মার্চ ঢাকা অফিসার্স ক্লাব মিলনায়তনে 'দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতি বছরের মতো এবারও যেলায়-উপযেলায় র‍্যালি, লিফলেট, পোস্টার বিতরণ, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস। দুর্যোগে মানুষকে সচেতন করে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে দিবসটি বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে পালিত হয়।

মৌলিক অধিকারে বাংলাদেশ তলানিতে

-দ্য ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্টের জরিপ

দেশের ভোটাররা যখন ভোট দেয়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে এবং মানবাধিকার কর্মীরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে যখন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দাবীতে সোচ্চার; তখন দ্য ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্ট (ডব্লিউজেপি) খবর দিয়েছে, আইনের শাসনে বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ছে। গণতান্ত্রিক দেশটির নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সূচকের অবস্থা একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা (ডব্লিউজেপি) জরিপে এই চিত্র উঠে এসেছে। সংস্থাটি তাদের ওয়েবসাইটে ২০১ পৃষ্ঠার এই জরিপ গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার প্রকাশ করে। সংস্থাটির জরিপে বৈশ্বিক আইনের শাসন সূচকে বিশ্বের ১২৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১২তম এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে চতুর্থ। বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও ভারত। এই তিন দেশের মানুষ বাংলাদেশের মানুষের চেয়ে কিছুটা হ'লেও বেশী আইনী সুরক্ষা পেয়ে থাকে। আর বাংলাদেশের পিছনে রয়েছে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান।

বিশ্বের ১২৬টি দেশের ওপর জরিপ করে সংস্থাটির প্রতিবেদনে দেখানো হয়, আইনের শাসন কার্যকরে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে তিনটি দেশ ডেনমার্ক, নরওয়ে ও ফিনল্যান্ড। এ দেশগুলিতে সরকার বিচার ব্যবস্থার প্রতি হস্তক্ষেপ না করায় আইন নিজস্ব গতিতে চলে। মানুষ নাগরিক অধিকার ভোগ করে। আর আইনের শাসনের সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে রয়েছে তিনটি দেশ কঙ্গো, কম্বোডিয়া ও ভেনেজুয়েলা। বিচার ব্যবস্থার ওপর হস্তক্ষেপের কারণে নাগরিকরা এসব দেশে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।

দ্য ওয়ার্ল্ড জাস্টিস প্রজেক্টের আইনের শাসন সূচক-২০১৯ প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, গত এক বছরে বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৬১টি দেশের আইনের শাসনের অবনতি হয়েছে। আইনের শাসনের সূচকে নিম্নগতিতে বাংলাদেশের নীচে রয়েছে ভেনেজুয়েলা, চীন, তুরস্ক, মিয়ানমার, ইথিওপিয়া, মিসর ও ইরান।

Contents

বিদেশ

বিশ্বব্যাপী আবহাওয়া বিপর্যয় ও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হ'তে পারে

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমিত পারমাণবিক যুদ্ধ হ'লে বিশ্বব্যাপী আবহাওয়া বিপর্যয় ও দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হ'তে পারে। আঞ্চলিক উত্তেজনা এমনিতেই যথেষ্ট উদ্বেগজনক। গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী'১৯ কাশ্মীরের পুলওয়ামায় এক আত্মঘাতী বোমা হামলায় কমপক্ষে ৪০ জন ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়। পাকিস্তান ভিত্তিক সংগঠন জইশ-ই-মোহাম্মাদ এ হামলার দায়িত্ব স্বীকার করে। ভারত ২৬শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের বালাকোটে বিমান হামলা চালিয়ে তার জবাব দেয়। পরদিন ২৭শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান জানায়, তারা তাদের আকাশসীমা লঙ্ঘনকারী ২টি ভারতীয় জঙ্গী বিমান ভূপাতিত ও একজন পাইলটকে আটক করে। এরই মধ্যে আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা হুঁশিয়ারী দিয়েছেন যে, দু'দেশের কেউ যদি তাদের পারমাণবিক অস্ত্রের অংশমাত্রও ব্যবহার করে, তাহ'লে তা সারা বিশ্বে পরিবেশ ও মানবিক বিপর্যয়ের কারণ হ'তে পারে। দু'দেশের কাছে ১৪০ থেকে ১৫০টি করে পরমাণু অস্ত্র রয়েছে।

রাজনৈতিক ভাষ্যকার বেন রোডস ২৬ ও ২৭শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে বলেন, এটি বিশ্বের প্রধান পারমাণবিক সজ্ঞাতস্থল। আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা বলেছেন, দু'দেশের মধ্যে 'সীমিত আঞ্চলিক যুদ্ধ' হ'লে সারা পৃথিবীর উপরেই তা প্রভাব ফেলবে। বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর পঙ্গু হয়ে যেতে পারে এবং বিশ্বের আবহাওয়া কয়েক বছর শীতল থাকতে পারে।

গবেষকগণ বলেন, পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরের পাঁচ বছরে বিশ্বব্যাপী গড় তাপমাত্রা প্রায় ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস হ্রাস পাবে। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের মত জনবহুল অঞ্চলগুলিতে পরিবর্তনের ধাক্কা হবে মারাত্মক। এসব অঞ্চলে প্রায় ২.৫ ডিগ্রী বেশী ঠাণ্ডা হবে এবং গ্রীষ্মগুলোর তাপমাত্রা ১ থেকে ৪ ডিগ্রী শীতল হবে।

গবেষকগণ বলেছেন, সমুদ্রের তাপমাত্রায় পরিবর্তন সামুদ্রিক প্রাণীকুল ও বিশ্বের অধিকাংশ অংশের মানুষ যার উপর নির্ভরশীল, সেই মৎস্য সম্পদ ধ্বংস করে দিতে পারে। খাদ্য সরবরাহের প্রতি এ ধরনের আকস্মিক আঘাত এবং ঘনায়মান আতঙ্ক বৈশ্বিক পারমাণবিক দুর্ভিক্ষের কারণ হ'তে পারে। তাপমাত্রা ২৫ বছরেরও বেশী সময়ে স্বাভাবিক হবে না। অতএব ক্ষুদ্র পারমাণবিক যুদ্ধ পৃথিবী ধ্বংস করতে পারে।

ভারতে অস্ত্রের বড় উৎস ইস্রাঈল

ভারত-পাকিস্তান যদি যুদ্ধ লাগে তাহ'লে এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ইস্রাঈলী অস্ত্র। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের প্রতিরক্ষা বিষয়ক মূল অংশীদার হয়ে উঠেছে ইস্রাঈল। ভারতে সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্রাগারকে আধুনিক কর্মসূচীর অধীনে এনে তাকে আরো আধুনিকায়ন করার ক্ষেত্রে একটি বড় প্রযুক্তিগত ভূমিকা রাখছে ইস্রাঈল। এ খবর দিয়েছে ইস্রাঈলের পত্রিকা জেরুযালেম পোস্ট অনলাইন।

ইস্রাঈলের সহায়তায় বিপজ্জনক হামলার পরিকল্পনা ভারতের

-দৈনিক ডন, করাচী

পাকিস্তানের সঙ্গে উত্তেজনার পারদ যখন তুঙ্গে তখন ইস্রাঈলের সমর্থন নিয়ে পাকিস্তানে এক বিপজ্জনক হামলা চালানোর পরিকল্পনা নিয়েছিল ভারত। রাজস্থানের বিমানঘাঁটি থেকে এই হামলা চালানোর পরিকল্পনা হয়েছিল। সরকারী একটি উচ্চ পর্যায়ের সূত্র সোমবার এ তথ্য ফাঁস করেছে। তবে ভারতকে সময়মতো গোয়েন্দারা ও অন্যরা ম্যাসেজ দিয়ে পরিষ্কার করে যে, যদি পরিকল্পনা মতো হামলা করা হয় তাহ'লে তার উপযুক্ত জবাব আসবে। আর এমন হ'লে দেশ দু'টির সামনে পিছনে ফেরার কোন পথ থাকবে না।

গত মঙ্গলবার বেসামরিক স্থানে হামলার কথা বলে ভারত তাকে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করছে। ১৯৭১ সালের পর এবারই প্রথম ভারতীয় বিমান পাকিস্তানের আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছে। লঙ্ঘন করেছে আন্তর্জাতিক সীমানা। দুই পক্ষের মধ্যে লড়াইয়ে ভারতের দু'টি যুদ্ধবিমান গুলি করে ভূপাতিত করে পাকিস্তান। এতে একজন ভারতীয় পাইলট নিহত হয়। অন্যজনকে আটক করা হয়। এরপর আটক পাইলটকে শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসাবে মুক্তি দেয়া হয়েছে। ওদিকে ভারতীয় পাইলটকে মুক্তি দেয়ার পর থেকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গুলি বিনিময় অব্যাহত ছিল। জানা গেছে, যুদ্ধে পাকিস্তান অনেক বেশী পরিপক্কতা দেখিয়েছে। সে প্রকৃত শান্তির পথে গেছে। ভারতের গৃহীত উদ্যোগে যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তাতে প্রাধান্য বিস্তার করেছে পাকিস্তান। এজন্য পাকিস্তানে বিবেচনাযোগ্য গর্ব অনুভব করা হচ্ছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উভয় সঙ্কটে ছিলেন। একদিকে তিনি আসন্ন মে মাসে অনুষ্ঠেয় নির্বাচনকে সামনে রেখে যুদ্ধের দামামা বাজিয়েছেন। অন্যদিকে তিনি নিজেকে এমন অবস্থায় নিয়েছেন যে, এখনও আমরা যুদ্ধে আছি। সূত্রটি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের কৃতিত্ব দিয়ে বলেন, এই সংস্থাটি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা সংস্থাগুলির অন্যতম।

উত্তর কোরিয়ায় ভোট গ্রহণ

পিতা কিম জং ইল (১৯৪১-২০১১ খৃ.)-এর মৃত্যুর পর তার কনিষ্ঠ পুত্র কিম জং উন ২০১১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর ৩৬ বছর বয়সে উত্তর কোরিয়ার ক্ষমতায় আসেন। অতঃপর গত ১০ই মার্চ রবিবার দেশটিতে দ্বিতীয়বারের মতো পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভোটাররা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দলে দলে ভোট কেন্দ্রে যায়। এই নির্বাচনের সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হ'ল, এতে ভোটাররা প্রার্থী বাছাইয়ের সুযোগ পায় না। কেননা ব্যালটে কেবল একজন প্রার্থীর নামই থাকে। সেই ব্যালট হাতে নিয়ে প্রকাশ্যে ব্যালট বাক্সে ভরতে হয় ভোটারকে। বুথের ভিতর গিয়ে গোপনে ব্যালট ভরলে সেই ভোটারের আনুগত্য নিয়ে সন্দেহ তৈরী হ'তে পারে। তাতে নিশ্চিতভাবেই সরকারের গোপন পুলিশ তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর শুরু করবে। এধরনের কাজ যারা করেছে, তাদের মধ্যে কয়েকজনকে ইতিমধ্যে পাগল আখ্যায়িত করা হয়েছে। ভোট দান শেষে ভোট কেন্দ্রের সামনে গিয়ে ভোট দিতে পারার আনন্দে নেচে-গেয়ে উল্লাস করতে হবে। এর ব্যত্যয় ঘটলেই বিপত্তি।

১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর 'ডেমোক্রেটিক পিপলস রিপাবলিক অফ কোরিয়া' তথা 'গণতান্ত্রিক গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিম ইল-সাং প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তখন থেকেই কিম পরিবার উত্তর কোরিয়া শাসন করে আসছে। উত্তর কোরিয়ার সব নাগরিককে কিম পরিবারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করতে হয়। উত্তর কোরিয়ায় নামকা ওয়াস্তে তিনটি রাজনৈতিক দল রয়েছে। একটি কিম জং-উনের নেতৃত্বাধীন 'ওয়ার্কার্স পার্টি'। পার্লামেন্টে এই দলটিই সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাকী কয়েকটি আসন সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি ও কনডোইস্ট চঙ্গু পার্টির দখলে থাকে। দল তিনটি হ'লেও এসব দলের কাজের ধরন একই। তার ওপর এই পুতুল পার্লামেন্টের কোন ক্ষমতাই নেই।

উত্তর কোরিয়া বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ফিয়োদর টারটিটস্কি বলেন, ভোট দিতে গেলে আপনাকে একটি ব্যালট পেপার দেওয়া হবে, যেখানে একটাই নাম থাকবে। পূরণ করার বা সিল দেওয়ার মতো কিছু থাকে না সেখানে। আপনি কেবল ব্যালট পেপারটি নেবেন, আর ব্যালট বাক্সে ভরে আসবেন। মিন ইয়ং লি নামে আরেক বিশেষজ্ঞ বলেন, প্রতিটি ভোট কেন্দ্রের বাইরেই থাকে চিয়ার গ্রুপ, যারা উৎসব উদযাপন করে। ভোটারদেরও ভোট দিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে হয় এবং বিজ্ঞ নেতৃত্বকে ভোট দিতে পারার জন্য উল্লাস প্রকাশ করতে হয়। জনসংখ্যা গণনা এবং কতজন নাগরিক

Contents

দেশ ছেড়ে পালিয়েছে, তা জানতে ও তাদের চিহ্নিত করতে এই নির্বাচন উত্তর কোরিয়ার সরকারের জন্য এক মোক্ষম অস্ত্র।

[হ্যাঁ, এরপরেও দেশটির বাহারী নাম 'গণতান্ত্রিক গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া'। যা দুই পরাশক্তি আমেরিকা ও রাশিয়ার দেওয়া নাম। অথচ এর চাইতে স্বৈরতন্ত্রী কোন দেশ আধুনিক পৃথিবীতে আছে কি-না সন্দেহ। যাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে কথিত গণতন্ত্রের কর্ণধার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সেখানে দু'হাত মেলে দৌড়ে যাচ্ছেন। অথচ এঁরা পরামর্শ ভিত্তিক ও প্রার্থী বিহীন ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থাকে মেনে নিতে চান না। যার মধ্যেই রয়েছে নির্বাচকদের মত প্রকাশের সর্বোচ্চ স্বীকৃতি (স.স.)।]

আমেরিকায় বিনা দোষে ৩৯ বছর কারাভোগ; ক্ষতিপূরণ ২ কোটি ১০ লাখ ডলার

খুন না করেও জোড়া খুনের মামলায় যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের ক্রেইগ কোলি (৭১) নামের এক বাসিন্দা ৩৯ বছর জেল খেটেছেন। অবশেষে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে জেল থেকে বেরিয়ে কোলি নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের মামলা করেন। আদালত গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী শনিবার তাঁকে ২ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। বাংলাদেশী মুদ্রায় যা ১৭৬ কোটি ৭০ লাখ টাকার কিছু বেশী।

প্রেমিকা রন্ডা ভিশ্ত ও রন্ডার চার বছর বয়সী শিশুসন্তান ডোনাল্ডকে খুনের অভিযোগে প্রায় চার দশক জেল খাটেন মার্কিন নৌবাহিনীর সাবেক সদস্য কোলি। ১৯৭৮ সালের ১১ই নভেম্বর রন্ডা ও তাঁর ছেলে খুন হয়। ১৯৮০ সালের জানুয়ারীতে আদালত কোলিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন। দীর্ঘ কারাবাসের পর তাঁর সহায়তায় এগিয়ে আসেন পুলিশের গোয়েন্দা কর্মকর্তা মাইকেল বেন্ডার। তাঁর উদ্যোগে ডিএনএ পরীক্ষায় দেখা যায়, রন্ডা ও তাঁর ছেলের খুনি কোলি নন। ২০১৭ সালের ২২শে নভেম্বর ক্যালিফোর্নিয়ার তৎকালীন গভর্নর জেরি ব্রাউন কোলিকে ক্ষমা ঘোষণা করেন। আদালতও নির্দোষ বলে রায় দেন। লস অ্যাঞ্জেলেসের সিমি ভ্যালি নগরের কর্মকর্তা এরিক লেভিট ২৩শে ফেব্রুয়ারী এক বিবৃতিতে বলেন, 'কোলির জীবনে যে ক্ষতি হয়ে গেছে, তা কোন অঙ্কের অর্থ দিয়েই পূরণ সম্ভব নয়। এরপরও তাঁকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া আমাদের সমাজের কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। বিবৃতিতে বলা হয়, ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের ইতিহাসে কোলিই সবচেয়ে দীর্ঘকাল কারাভোগ করা ব্যক্তি।

[কথিত আইনের দেশের যদি বিচার ব্যবস্থার এই দুরবস্থা হয়, তাহ'লে তারা অন্য দেশের বিচার ব্যবস্থা নিয়ে কিভাবে কথা বলতে পারে? (স.স.)]

মুসলিম জাহান

পাকিস্তানের উপর ভারতের বিমান হামলা

ভারতের বিমানবাহিনী পাকিস্তানের অভ্যন্তরে খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের জাব্বা এলাকায় কথিত জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংসের নামে গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ৩-টায় আকস্মিকভাবে বিমান হামলা চালায়। ১২টি মিরেজ ২০০০ জেট বিমান এ হামলায় অংশ নেয় এবং ১ হাযার কেজি বোমা বর্ষণ করে। তাতে ৩০০ থেকে ৩৫০ জঙ্গী সহ তাদের ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেয় বলে ভারতীয় বিমান বাহিনী দাবী করে। গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের পুলওমায় জঙ্গী হামলায় ৪০ জন ভারতীয় সেনা নিহত হয়। জইশ-এ-মুহাম্মাদ এ হামলার দায়িত্ব স্বীকার করে। এর প্রতিশোধ নিতে এই হামলা চালানো হয় বলে ভারত দাবী করে। তবে ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ এতে ভিন্নমত পোষণ করে। তারা বলেন, দু'বছর আগেই সেখান থেকে জইশ-ই মুহাম্মাদ তাদের ঘাঁটি গুটিয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে। স্থানটি এখন ফাঁকা ময়দান। বলা হয়েছে যে, এটি ছিল বিগত ৫০ বছরের মধ্যে পাকিস্তানের উপর ভারতের প্রথম বিমান হামলা।

হামলার কথা স্বীকার করলেও এতে কেউ নিহত হননি বলে দাবী করেছে পাকিস্তান। পাকিস্তানের বিভিন্ন গণমাধ্যমসহ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের সরেযমীন প্রতিবেদনে (ছবিসহ) দেখা গেছে, যে গ্রামটিতে বিমান হামলা হয়েছে, সেটি বালাকোট নয়, বরং খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের জাব্বা এলাকা। এটি রাজধানী ইসলামাবাদ থেকে ১০০ কিলোমিটার উত্তরে। উক্ত পাহাড়ী গ্রামে ৪০০-৫০০ লোকের বাস। সেখানে চারটি বোমা বিস্ফোরণের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে তিনটি পড়েছে বনের মধ্যে এবং একটি পড়েছে কৃষিক্ষেতে। এতে ১৭টি পাইন গাছ পুড়ে গেছে। একটি কুঁড়েঘরে একজন লোক সামান্য আহত হয়েছে এবং একটি কাক মারা গেছে। এছাড়া কিছু গাছে বোমার স্পিন্টার লেগে থাকতে দেখা গেছে। এছাড়া হামলায় সৃষ্টি হওয়া চারটি গর্তের আশপাশে বোমার ধ্বংসাবশেষও দেখা গেছে। এতে কেউ নিহত হননি বলে জানান স্থানীয়রা।

পরদিন ২৭শে ফেব্রুয়ারী পুনরায় আক্রমণ করতে গেলে ভারতীয় বিমান বাহিনীর দু'টি বিমান ভূপাতিত করে পাকিস্তান এবং একটি বিমানের পাইলটকে আটক করে। কিন্তু তাকে কোন শাস্তি না দিয়ে বরং উপযুক্ত নিরাপত্তা ও আতিথেয়তা দেখিয়ে শান্তি ও সৌহার্দের বার্তাস্বরূপ ভারতে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। এতে দেশটি বিশ্বজুড়ে উচ্চ প্রশংসা অর্জন করে।

অপরদিকে বিনা উস্কানিতে এ ধরনের হামলার ঘটনায় বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে নিন্দিত ও সমলোচিত হয়েছে ভারত। বিমান হামলায় ক্ষয়ক্ষতির ফিরিস্তি বিভিন্ন আকর্ষণীয় শিরোনামে উল্লেখ করা হ'লেও 'নির্ভরযোগ্য সূত্রে' কিছুই পাওয়া যায়নি। এমনকি তথাকথিত ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে সরকার কিংবা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সুনির্দিষ্ট কোন বক্তব্যও পাওয়া যায়নি। এদিকে পাকিস্তানে এই অযাচিত হামলায় খোদ ভারতেও সমালোচনার ঝড় উঠেছে। ভারতের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি প্রকৃত তথ্য দাবী করেছে। বিরোধীদল ও সিভিল সোসাইটির নেতারা বলেছেন, পুলওয়ামার ঘটনা নিয়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগামী মে মাসে আসন্ন নির্বাচনে জেতার জন্য যুদ্ধের নাটক সাজিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় বলেছেন, 'দেশের প্রয়োজনে যদি যুদ্ধ হয়, তাহ'লে আমরা দেশের সঙ্গে আছি। কিন্তু রাজনীতির প্রয়োজনে আমরা যুদ্ধ চাই না। নির্বাচনে জেতার জন্য আমরা যুদ্ধ চাই না। আমরা শান্তি চাই'।

সার্ব সেনাদের ধ্বংস করা মসজিদ আবার চালু হচ্ছে

দীর্ঘ প্রায় তিন যুগ পর আবার চালু হচ্ছে বসনিয়ার একটি ঐতিহাসিক মসজিদ। ১৯৯০ এর দশকে যুদ্ধের সময় মসজিদটি ধ্বংস করেছিল সার্ব সৈন্যরা। এত বছর পর আবার এই প্রাচীন মসজিদটি চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ বছরের ৭ই মে নতুন করে ছালাতের জন্য খুলে দেয়া হবে সেটি। ওছমানীয় খিলাফত কালে বসনিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় ফোকা শহরে নির্মিত এই মসজিদটির নাম আলাকা মসজিদ, যেটি যুদ্ধের সময় সার্ব সৈন্যরা ধ্বংস করে ফেলেছিল।

বসনিয়ার রত্ন নামে পরিচিত মসজিদটিকে কেউ কেউ বলে বিউটি অব ফোকা। ২০১৪ সালে মসজিদটি নতুন করে নির্মাণের কাজ শুরু করে তুরস্কের ডিরেক্টরেট জেনারেল অব ফাউন্ডেশন। সম্পূর্ণ তুর্কি অর্থায়নে আবার চালু হবে প্রাচীন এই মসজিদ। ইসলামিক ইউনিয়ন অব বসনিয়া হার্জেগোভিনা এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বসনিয়ার আগামী মসজিদ দিবসে (৭ই মে) এটি চালু হবে।

বলকান অঞ্চলের ছোট্ট দেশটি বহু বছর যুদ্ধের পর সার্বিয়ার কাছ থেকে স্বাধীন হয়েছে। সার্ব সৈন্যরা বসনীয় মুসলিমদের ওপর ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে- যার মধ্যে ১৯৯৫ সালের ৭ই মে'র সেব্রেনিচা গণহত্যা ইতিহাস বিখ্যাত। সেদিন জাতিসঙ্ঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর সামনেই হত্যা করা হয় কয়েক হাযার মুসলিমকে। বসনিয়া

Contents

ইসলামিক ইউনিয়নের তথ্যমতে, ঐ যুদ্ধে ৬১৪টি মসজিদ, ২১৮টি ছালাত কক্ষ, ৬৯টি কুরআন শিক্ষা কেন্দ্র, ৩৭টি কবরস্থান এবং ৪০৫টি ঐতিহ্যবাহী ইসলামী স্থাপনা ধ্বংস করা হয়। এছাড়া অন্তত ১০০ জন ইমামকে হত্যা করা হয়।

১৫৪৯ সালে নির্মিত হয়েছিল আলাকা মসজিদ যা বসনিয়ার অন্যতম সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ওছমানীয় যুগের স্থাপত্য নকশায় এটি তৈরী করা হয়েছিল। কিন্তু সার্ব সেনার এক বিস্ফোরণে মসজিদটি গুঁড়িয়ে দেয়। সে সময় মসজিদের পাথরগুলো দূরে নিয়ে ফেলা হয়। তখন আশপাশের আরো ১২টি মসজিদ ধ্বংস করেছিল সার্বিয়ার সৈন্যরা।

আল-আক্বছা মসজিদ প্রাঙ্গণ খোলার ঘোষণা ওয়াক্ফ কাউন্সিলের

ইস্রাঈলের আদেশ প্রত্যাখ্যান করে প্রাচীন জেরুযালেমের আল-আক্বছা মসজিদ প্রাঙ্গণ খোলার ঘোষণা দিয়েছে ওয়াক্ফ কাউন্সিল। এই মসজিদ মুসলমানদের কাছে অন্যতম প্রধান ধর্মীয় স্থান। কিন্তু গত ৪ঠা মার্চ সোমবার মসজিদ প্রাঙ্গণ বন্ধের আদেশ দেয় ইস্রাঈলের একটি আদালত। সাম্প্রতিক সময়ে এই মসজিদ প্রাঙ্গণ ঘিরে পুলিশের সাথে সেখানে ছালাত আদায় করতে আসা ফিলিস্তিনীদের সংঘর্ষ বাধে। ৫ই মার্চ মঙ্গলবার এক যরূরী বৈঠকে ওয়াক্ফ কাউন্সিলের প্রধান শেখ আবদুল আযীম সালহাব ঘোষণা দেন, 'রহমতের দরজা' নামে পরিচিত আল-আক্বছা মসজিদের 'বাবুর রাহমা' গেটটি মুসলমানদের জন্য খোলা থাকবে। কাউন্সিলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, বাবুর রাহমাহ এবং আল-আক্বছা মসজিদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইস্রাঈলের আদালতের দেয়া কোন আদেশ মানবে না তারা।

সালহাব বলেন, ওকায়ক্ফ কাউন্সিলকে ভবন সংস্কারের অনুমতি দিতে হবে ইস্রাঈলকে। একই সাথে পবিত্র প্রাঙ্গণ থেকে ওয়াক্ফ কর্মকর্তা, প্রহরী এবং এখানে ছালাত আদায় করতে আসা লোকজনের প্রবেশে যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে তা প্রত্যাহার করতে হবে। জেরুযালেম ভিত্তিক ওয়াদি হিলওয়ে ইনফরমেশন সেন্টারের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ফেব্রুয়ারীতে আল-আক্বছা মসজিদ প্রাঙ্গণে ১৩৩ ফিলিস্তীনীর প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। এদের মধ্যে কাউন্সিল প্রধান সালহাবও ছিলেন। তার ওপর ৪০ দিনের জন্য আল-আক্বছা মসজিদে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

এছাড়া কাউন্সিলের সহকারী পরিচালক শেখ নাজেহের ওপরও মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রবেশে চার মাসের নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারীতে ২২৯ জনকে আটক করে ইস্রাঈলী পুলিশ। গত মাসে ফিলিস্তীনীরা 'বাবুর রাহমাহ' খুলে দেয়ার পর থেকেই জেরুযালেমে উত্তেজনা শুরু হয়। তখন থেকেই ফিলিস্তীনী মুসলিমরা সেখানে অবস্থান নেন। উল্লেখ্য, একটি নিষিদ্ধ সংগঠন ভবনটিকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করছে এমন অভিযোগ এনে ২০০৩ সালে আল-আক্বছা মসজিদ বন্ধ করে দেয় ইস্রাঈল।

সিরীয় গৃহযুদ্ধে ৩৩৬টি রাসায়নিক হামলা

যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ায় গত ৮ বছরে কমপক্ষে ৩৩০টিরও বেশী রাসায়নিক হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবী করেছে জার্মানভিত্তিক থিংক ট্যাংক গ্লোবাল পাবলিক পলিসি ইনস্টিটিউট। 'নোহোয়্যার টু হাইড : দ্য লজিক অব কেমিসরেয়্যাল ওয়েপন্স ইউজ ইন সিরিয়া' শীর্ষক প্রতিবেদনে তারা এ দাবী করে। সংস্থাটির প্রতিবেদনে বলা হয়, সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ৩৩৬টি রাসায়নিক হামলার আলামত পাওয়া গেছে। এ হামলাগুলো বেশিরভাগই দেশটির সরকারী বাহিনী চালিয়েছে। আইএসও সেখানে ছয়টি রাসায়নিক হামলা চালিয়েছে। ২০১৩ সালের আগস্টের পর থেকেই সিরিয়ায় ৯০ শতাংশ রাসায়নিক হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে প্রাণ হারিয়েছে শত শত মানুষ। সংঘাতের প্রথম তিন বছরে যুক্তরাষ্ট্রের সিরিয়া-নীতি পরবর্তীতে পরিবর্তন হয়েছে। ২০১৮ সালের ১৯শে ডিসেম্বর ট্রাম্প ঘোষণা দেন সিরিয়া থেকে সব মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের। ২০১৬ সালে আইএসের কাছ থেকে মানবিজ দখল করে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত বিদ্রোহী গোষ্ঠী সিরিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ফোর্সেস (এসডিএফ)। এ জোটে রয়েছে মার্কিন সমর্থিত কুর্দিশ ওয়াইপিজি। তুরস্ক ওয়াইপিজিকে নিষিদ্ধ ঘোষিত কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টির (পিকেকে) শাখা সংগঠন মনে করে। উল্লেখ্য, ২০১১ সালে শুরু হওয়া গৃহযুদ্ধে সিরিয়ায় কয়েক লাখ মানুষ নিহত হয়েছে। বাস্তুচ্যুত হয়েছে ১০ লাখের বেশী মানুষ।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ভ্রাম্যমাণ মসজিদ!

বিশাল আকারের এক সাদা ও নীল রঙের ট্রাক। ধীরে ধীরে এটি পরিণত হয় প্রার্থনার স্থানে। ২০২০ সালের গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে বিভিন্ন দেশ থেকে আসা মুসলিম দর্শনার্থীরা যাতে ছালাত আদায় নিয়ে সমস্যায় না পড়েন, সেজন্য এ ব্যবস্থা। টোকিওর একটি স্পোর্টস ও কালচারাল ইভেন্টস কোম্পানী এই উদ্যোগ নিয়েছে। এই গাড়িতে একসাথে ৫০ জন ছালাত পড়তে পারবেন।

২০২০ সালকে সামনে রেখে এখনই প্রস্তুতি সেরে রাখছে জাপান। আয়োজকদের ধারণা, বিপুলসংখ্যক মুসলিম দর্শক ও খেলোয়াড়দের জন্য দেশটিতে মসজিদের সংখ্যা একেবারেই কম। এ কারণেই পরীক্ষামূলকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে এ গাড়ি। এটি আপাতত অবস্থান করবে পশ্চিম জাপানের টয়োটা শহরের টয়োটা স্টেডিয়ামের বাইরে। চালক একাই পরিচালনা করতে পারবেন এই গাড়িটি। সুইচ টিপলেই ধীরে ধীরে খুলে যাবে ২৫ টন ভার বহনে সক্ষম এই ট্রাকের দরজা। বাইরে থেকে দেখে খুবই সাধারণ মনে হ'লেও ছালাতের সময় খুলে যাবে ট্রাকের দুই পাশ। ফলে বাড়বে ট্রাকের ধারণক্ষমতাও। ৫১৫ বর্গফুট আয়তনের বর্ধিত এই গাড়িতে তখন অনায়াসে ৫০ জন একসাথে ছালাত আদায় করতে পারবেন। জাপানে সব মিলিয়ে এক থেকে দেড় লাখ মুসলিম ধর্মাবলম্বী বাস করেন। আয়োজকরা ভাবছেন, ধীরে ধীরে সব দেশেই ছড়িয়ে পড়বে এমন উদ্যোগ। মানুষে মানুষে বাড়বে সহমর্মিতা।

[আলহামদুলিল্লাহ! মাত্র দেড়লাখ মুসলিম অধিবাসীর প্রতি সম্মান জানিয়ে জাপানের এই সহমর্মিতা নিঃসন্দেহে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হিংসায় জর্জরিত পৃথিবীর নেতারা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন কি? (স.স.)]

বরফের তৈরী হোটেল

সম্প্রতি ফিনল্যান্ডের কিটিলা এলাকা ফিন্নিশে তৈরি করা হয়েছে একটি আইস হোটেল। আর এই হোটেলের সমস্ত দেয়াল জুড়ে রয়েছে গেম অব থ্রোনসের বিভিন্ন চরিত্র। শুধু তাই নয়, গেম সিরিজে আমরা যে দৃশ্যপট দেখতে পাই তাও রয়েছে এই বরফের হোটেলে। হোটেলটি তৈরি হয়েছে শুধু বরফ ও বরফের গুঁড়ো দিয়ে। কেউ যদি এই হোটেলে নিজেদের বিয়ে সারতে চান সে ব্যবস্থাও রয়েছে হোটেলের মধ্যে কিংস ল্যান্ডিং নামের হলে।

উত্তর মেরুর আর্টিক সার্কেলের ১২০ মাইল উপরে ফিন্নিশে তৈরি করা হয়েছে এই ল্যাপল্যান্ড হোটেল। আট লাখ ৮০ হাযার পাউন্ড বরফ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে হোটেলটি। বিভিন্ন দেশের ১২ জন শিল্পী প্রায় পাঁচ সপ্তাহ ধরে তৈরী করেছেন গেম অব থ্রোনসের চরিত্রসংবলিত বরফের হোটেল।

প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়; ইহা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

২৯তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা সম্পন্ন

রাজশাহী ২৮শে ফেব্রুয়ারী ও ১লা মার্চ বৃহস্পতি ও শুক্রবার :

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী ২৯তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়া ট্রাক টার্মিনাল ময়দানে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। ১ম দিন বাদ আছর বিকাল সোয়া ৪-টায় তাবলীগী ইজতেমা'১৯-এর সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান :

প্রথমে অর্থসহ পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর হিফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান। অতঃপর স্বাগত ভাষণ পেশ করেন তাবলীগী ইজতেমা ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ। অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত।

তিনি বলেন, গত ৫ দিনব্যাপী দেশ জুড়ে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে আজকে আছর থেকে হঠাৎ ইজতেমা ময়দান সহ আশপাশের এলাকায় বৃষ্টি মুক্ত আবহাওয়ার সূত্রপাত হওয়ায় এবং চিকচিকে রোদের মিষ্ট আবহ সৃষ্টি হওয়ায় আমরা সর্বাগ্রে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করছি। সাথে সাথে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেই অন্যবারের ন্যায় ইজতেমা ময়দান ভরে যাওয়ায় আমরা আপনাদের সকলের প্রতি আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। অতঃপর তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল ১৯৭৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী। সে হিসাবে এবার সংগঠন ৪১ বছর পূর্ণ হয়ে ৪২-এ পদার্পণ করল। সমাজ সংস্কারের যে লক্ষ্য নিয়ে সংগঠন শুরু হয়েছিল, সেটি অব্যাহতভাবে এগিয়ে চলেছে। মানুষ ক্রমেই এ আন্দোলনকে আপন করে নিচ্ছে। নিঃসন্দেহে বিশ্বের বুকে একমাত্র বিশুদ্ধ ইসলামী আন্দোলন হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলন। আমাদের এই ইজতেমা মূলতঃ সমাজ সংস্কারের ইজতেমা। যারা নিজেকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সংস্কার করতে চান, তারাই এখানে এসে থাকেন। তিনি সকলকে শৃংখলা ও সহমর্মিতার সাথে ইজতেমার ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্য বজায় রেখে এখানে দু'দিন অবস্থানের আহ্বান জানান। অতঃপর তিনি আল্লাহর নামে দু'দিনব্যাপী তাবলীগী ইজতেমার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

নির্ধারিত বক্তৃতা পর্ব :

উদ্বোধনী ভাষণের পর পূর্ব নির্ধারিত বিষয়বস্তু সমূহের উপর ১ম দিন রাত দেড়টা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বক্তব্য পেশ করেন যথাক্রমে (১) 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (মারকায), (২) 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য জামীলুর রহমান (কুমিল্লা), (৩) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর), (৪) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতার (নওগাঁ), (৫) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম (মারকায), (৬) বাহরাইন প্রবাসী মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম (রাজশাহী), (৭) নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা ইকবাল কবীর, (৮) সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান (৯) নির্ধারিত বক্তার অনুপস্থিতিতে অপেক্ষমাণ হিসাবে বক্তব্য রাখেন, মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (নারায়ণগঞ্জ যেলা সভাপতি), (১০) ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব।

আমীরে জামা'আতের ১ম রাতের ভাষণ :

এ দিন বাদ এশা প্রদত্ত সোয়া ১-ঘণ্টার ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা তাগাবুনের ২ আয়াতের আলোকে সুচিন্তিত ও সারগর্ভ আলোচনা পেশ করেন। তিনি বলেন, ঈমান ও কুফরের দ্বন্দ্বে বিভক্ত সমাজে শান্তি ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হ'ল আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান অনুসরণ করা। কুফরের উপরে আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত করাই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত হেদায়াত অনুযায়ী সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানকারী। তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বের পতিত মানবতাকে উদ্ধার করতে হ'লে কুরআনের সঠিক জ্ঞানের কোন বিকল্প নেই। আর কুরআনের তাফসীর বুঝতে হবে হাদীছ দিয়ে। মূলতঃ কুরআন ও হাদীছের সঠিক জ্ঞানের অভাবেই মানুষ শিরক ও বিদ'আতের পাপে হরহামেশা লিপ্ত হচ্ছে। তিনি বলেন, কেবলমাত্র বিশুদ্ধ আক্বীদাই পারে মানুষকে ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন নাজাত দিতে। অতএব আমাদেরকে অবশ্যই সার্বিক জীবনে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর হেদায়াত অনুসরণ করতে হবে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সেই হেদায়াত সমূহের প্রচার, অনুশীলন ও বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। আমরা আমাদের আন্দোলনের সফলতার জন্য আল্লাহ পাকের রহমত ও সাহায্য কামনা করি।

দ্বিতীয় দিন :

২য় দিন বাদ ফজর মারকাযী জামে মসজিদে **দরসে কুরআন** পেশ করেন **মুহতারাম আমীরে জামা'আত**। একই সময় ইজতেমা প্যাণ্ডেলে **দরসে হাদীছ** পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতার। অতঃপর সেখানে বেলা ১১-টা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে আলোচনা পেশ করেন যথাক্রমে (১) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন (নরসিংদী), (২) সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা (রাজশাহী), (৩) সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া), (৪) ঢাকা তা'মীরুল মিল্লাত মাদ্রাসার সাবেক ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা সাঈদুর রহমান (বি-বাড়িয়া), (৫) সিঙ্গাপুর 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মু'আযযম হোসাইন (বগুড়া)। এরপর শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর সহকারী সম্পাদক (৬) ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও (৭) শরীফুল ইসলাম (বাহরাইন)।

মহিলা সমাবেশ :

ইজতেমার ২য় দিন শুক্রবার সকাল ৯-টা হ'তে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর বালিকা শাখা 'মহিলা সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা' ময়দানে মহিলাদের সুবৃহৎ প্যাণ্ডেলে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র কেন্দ্রীয় কমিটির তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে সকাল সাড়ে ১০-টায় দেওয়া প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত পর্দার অন্তরালে সমবেত মা-বোনদের উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে কষ্ট স্বীকার করে ইজতেমায় আসার জন্য ও

Contents

এখানে ধৈর্য্যের সাথে দু'দিন অবস্থানের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট উত্তম জাযা কামনা করেন। অতঃপর তিনি সকলকে 'আন্দোলন'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে স্ব স্ব স্থানে যথাযথভাবে ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

যুব সমাবেশ :

২য় দিন সকাল ৯-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে 'যুবসমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা আলে ইমরান ১৩৩ আয়াতের আলোকে বলেন, আজকে আমি তোমাদেরকে নছীহতস্বরূপ বলব যে, তোমরা জান্নাত লাভের জন্য প্রতিযোগিতা কর এবং নিজেদের ঘোষিত লক্ষ্যে অবিচল থাকো। তিনি বলেন, তোমাদেরকে লক্ষ্যচ্যুত করার জন্য অতীতেও ষড়যন্ত্র হয়েছে, এখনো হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। তোমাদের সামনে লোভনীয় প্রস্তাব আসবে। তিনি বলেন, সংগঠন চালাতে গেলে প্রথম বাধা আসে নিজের ঘর থেকে। এরপর ধীরে ধীরে বাধা বাড়তে থাকে। যে লক্ষ্যে ৪০ বছর পূর্বে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গঠিত হয়েছিল তা সামনে রেখে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে এগিয়ে চল। দুনিয়াবী কোন লোভের বশবর্তী হয়ে লক্ষচ্যুত হওয়া যাবে না। তোমাদের মধ্যে যেন জোশ ও উৎসাহ আরও বৃদ্ধি পায়, আমরা সর্বান্তঃকরণে আল্লাহ্‌র নিকট সেই দো'আ করি। আজ তরুণদের মধ্যে অনেকেই জঙ্গীবাদে ঝুঁকে পড়ছে। তারা আমাদেরই সন্তান। তারা তোমাদেরই ভাই। তাদেরকে সঠিক পথ দেখানো তোমাদের অন্যতম দায়িত্ব।

'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন (১) 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, (২) যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, (৩) 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্বীম আহমাদ, (৪) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হাই, (৫) 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার ও (৬) সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জালালুদ্দীন।

অতঃপর যেলা দায়িত্বশীলদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন (১) 'যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুর রহমান, (২) কুমিল্লা যেলা সভাপতি আহমাদুল্লাহ, (৩) ঠাকুরগাঁও যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ রাজীবুল ইসলাম, (৪) রংপুর যেলা সভাপতি আব্দুন নূর, (৫) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি আব্দুর রঊফ, (৬) রাজশাহী সদর সাংগঠনিক যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ নাজীদুল্লাহ, (৭) বগুড়া যেলা সভাপতি আল-আমীন ও (৮) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। সমাবেশে 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন স্তরের বিপুল সংখ্যক কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

জুম'আর খুৎবা :

ইজতেমার ২য় দিন শুক্রবার ইজতেমা ময়দানে মুহতারাম আমীরে জামা'আত এবং মারকায জামে মসজিদে সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। এ সময় মূল প্যাণ্ডেল ছাড়াও প্যাণ্ডেলের বাইরে ও মহাসড়কে খোলা স্থানে বসে মুছল্লীগণ খুৎবা শ্রবণ করেন। মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, মানুষের দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশার ও প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ভিন্ন কিছুই নয়। বিচক্ষণ মুমিন তিনি, যিনি নিজের মৃত্যুকে সর্বদা স্মরণ করেন এবং স্বীয় জীবদ্দশায় পরকালীন মুক্তির জন্য সর্বাধিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিনি সবাইকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে স্ব স্ব জীবনকে আলোকিত করার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য যে, অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ. এইচ. এম. খায়রুজ্জামান লিটন জুম'আর খুৎবায় যোগদান করেন। ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে তিনি মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে নিজের গতবারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন এবং ইজতেমা ময়দানের জন্য সরকারী খাস জমি বরাদ্দের আশ্বাস দেন।

২য় দিন বাদ আছর থেকে ফজর পর্যন্ত :

এদিন বাদ আছর হ'তে পুনরায় ইজতেমার কার্যক্রম শুরু হয়ে ফজরের আগ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এদিন নির্ধারিত বিষয়বস্তু সমূহের উপর ধারাবাহিকভাবে বক্তব্য পেশ করেন (১) 'আন্দোলন'-এর শূরা সদস্য মাওলানা দুররুল হুদা (রাজশাহী)। (২) শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন, আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম রিয়াদ শাখার সাবেক সহ-সভাপতি জুনায়েদ মুনীর (ঢাকা) ও (৩) 'আন্দোলন'-এর ঢাকা যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আহসান (ঢাকা)। অতঃপর বক্তব্য রাখেন, (৪) জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী, (৫) কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন (সাতক্ষীরা), (৬) 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (মারকায), (৭) 'আন্দোলন'-এর দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (মারকায), (৮) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হাই (রাজশাহী)। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন, (৯) মাওলানা আব্দুল আউয়াল, প্রতিষ্ঠাতা মুনীরিয়া বাহারুল উলূম আলিম মাদ্রাসা, কুরুষকুল (কক্সবাজার)। অতঃপর নির্ধারিত বক্তা (১০) ঢাকার নর্দা সরকারবাড়ী জামে মসজিদের খত্বীব ড. ইমাম হোসাইন (ঢাকা), (১১) খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (খুলনা), (১২) মাওলানা মুখলেছুর রহমান (নওগাঁ), (১৩) মাওলানা আবুবকর (রাজশাহী)। এরপর অনির্ধারিতভাবে আলোচনা করেন, (১৪) মাওলানা বদরুযযামান (সাতক্ষীরা)। অতঃপর ফজরের আগ পর্যন্ত শেষ বক্তা ছিলেন (১৫) হাফেয শামসুর রহমান (ঢাকা)।

আমীরে জামা'আতের ২য় রাতের ভাষণ :

এ রাতে বাদ এশা মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা শূরা ১৩ আয়াতের আলোকে ভাষণ পেশ করেন। তিনি বলেন, সমস্ত নবী-রাসূলদের দাওয়াত ছিল ইক্বামতে দ্বীন। যার অর্থ 'ইক্বামতে তাওহীদ'। এ ব্যাপারে সকলে একমত। এখন ইক্বামতে দ্বীন সম্পর্কে ধূম্রজাল সৃষ্টি করা হচ্ছে। সকল মুফাসসির একদিকে। আর আধুনিক কিছু মুফাসসির আরেকদিকে। তারা বলেন, ইক্বামতে দ্বীন অর্থ ইক্বামতে হুকুমত। তিনি বলেন, যদি তাই হয়ে থাকে তাহ'লে আদম (আঃ) হ'তে শুরু করে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকলেই কি রাষ্ট্র কায়েমের জন্য এসেছিলেন? ইব্রাহীম (আঃ) তো রাষ্ট্রনেতা হ'তে পারেননি। যে সকল নবী-রাসূল রাষ্ট্র কায়েম করতে পারেননি তারা কি সবাই ব্যর্থ? নীলনদে ফেরাঊনের সদলবলে ডুবে মরার পর মূসা (আঃ) চাইলে আবার ফিরে গিয়ে ফেরাঊনের শূন্য সিংহাসনে বসতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। কারণ এতে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছিল না। তিনি বলেন, মানুষ পরিবর্তন করা বেশী যরূরী নাকি সিংহাসন পরিবর্তন করা বেশী যরূরী? অবশ্যই মানুষ পরিবর্তন সর্বাধিক যরূরী। প্রত্যেক নবী-রাসূল সে কাজই করে গিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দলমত নির্বিশেষে সকল আদম সন্তানকে ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির জন্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আহ্বান জানায়।

Contents

ইজতেমায় গৃহীত প্রস্তাব সমূহ :

আমীরে জামা'আতের ভাষণের পর 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম সরকারের নিকট নিম্নোক্ত প্রস্তাব ও দাবী সমূহ পেশ করেন এবং উপস্থিত সকলে হাত তুলে সমস্বরে সেগুলির প্রতি জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেন।-

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে।

(২) মানুষের রক্তচোষা সূদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বাতিল করে অনতিবিলম্বে ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে হবে এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সূদী এনজিও ও দাদন ব্যবসায়ী মহাজনী সূদী প্রথা এবং সেই সাথে অফিস-আদালত থেকে ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

(৩) হিংসা ও প্রতিহিংসার রাজনীতি বন্ধ করে দল ও প্রার্থীবিহীন ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

(৪) আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে বিষোদগার বন্ধ করতে হবে এবং জঙ্গীবাদের মিথ্যা অপবাদ ও মামলা দিয়ে নির্দোষ ব্যক্তিদের হয়রানী করা এবং ইসলামী বই-পুস্তককে 'জিহাদী বই' বলে আখ্যায়িত করার অপতৎপরতা বন্ধ করতে হবে।

(৫) জঙ্গীবাদের বিশ্বাসগত ত্রুটিসমূহ দূর করার জন্য এবং সামাজিক অনাচার সমূহ প্রতিরোধের জন্য শিক্ষার সর্বস্তরে বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(৬) এ সম্মেলন দলনিরপেক্ষভাবে দেশের সকল প্রতিষ্ঠানে মেধাবী, যোগ্য ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের নিযুক্ত করার আহ্বান জানাচ্ছে।

(৭) যুব সমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধে মাদকের অব্যাহত সয়লাব ও ইন্টারনেটের অশ্লীল কনটেন্ট সমূহ বন্ধ করতে হবে।

(৮) পিস টিভি বাংলার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য এ সম্মেলন সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

(৯) চকবাযারের চুড়িহাট্টায় ও মীরপুরের বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে হতাহতদের পরিবারের প্রতি এ সম্মেলন গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে এবং নিহতদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছে। সেই সাথে আবাসিক এলাকা থেকে রাসায়নিক গুদামগুলো দ্রুত স্থানান্তরের জোর দাবী জানাচ্ছে।

(১০) ভারতের নিষ্ঠুর পানি কূটনীতির কারণে বাংলাদেশের নদীসমূহ ক্রমশঃ মানচিত্র থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। দেশের সেফগার্ড হিসাবে খ্যাত 'সুন্দরবন' ক্রমে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করার জন্য এ সম্মেলন সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

(১১) আরাকানে রোহিঙ্গা গণহত্যার বিচার এবং মিয়ানমারে তাদের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল করে সেখানে সসম্মানে তাদেরকে পুনর্বাসনের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এ সম্মেলন জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

(১২) সিরিয়া, কাশ্মীর, ইয়েমেন ও চীনের উইঘুর মুসলমানসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে নিরীহ-নির্দোষ মানুষ হত্যার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং অবিলম্বে এই অন্যায় যুদ্ধ ও হত্যাযজ্ঞ বন্ধে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ওআইসি ও জাতিসংঘের প্রতি দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।

(১৩) এ সম্মেলন বিভিন্ন সরকারী অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীদের হিজাব ও নিকাব পরিধান ও ছালাত আদায়ের বিরুদ্ধে এবং তাদের নিকট ইসলামী বই খোঁজার নামে যেসব দমননীতি চলছে, তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

(১৪) এ সম্মেলন অনতিবিলম্বে কাদিয়ানীদের 'অমুসলিম' ঘোষণার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

বিদায়ী ভাষণ ও দো'আ :

ইজতেমার ৩য় দিন শনিবার ইজতেমার মূল প্যাণ্ডেলে **মুহতারাম আমীরে জামা'আত**-এর ইমামতিতে ফজরের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়। ছালাত শেষে তিনি মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বিদায়ী ভাষণ পেশ করেন এবং সকলে ছহীহ-সালামতে স্ব স্ব গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়ার জন্য আল্লাহর নিকটে দো'আ করেন। অতঃপর সভাপতি হিসাবে তিনি সবাইকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে মজলিস ভঙ্গের দো'আ পাঠের মাধ্যমে দু'দিনব্যাপী ২৯তম বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ইজতেমার অন্যান্য রিপোর্ট

১. সঞ্চালক বৃন্দ : দু'দিনব্যাপী তাবলীগী ইজতেমার বিভিন্ন অধিবেশনে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে (১) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম, (২) ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারূণুর রশীদ, (৩) 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মান্নান, (৪) 'আন্দোলন'-এর সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, (৫) বৃহত্তর কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলার অন্তর্গত চাঁদপুর সদর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসাইন।

২. অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত : তাবলীগী ইজতেমার বিভিন্ন অধিবেশনে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করেন (১) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর হিফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান (বগুড়া), (২) ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বগুড়া), (৩) 'আল-'আওন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির (রাজশাহী), (৪) মারকাযের মক্তব বিভাগের শিক্ষক ক্বারী আব্দুল আউয়াল (রাজশাহী), (৫) হাফেয শাহরিয়ার (রাজশাহী), (৬) হাফেয ইরতিযা আবরার (খুলনা) ও (৭) আল-আমীন (গাযীপুর)।

৩. জাগরণী : ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন (১) আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠীর সদস্য আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বগুড়া), (২) মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট), (৩) আব্দুল্লাহ আল-মামূন (সাতক্ষীরা), (৪) রোকনুয্যামান (সাতক্ষীরা), (৫) ইয়াকূব (মেহেরপুর), (৬) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ছাত্র আসাদুল্লাহ আল-গালিব (রাজশাহী), (৭) ফরীদুল ইসলাম (নাটোর), (৮) আলে ইমরান (রাজশাহী), (৯) রামাযান আলী (রাজশাহী), (১০) আব্দুল্লাহ শাকিল (নাটোর), (১১) রেযওয়ান (রাজশাহী) ও (১২) মুসলিমুদ্দীন (দিনাজপুর)।

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও তাবলীগী ইজতেমায় উপস্থিতি ছিল ব্যাপক। ট্রাক টার্মিনাল ময়দানের পাশাপাশি এ বছর মারকাযের পশ্চিম ও পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানেও প্যাণ্ডেল করা হয় এবং প্রজেক্টরের মাধ্যমে ট্রাক টার্মিনাল থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। তাছাড়া মহিলা মাদরাসায় বৃহদাকার দু'টি প্যাণ্ডেল এবং ট্রাক টার্মিনালের দক্ষিণ পার্শ্বে স্থানীয় মহিলাদের জন্য পৃথক প্যাণ্ডেল ও প্রজেক্টরের ব্যবস্থা করা হয়। পুরুষ, মহিলা মিলে মোট ৭টি প্যাণ্ডেল ও প্রজেক্টরের ব্যবস্থা করা হয়।

অন্যান্য বারের ন্যায় এবারেও ইজতেমায় দেশের প্রায় সকল যেলা থেকে বিভিন্ন যানবাহন যোগে লক্ষাধিক ধর্মপ্রাণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন। সঊদী আরব, সিঙ্গাপুর ও বাহরাইন সহ অন্যান্য দেশ থেকেও সদ্য দেশে ফেরা অনেক প্রবাসী কর্মী ও সুধী ইজতেমায় যোগদান করেন। তাছাড়া ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের হাযার হাযার শ্রোতা ইজতেমার সরাসরি লাইভ প্রোগ্রাম দেখেন।

৪. এজেন্ট সম্মেলন'১৯ :

ইজতেমার ২য় দিন বিকাল সাড়ে ৪-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে মাসিক আত-তাহরীক-এর এজেন্ট সম্মেলন'১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত

Contents

সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে আত-তাহরীক-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মণ্ডলীর মাননীয় সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সমবেত এজেন্টদের উদ্দেশ্যে সূরা মায়েদার ৬৭ আয়াতের আলোকে বলেন, দুনিয়াতে মানুষ যে সকল পুরস্কার অর্জন করে সেগুলি সে বাড়ীর শোকেসে অথবা বৈঠকখানায় রেখে কবরে চলে যায়। কিন্তু আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কৃত দাওয়াতী কাজের পুরস্কার মানুষ সাথে কবরে নিয়ে যায়। তিনি বলেন, এজেন্ট ভাইয়েরা! আপনাদের নেকীর পাল্লায় কত যে নেকী জমা হয়েছে তা স্রেফ আল্লাহ্ই জানেন। অনেকেই আপনাদেরকে হকার বলেন। হ্যাঁ! আপনিই আল্লাহ্র হকার। হকাররা স্রেফ টাকার জন্য হকারী করে। আর আপনারা করেন নেকীর জন্য। আপনারা করেন দ্বীনের দাওয়াত চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে। তাই অন্যান্যদের সাথে আপনাদের আসমান-যমীনের পার্থক্য। আমাদেরই এক ভাই প্রথমে মাত্র ২০ কপি তাহরীক দিয়ে শুরু করেন। বর্তমানে তিনি ১২০ কপি তাহরীক বিক্রি করেন। আমরা দো'আ করি, যারা এভাবে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছেন আল্লাহ পাক তাদেরকে যেন সর্বোত্তম জাযা দান করেন। আমরা এজেন্ট ভাইদের জন্য খাছ করে দো'আ করি- তারা যেন আরও বেশী তৎপর হ'তে পারেন এবং তাহরীকের প্রচার ও প্রসারে নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে পারেন। সেই সাথে তাহরীকের সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক, গবেষণা বিভাগের পরিচালক, সিনিয়র ও জুনিয়র গবেষকদের জন্যও দো'আ করি। আল্লাহ তাদের মেধাকে আরও বাড়িয়ে দিন!

'আত-তাহরীক' সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, সঊদী আরব শাখার সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতার ও বাহরাইন প্রবাসী মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম প্রমুখ। সম্মেলনে 'আত-তাহরীক'-এর পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশ করেন সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। এজেন্টদের পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশ করেন ছফিউল্লাহ খান (নারায়ণগঞ্জ) ও আল-আমীন (বগুড়া)। সম্মেলনে সর্বাধিক পত্রিকা বিক্রয়কারী এজেন্ট হিসাবে ১ম স্থান অধিকারী জনাব আনীসুর রহমান (বগুড়া), ২য়- রেযাউল করীম (রংপুর) ও ৩য়- হাবীবুর রহমান (সাতক্ষীরা)-এর হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন মাননীয় প্রধান অতিথি।

অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার ছাত্র হাফেয রামাযান আলী এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী কুমিল্লার সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা সহকারী ড. নূরুল ইসলাম।

৫. জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান :

বিগত বছরের ন্যায় এবারও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে 'জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়। এবারের নির্বাচিত গ্রন্থ ছিল 'রিয়াযুছ ছালেহীন (প্রথমার্ধ) (১-৪৬৭ পৃ.)'। এতে শীর্ষস্থান অধিকারী তিনজন হ'ল যথাক্রমে- (১) মুহাম্মাদ আলে-ইমরান (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), (২) মুহাম্মাদ এ এইচ মাহফূয (রাজশাহী) ও (৩) ইরফানুল ইসলাম ফাহীম (কুমিল্লা)। এছাড়া ৫ জনকে বিশেষ পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়। তারা হ'ল যথাক্রমে- (১) রায়হানুদ্দীন (দিনাজপুর), (২) শাহীন রেযা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), (৩) নাজমুল আহসান (সাতক্ষীরা), (৪) আল-সাবাহ (গাইবান্ধা), (৫) রাগিব হাসান রূহান (পাবনা)। ইজতেমার দ্বিতীয় দিন রাতে ইজতেমা মঞ্চে বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা সনদ ও পুরস্কার তুলে দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত।

৬. নতুন হাফেযদের পুরস্কার প্রদান :

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর হিফয বিভাগ হ'তে ২০১৮ সালে হিফয সম্পন্নকারী ১১ জন এবং মহিলা শাখার ১ জন হাফেযাকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। হিফয সম্পন্নকারীরা হ'ল, (১) আল-আমীন (গাযীপুর), (২) আব্দুর রহমান (রাঙ্গামাটি), (৩) আনাস (ময়মনসিংহ), (৪) মা'ছূম বিল্লাহ (নাটোর), (৫) হুযাইফা (যশোর), (৬) আরাফাত (নওগাঁ), (৭) তাওয়াবুর রহমান (রাজশাহী), (৮) ছাদিকুল ইসলাম (রাজশাহী), (৯) ওয়ালিউল্লাহ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), (১০) ইয়াসীন আলী (নাটোর) ও (১১) আজমাল হক (রাজশাহী)। মহিলা শাখার হিফয সম্পন্নকারী হ'ল, (১) ফাতেমা (রাজশাহী)।

৭. দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ :

তাবলীগী ইজতেমা'১৯ উপলক্ষে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মারকায এলাকার পক্ষ থেকে *'ছওতুল মারকায'* নামে দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যা ইজতেমা প্যাণ্ডেলের পূর্ব পার্শ্বস্থ বুক স্টলের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় প্রদর্শিত হয়।

৮. ফৎওয়া বুথ :

গতবারের ন্যায় এবারও ফৎওয়া বুথের ব্যবস্থা করা হয়। আত-তাহরীক কার্যালয়ে স্থাপিত ফৎওয়া বুথে বিভিন্ন যেলা থেকে আগত কর্মী ও সুধীবৃন্দের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর গবেষণা সহকারী মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম ও আহমাদুল্লাহ। ইজতেমার ২য় দিন বিকাল ৪-টা থেকে রাত ১২-টা পর্যন্ত এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকে।

৯. আল-'আওন :

২০১৭ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা আল-'আওনের প্রতিষ্ঠার পর থেকে গত ২ বছরে ১৬টি যেলা গঠন করা হয়েছে এবং ২ হাযারের অধিক রক্তদাতা সংগ্রহ করা হয়েছে। এ সংস্থার মাধ্যমে ৩০০ জনের অধিক মানুষকে রক্তদান করা হয়েছে। রক্তদানের এ কার্যক্রমে শ্রেষ্ঠ যেলা ও শ্রেষ্ঠ সংগঠক নির্বাচন করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৯ সেশনে শ্রেষ্ঠ যেলা রংপুর ও ঠাকুরগাঁও এবং শ্রেষ্ঠ সংগঠক ডা. আবু নাঈম মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম (নারায়ণগঞ্জ)। আর সেরা রক্তদাতা (১) ড. এ. এস. এম. আযীযুল্লাহ (সাতক্ষীরা), (২) আবু হানীফ (নওগাঁ)। ইজতেমার দ্বিতীয় দিন রাতে তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত।

কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন : ২০১৯-২১ সেশনের জন্য স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা আল-'আওনের কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। নবগঠিত কর্মপরিষদ নিম্নরূপ :

পদবী	নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা
সভাপতি	ডা. আব্দুল মতীন (ঢাকা)	এম.বি.বি.এস
সহ-সভাপতি	লতীফুল ইসলাম (রাজবাড়ী)	এম.এ
সাধারণ সম্পাদক	মুহাম্মাদ জাহিদ (রাজশাহী)	বি.বি.এ (অধ্যয়নরত)
সাংগঠনিক সম্পাদক	আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির (সাতক্ষীরা)	বি.এ (অনার্স) (অধ্যয়নরত)
অর্থ সম্পাদক	ফয়ছাল মাহমূদ (সাতক্ষীরা)	কামিল (ফল প্রার্থী)
প্রচার সম্পাদক	আবুল বাশার (রংপুর)	বি.এ (অনার্স) (অধ্যয়নরত)
সমাজকল্যাণ সম্পাদক	মাহমূদ (ফরিদপুর)	এইচ.এস.সি
প্রশিক্ষণ সম্পাদক	আব্দুল্লাহ আল-মামূন (সাতক্ষীরা)	বি.এ (অনার্স) (অধ্যয়নরত)
দফতর সম্পাদক	আব্দুল বাছীর (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)	বি.এ (অনার্স) (অধ্যয়নরত)

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী'১৯ হ'তে ২২শে ফেব্রুয়ারী'১৯ পর্যন্ত 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ গাইবান্ধা-

Contents

পূর্ব, কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ, গাইবান্ধা-পশ্চিম ও সিরাজগঞ্জ যেলার বিভিন্ন এলাকায় তাবলীগী সফর করেন। বিস্তারিত রিপোর্ট নিম্নরূপ।-

গাইবান্ধা-পূর্ব ১০ই ফেব্রুয়ারী রবিবার হতে ১৪ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ গত ১০ই ফেব্রুয়ারী যেলার সদর থানাধীন খাবার বোয়ালিয়া খেয়াঘাট বাযার ওয়াক্তিয়া মসজিদে, ১১ই ফেব্রুয়ারী সোমবার সদর থানাধীন রাধাকৃষ্ণপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ আছর জৌদ গৌর সরকার দারুল হুদা আলিম মাদ্রাসা জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব নশরতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ এশা থানসিংহপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, ১২ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার বাদ ফজর বোয়ালীঘাট বাযার ওয়াক্তিয়া আহলেহাদীছ মসজিদে, বাদ যোহর সদর থানাধীন পূর্ব কোমরনই গোদারহাট দক্ষিণপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ আছর দক্ষিণ ঘাগোয়া সোনারকুড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ এশা খামার চাঁন্দেরভিটা হাজীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, ১৩ ফেব্রুয়ারী বুধবার বাদ যোহর সদর থানাধীন রামচন্দ্রপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ আছর গাইবান্ধা পশ্চিম যেলার পলাশবাড়ী থানাধীন কুমেদপুর ডিপ বাযার (তাওহীদ ট্রাষ্ট প্রাঃ) নির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব সদর থানাধীন খামার তিনদহ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ এশা পাঠানডাঙ্গা চৌরাস্তার মোড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাবলীগী সফর করেন।

কুড়িগ্রাম দক্ষিণ ১৪ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার হ'তে ১৬ই ফেব্রুয়ারী শনিবার : গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী হ'তে ১৬ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কুড়িগ্রাম দক্ষিণ যেলার বিভিন্ন এলাকায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ তাবলীগী সফর করেন। ১৫ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার তিনি বাদ ফজর রৌমারী থানাধীন রৌমারী উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আলোচনা সভা করেন এবং চর ঘুঘুমারী নতুন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তিনি জুমআর খুৎবা প্রদান করেন। অতঃপর বাদ মাগরিব মিয়ারচর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ এশা টাপুরচর বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাবলীগী সফর করেন। ১৬ই ফেব্রুয়ারী শনিবার একই মসজিদে বাদ ফজর টাপুরচর হাফেযিয়া মাদ্রাসার ছাত্রদের নিয়ে 'সোনামণি' সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা করেন। অতঃপর বাদ যোহর রৌমারী পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাবলীগী সফর করেন। একই দিন যেলার রাজিবপুর থানাধীন উত্তর জোয়ানেরচর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বাদ মাগরিব এবং বাদ এশা কড়াতীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাবলীগী সফর করেন। উক্ত সফর সমূহে কেন্দ্রীয় মেহমানের সঙ্গে ছিলেন কুড়িগ্রাম দক্ষিণ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান ও উত্তর জোয়ানেরচর জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম।

গাইবান্ধা ১৭ই ফেব্রুয়ারী রবিবার হ'তে ২১শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার : ১৭ই ফেব্রুয়ারী রবিবার যেলার সদর থানাধীন ত্রিমোহিনী ফারাযীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বাদ এশা, ১৮ই ফেব্রুয়ারী সোমবার ফুলছড়ি থানাধীন চর ঝানঝাইড় আত-তাওহীদ আস-সালাফিইয়া মাদ্রাসা জামে মসজিদে বাদ যোহর তিনি তাবলীগী সফর করেন। ১৯শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার বাদ যোহর সদর থানাধীন খোলাহাটী জামে মসজিদে, বাদ আছর চাপাদহ হাফেযিয়া মাদ্রাসা জামে মসজিদে, বাদ এশা পলাশবাড়ী থানাধীন কিসমত কেঁওয়াবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, ২০শে ফেব্রুয়ারী বুধবার বাদ আছর সদর থানাধীন গোয়াইলবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব পলাশবাড়ী থানাধীন কুমিদপুর বাযার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ এশা পুঁটিমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, ২১শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার বাদ ফজর কিসমত কেঁওয়াবাড়ী পশ্চিমপাড়া নতুন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাবলীগী সফর করেন।

উক্ত সফর সমূহে তার সফরসঙ্গী ছিলেন গাইবান্ধা-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ শুজাউল করীম, 'আন্দোলন'-এর প্রাথমিক সদস্য মুহাম্মাদ আনোয়ার, মুহাম্মাদ ফযলুল হক, আবু সাঈদ, মাকছুদুল হক ও গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ রাসেল প্রমুখ।

সিরাজগঞ্জ ২২শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার : যেলার কাযীপুর থানাধীন বরইতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

মারকায সংবাদ

জঙ্গীবাদ বিরোধী কুইজ ও কবিতা রচনা প্রতিযোগিতা

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর উদ্যোগে গত ১৪ই মার্চ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০-টায় মারকায মিলনায়তনে জঙ্গীবাদ বিরোধী কুইজ ও কবিতা রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব রচিত 'জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব' এবং জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ভূমিকা' গ্রন্থ দু'টি কুইজ প্রতিযোগিতার জন্য নির্ধারিত ছিল। কুইজ প্রতিযোগিতায় মারকাযের ৯০ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে। এতে রায়হানুদ্দীন (১০ম) ১ম স্থান, ইরফানুল ইসলাম ফাহীম (১০ম) ২য় স্থান এবং রিযওয়ান কবীর (৯ম) ৩য় স্থান অধিকার করে। আর জঙ্গীবাদ বিরোধী কবিতা রচনা প্রতিযোগিতায় মুহাম্মাদ শামীম উছমান (ছানাবিয়াহ ২য় বর্ষ) ১ম স্থান, আফসারুদ্দীন (ছানাবিয়াহ ১ম বর্ষ) ২য় স্থান এবং এবং আব্দুল হাই আল-হাদী (৮ম) ৩য় স্থান অধিকার করে। বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নূরুল ইসলাম। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মারকাযের শিক্ষক ফায়ছাল আহমাদ ও ফায়ছাল মাহমূদ। সমন্বয়ক ছিলেন সিসিডি, বাংলাদেশ রাজশাহীর প্রজেক্ট অর্গানাইজার তাহমীদ হোসেন (অন্ত)। অনুষ্ঠানে শামীম ওছমান জঙ্গীবাদ বিরোধী কবিতা আবৃত্তি করে এবং মোস্তাফীযুর রহমান (কুল্লিয়া ১ম বর্ষ) ও ইমরুল ক্বায়েস (ছানাবিয়াহ ১ম বর্ষ) 'চরমপন্থীদের ভ্রান্ত আক্বীদা খণ্ডন' বিষয়ে এক মনোজ্ঞ সংলাপ পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে ছাত্ররা স্বহস্তে লিখিত সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ বিরোধী রঙিন পোষ্টার প্রদর্শন করে এবং 'অহি-র শিক্ষা গ্রহণ করি, জঙ্গীবাদমুক্ত দেশ গড়ি' শীর্ষক স্লোগান রচনা করে।

সিসিডি বাংলাদেশ ও দ্য আমেরিকান সেন্টার, যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস, ঢাকা-এর পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে মিডিয়া পার্টনার ছিল স্থানীয় রেডিও পদ্মা।

উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে ২৫শে জানুয়ারী'১৯ শুক্রবার সকাল ৮.৩০ থেকে বিকাল ৫-টা পর্যন্ত মারকায মিলনায়তনে জঙ্গীবাদ বিরোধী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন, রাজশাহী-এর এডিশনাল এসপি জনাব আবুল কালাম আযাদ। অন্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন সিসিডি'র ফ্যাসিলিটেটর আশিকুর রহমান ও মাহবূবুর রহমান। উক্ত প্রশিক্ষণে মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল প্রধান অতিথির সম্মুখে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর জঙ্গীবাদ বিরোধী ভূমিকা ও কার্যক্রম তুলে ধরেন এবং প্রধান অতিথিকে উক্ত দু'টি পুস্তক সহ 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বই উপহার দেন। তিনি 'আন্দোলন'-এর জঙ্গীবাদ বিরোধী ভূমিকা শ্রবণ করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে মোট ৩২ জন ছাত্র অংশগ্রহণ করে।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৪১) : এক ব্যক্তির লাশ দাফনের জন্য খাটিয়ায় করে গোরস্থানে নিয়ে যাওয়ার পথে তুলনামূলক অধিক ভারী মনে হচ্ছিল। এর পিছনে বিশেষ কোন কারণ আছে কি? এমনকি হ'তে পারে যে তার আমলনামা সমৃদ্ধ হওয়ায় এমন ভারত্ব অনুভূত হয়েছে?

-তাওহীদুল ইসলাম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এ ব্যাপারে কুরআন বা হাদীছে কোন নির্দেশনা নেই। কারো লাশ ভারী মনে হওয়া মাইয়েতের দেহের ওযনের উপর নির্ভরশীল। তাছাড়া প্রাণহীন বস্তুর ওযন বেশী মনে হয়। অথবা এটি হ'তে পারে বহনকারীদের ধারণামাত্র।

প্রশ্ন (২/২৪২) : আমি একটি মেয়ের দ্বীনদারী দেখে দু'বছর পরে তাকে বিবাহের ব্যাপারে তার পিতার সাথে ওয়াদাবদ্ধ হই। তার সাথে ফোনে নিয়মিত কথা হ'ত। এখন মেয়েটির মধ্যে পূর্বের ন্যায় দ্বীনদারী দেখতে পাচ্ছি না এবং আমার পরিবারও তাকে পসন্দ করছে না। তাছাড়া তাকে বিবাহ করলে আমার সকল আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। সেজন্য আমি এখন উক্ত মেয়েকে বিবাহে রাযী নই। এক্ষণে আমার জন্য করণীয় কি?

-সানজিদ, ভাটাপাড়া, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।

উত্তর : অঙ্গীকার রক্ষা করা মুসলমানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে' *(ইসরা ১৭/৩৪)*। এক্ষণে প্রশ্নমতে যদি মেয়েটির মধ্যে যথার্থই দ্বীনদারী না থাকে, তাহ'লে উক্ত অঙ্গীকার রক্ষা করা যরূরী নয় এবং এতে পাপ হবে না ইনশাআল্লাহ *(তওবা ৭; আনফাল ৫৮)*। তবে যদি আল্লাহ্র নামে অঙ্গীকার করে থাকে, তাহ'লে কসমের কাফফারা দিবে। আর কসমের কাফফারা হ'ল ১০ জন মিসকীনকে মধ্যম ধরনের খাদ্য বা পোষাক প্রদান করা অথবা একটি গোলাম আযাদ করা। অথবা তিনটি ছিয়াম পালন করা' *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*।

প্রশ্ন (৩/২৪৩) : আমার দাদা এক বিহারীর নিকট জমি বিক্রয় করে। কিন্তু যুদ্ধের সময় বিহারী সপরিবারে মারা যায়। ১৯৭১ সালে রেকর্ডমূলে তা আমার দাদার নামে রেকর্ড হয়। এক্ষণে উক্ত জমির মালিক বিহারী হ'লে আমাদের করণীয় কী? আর দান করতে হ'লে বিহারীর নামে আমার দরিদ্র ছেলেকে দান করা যাবে কি?

-দেলোয়ারা বেগম, ডিঙ্গাডোবা, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত বিহারীর উত্তরাধিকারী খুঁজে পাওয়া গেলে তাদের নিকট জমি হস্তান্তর করতে হবে। আর কোনভাবে খোঁজ পাওয়া না গেলে বিহারীর নামে নিজের অভাবগ্রস্ত সন্তানকে দান করতে পারে। এতে বিহারী ছওয়াব পাবেন এবং দানকারীও ছওয়াব পাবেন ইনশাআল্লাহ *(মুসলিম হা/১০০৪; নববী, শরহ মুসলিম ১১/৮৪; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ দারব ১৪/৩১৩)*।

প্রশ্ন (৪/২৪৪) : চলমান জামে মসজিদের নামে গ্রামের অপর প্রান্তে ওয়াকফকৃত জমিতে মুছল্লীদের ছালাতের সুবিধার্থে ওয়াক্তিয়া মসজিদ নির্মাণ করা যাবে কি? উল্লেখ্য যে, জামে মসজিদটি অনেক দূরে হওয়ার কারণে জামা'আতে অংশগ্রহণ করা অনেক মুছল্লীর জন্য কষ্টদায়ক হয়।

-সেকান্দার, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : মুছল্লীদের সম্মতিক্রমে এরূপ সঙ্গত কারণে ওয়াক্তিয়া মসজিদ নির্মাণে কোন বাধা নেই এবং এক মসজিদের অতিরিক্ত অর্থ অন্য মসজিদের জন্য ব্যবহারেও কোন দোষ নেই *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৬/৩১; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'ল ফাতাওয়া ৩১/১৮,২০৬-২০৭)*। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মহল্লায় মহল্লায় (ওয়াক্তিয়া) মসজিদ নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং মসজিদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় করতে আদেশ করেছেন' *(আবুদাউদ হা/৪৫৫; মিশকাত হা/৭১৭; ছহীহাহ হা/২৭২৪)*।

প্রশ্ন (৫/২৪৫) : কোন বিষয়ের সমাধানকল্পে গুরুত্ব বুঝানোর জন্য মসজিদের ভিতর কসম করা যাবে কি?

-হাফেয লুৎফর রহমান, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর : মসজিদে বসে কসম করা যাবে। এ ব্যাপারে ইমাম মালেক (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, মসজিদে আল্লাহ্র নামে কসম করতে পারে *(আল-মুদাউওয়ানাহ ৪/৫)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনিও গুরুত্বের জন্য মসজিদে কসম করার পক্ষে মত দেন' *(কিতাবুল উম্ম ৭/৩৬)*।

প্রশ্ন (৬/২৪৬) : শিশুকে কোলে নেওয়ার সময় প্রতিবার সালাম প্রদান করতে হবে মর্মে কোন বিধান আছে কি? কেউ কেউ মনে করেন সালাম দিয়ে শিশুকে কোলে না নিলে বদ নযর লাগে। এরূপ ধারণা কি সঠিক?

-উম্মে হালীমা, চর মোহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : কারো সন্তানকে কোলে নেওয়ার জন্য প্রতিবার সালাম দিতে হবে মর্মে শরী'আতে কোন বিধান নেই। তাছাড়া সালাম দিয়ে কোলে না নিলে বদনযর লাগার বিষয়টিও ভিত্তিহীন ও কুসংস্কার মাত্র।

প্রশ্ন (৭/২৪৭) : জমির বর্গাচাষীর ফসল নষ্ট হ'লে কি উভয়ে ক্ষতির অংশীদার হবে?

-ডা. শামসুল হক, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : এমতাবস্থায় দেখতে হবে যে, বর্গা কি শর্তে দেয়া হয়েছে। যদি মুযারাবা (একজনের অর্থ, অপরজনের শ্রম) পদ্ধতিতে হয়, তবে কেবল বিনিয়োগকারী বা জমির মালিক ক্ষতির অংশীদার হবে। আর মুশারাকা (উভয়ের অর্থ ও পরিশ্রম) পদ্ধতিতে হ'লে বিনিয়োগকারী ও চাষী উভয়ই লোকসান বহন করবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়াহ ৩৮/৬৪)*।

Contents

প্রশ্ন (৮/২৪৮) : জনৈক বক্তা বলেন, কোন ব্যক্তি যদি গোনাহ করে, তাহ'লে গোনাহ লেখক ফেরেশতা ছয় ঘন্টা অপেক্ষা করে। এর মধ্যে যদি সে তওবা করে এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহ'লে উক্ত গোনাহ লেখা হয় না। আর তওবা না করলে একটি গোনাহ লেখা হয়। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-জাহিদ হাসান রাজীব, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি 'হাসান' *(ত্বাবারাণী কাবীর হা/৭৭৬৫; ছহীহাহ হা/১২০৯)*। তবে অন্য একটি হাদীছে সাত ঘন্টার কথা রয়েছে যা 'মউযূ' বা জাল *(যঈফাহ হা/২২৩৭)*। এতদ্ব্যতীত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা (ফেরেশতাদেরকে) বলেন, 'আমার বান্দা কোন পাপ কর্মের কথা ভাবলেই তা লিখবে না, যতক্ষণ না সেটি করে। যদি করে তবে একটি পাপ লিখবে। আর যদি আমার কারণে পরিত্যাগ করে, তার জন্য একটি নেকী লেখ। আর যখন সে কোন সৎকর্মের সংকল্প করে, কিন্তু সেটি না করে, তাহ'লে তার জন্য একটি নেকী লিখবে। আর তা করলে দশ থেকে সাতশ' বা বহুগুণ বেশী নেকী লিখবে' *(বুখারী হা/৭৫০১, ৬৪৯১; মুসলিম হা/১২৯; মিশকাত হা/২৩৭৪)*।

প্রশ্ন (৯/২৪৯) : হজ্জের সফরে আরাফার দিনে গোসল করা কি সুন্নাত?

-মুশতাক আহমাদ, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : আরাফার দিনে গোসল করা 'মুস্তাহাব'। গোসল করলে ছওয়াব পাবে। আর না করলে ছওয়াব পাবে না। আলী (রাঃ)-কে গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, চাইলে প্রতিদিন গোসল কর। তাকে বলা হ'ল, এই গোসল নয়। তখন তিনি বললেন, তাহ'লে জুম'আর দিন, আরাফার দিন ও দুই ঈদের দিন গোসল করবে' *(বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৫৯১৯; সিলসিলাতুল আছা-রিছ ছহীহাহ হা/৩৫৩)*। অবশ্য ছাহাবীগণের আমল থাকায় অধিকাংশ ফক্বীহ আরাফার দিন গোসল করাকে 'সুন্নাত' বলেছেন *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ৪৫/৩২৩)*।

প্রশ্ন (১০/২৫০) : ফুক্বাহায়ে সাব'আ বলতে কাদেরকে বুঝায়? তাঁদের পরিচয় জানতে চাই।

-আলতাফ হোসেন, গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তর : ফুক্বাহায়ে সাব'আ বলতে মদীনার প্রসিদ্ধ সাতজন ফক্বীহকে বুঝায়। তারা হ'লেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, উরওয়া ইবনুয যুবায়ের, ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ বিন আবুবকর, ওবায়দুল্লাহ বিন ওতবা বিন মাসঊদ, খারেজাহ বিন যায়েদ বিন ছাবেত, সুলায়মান বিন ইয়াসার ও আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান বিন 'আওফ অথবা সালেম বিন আব্দুল্লাহ বিন ওমর অথবা আবুবকর বিন আব্দুর রহমান বিন হারেছ মাখযূমী। এঁদের ব্যাপারে ইবনুছ ছালাহ, ইবনুল মুবারক, আবুয যিনাদ সহ অধিকাংশ মুহাদ্দিছ ও ঐতিহাসিক ঐক্যমত পোষণ করেছেন *(মুক্বাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ ৩০৪-৩০৫ পৃঃ; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ১/৩৬৪; সুয়ূতী, তাদরীবুর রাভী ২/৬৯৯)*।

প্রশ্ন (১১/২৫১) : বাক প্রতিবন্ধীর উপর কি হজ্জ ফরয? যদি ফরয হয় তাহ'লে কিভাবে সে তালবিয়াহ পাঠ করবে?

-শামসুর রহমান, রংপুর।

উত্তর : সামর্থ্যবান হ'লে বাক প্রতিবন্ধীর উপরও হজ্জ ফরয *(ইমরান ৩/৯৭)*। সে সাধ্য অনুযায়ী হজ্জের কার্যসমূহ পালন করবে। যেগুলি পালন করতে পারবে না সেগুলি অন্যের সহায়তা নিয়ে পালন করবে। সম্ভব না হ'লে ছেড়ে দিবে। 'তালবিয়া' সে ইশারায় পাঠ করবে অথবা তার পক্ষে অন্য কেউ পাঠ করবে। ছাহাবীগণ শিশুদের পক্ষ থেকে তালবিয়া পাঠ করতেন *(ইবনু তায়মিয়াহ, শারহুল উমদাহ ৪/৪৩১)*।

প্রশ্ন (১২/২৫২) : আমি মানত করেছিলাম এক মাসের মধ্যে সুস্থ হ'লে প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম পালন করব, এক মাসের মধ্যে কুরআন খতম করব, ইয়াতীমখানায় একটি ছাগল দান করব ও সেখানে যা দান করতাম তার দ্বিগুণ দান করব। এক্ষণে ছিয়াম পালন ও ছাগল দান করতে পারলেও কুরআন খতম করতে পারিনি এবং দ্বিগুণ দান করার মত সামর্থ্যও নেই। এক্ষণে আমার জন্য করণীয় কি?

-আব্দুল্লাহ, মীরপুর, ঢাকা।

উত্তর : কুরআনের বাকী অংশটুকু তেলাওয়াত করে কুরআন খতম করবে। কারণ আল্লাহ্র আনুগত্যের কাজে ওযরবশত দেরী হ'লে দোষ নেই' *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২৩/৩৪১; ফাতাওয়া ইসলামিয়াহ ৩)*। আর দানের ক্ষেত্রে দু'টি পদ্ধতি গ্রহণীয়। (১) যখন সক্ষম হবে তখন এক সাথে বকেয়াসহ দান করবে। (২) মানত ভঙ্গ করে কাফফারা দিবে। আর মানতের কাফফারা কসমের কাফফারার ন্যায়। কসমের কাফফারা হ'ল ১০ জন মিসকীনকে মধ্যম ধরনের খাদ্য বা পোষাক প্রদান করা অথবা একটি গোলাম আযাদ করা। অথবা তিনটি ছিয়াম পালন করা' *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*।

প্রশ্ন (১৩/২৫৩) : মসজিদের ইমাম চলে গেলে বা ছুটিতে থাকলে স্থানীয় শারঈ জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি (যিনি ইতিপূর্বে উক্ত মসজিদে ৩০ বছর ইমাম ছিলেন) সঠিক সময়ে আযান দেন ও ইমামতি করেন। কিন্তু দ্বন্দ্ব ও হিংসার কারণে কিছু লোক আউয়াল ওয়াক্তে তার ইমামতিতে মূল জামা'আতে অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। তারা দ্বিতীয় জামা'আত করে বা একা একা ছালাত আদায় করে। এক্ষণে তাদের ছালাতের অবস্থা কী হবে?

-কায়েদ মাহমূদ ইমরান
দক্ষিণ মাদারশী, উযীরপুর, বরিশাল।

উত্তর : হিংসা-বিদ্বেষের কারণে ছালাতের জামা'আত ত্যাগ করা নিষিদ্ধ। প্রত্যেক মুছল্লীর জন্য কর্তব্য হ'ল জামা'আতে অংশগ্রহণ করা। এমনকি পূর্বে ছালাত আদায় করে থাকলেও জামা'আত হ'তে দেখলে পুনরায় তাতে অংশগ্রহণ করবে। তার শেষের ছালাত নফল হয়ে যাবে *(মুসলিম হা/৬৪৮; মিশকাত হা/৬০০)*। তাছাড়া হিংসা-বিদ্বেষের ফলে সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে, যা জামা'আতবদ্ধ জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আর এটি করা হারাম *(মুসলিম হা/১৮৪৮-৫২; মিশকাত হা/৩৬৭৭)*। প্রশ্নমতে যারা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথম জামা'আত ত্যাগ করে

Contents

ছালাত আদায় করবে, তাদের ছালাত হয়ে যাবে। কিন্তু জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে গোনাহগার হবে।

প্রশ্ন (১৪/২৫৪) : পাপের কারণে কেউ কি তার রিযিক থেকে বঞ্চিত হবে?

-ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তর : 'পাপের কারণে বান্দা তার রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(যঈফুত তারগীব হা/১৭৭৩; যঈফুল জামে' হা/৩০০৬)*। তবে পাপের কারণে রিযিকে বরকত কমে যেতে পারে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১৮; মিরক্বাত)*। উল্লেখ্য যে, পাপ মানুষকে রিযিক থেকে বঞ্চিত করে না। কারণ মানুষের চার মাস বয়সে তার নির্দিষ্ট রিযিক লিখে দেওয়া হয় *(বুখারী হা/৬৫৯৪; মুসলিম হা/২৬৪৫; মিশকাত হা/৮২)*। তাছাড়া নির্দিষ্ট রিযিক পূর্ণ না হ'লে মানুষের মৃত্যু হয় না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যদি মানুষ তার রিযিক থেকে পালায়, যেভাবে মৃত্যু থেকে পালাতে চায়, তাহ'লে রিযিক অবশ্যই তাকে পাবে যেমনভাবে মৃত্যু তাকে পেয়ে যায় *(ছহীহাহ হা/৯৫২)*। তিনি আরও বলেন, 'নিশ্চয়ই কোন প্রাণী মরবে না যতক্ষণ না সে তার রূযী পূর্ণ করবে। অতএব সাবধান! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সম্পদ উপার্জনে উত্তম (অর্থাৎ বৈধ) পন্থা অবলম্বন কর। প্রাপ্য রিযিক পৌঁছতে দেরী হওয়া যেন তোমাদেরকে তা অন্বেষণে অন্যায় পথ অবলম্বনে প্ররোচিত না করে। কেননা আল্লাহ্র নিকটে যা রয়েছে, সেটা তাঁর আনুগত্য ব্যতীত লাভ করা যায় না' *(বায়হাক্বী শো'আবুল ঈমান হা/১০৩৭৬; মিশকাত হা/৫৩০০; ছহীহাহ হা/২৮৬৬)*।

প্রশ্ন (১৫/২৫৫) : আমাদের এলাকায় বিবাহে মোহরানা বাবদ দুই লাখ টাকা দেওয়ার পাশাপাশি মেয়ের নিরাপত্তার জন্য অতিরিক্ত এক লাখ টাকা দিতে হয়। এই অতিরিক্ত এক লাখের ব্যাপারে করণীয় কি?

-আব্দুর রহীম, গোলমুণ্ডা, নীলফামারী।

উত্তর : ইসলামী শরী'আতে কনের নিরাপত্তা বাবদ টাকা দেওয়ার কোন বিধান নেই। এটি কনে পক্ষ থেকে বর পক্ষের উপর চাপিয়ে দেয়া যুলুম, যা অবশ্যই বাতিল যোগ্য। ইসলামে নারীর সম্মান ও নিরাপত্তার জন্যই মোহরানা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা পরিশোধ করা ছেলের জন্য অপরিহার্য। সেই মোহরানার অর্থও স্ত্রী ইচ্ছা করলে স্বামীকে দিয়ে দিতে পারে *(নিসা ৪/৪)*। অতএব কনের নিরাপত্তার নামে অতিরিক্ত অর্থ নির্ধারণ করা শরী'আত বিরোধী কাজ। অনুরূপভাবে এ সময় স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীর অভিভাবকের নিকট থেকে যৌতুক বা কোন অর্থ দাবী করা এবং কামনা করাও নিষিদ্ধ।

প্রশ্ন (১৬/২৫৬) : হাসপাতালের কর্মচারী ও আগন্তুকদের জন্য নির্ধারিত ছালাতের জায়গায় জুম'আর ছালাত আদায় করা যাবে কি? উল্লেখ্য যে, জায়গাটি হাসপাতালের ভাড়া করা জায়গা। স্থানীয় এক আলেম হাসপাতালের রোগীদের সেবায় সমস্যা হবে এই অজুহাতে গত কয়েকমাস যাবৎ জুম'আর ছালাত আদায় করে যাচ্ছেন।

-মাহবূব আলম, মীরপুর, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত স্থানে জুম'আর ছালাত আদায় করা যাবে। ওমর (রাঃ) বাহরাইনবাসীদের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রে বলেন, তোমরা যেখানে অবস্থান করবে সেখানেই জুম'আ আদায় করবে *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/৫১০৮; ইরওয়া ৩/৬৬, সনদ ছহীহ)*। জমহূর বিদ্বানগণের মতে জুম'আর ছালাতের জন্য নির্দিষ্ট মসজিদ হওয়া শর্ত নয় *(মারদাভী, আল-ইনছাফ ২/৩৭৮; ইবনু নুজাইম, আল-বাহরুর রায়েক্ব ২/১৬২)*। তবে নিকটে কোন প্রতিষ্ঠিত মসজিদ থাকলে সেখানে ছালাত আদায় করাই উত্তম' *(আল-ইনছাফ ২/৩৭৮; শায়খ বিন বায, ফাতাওয়া নুরুন 'আলাদ দারব)*। অতএব উক্ত স্থানে ছালাত আদায়ে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (১৭/২৫৭) : রোগ আরোগ্য এবং পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করার উদ্দেশ্যে কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে কি?

-মিনহাজ পারভেয, রাজশাহী

উত্তর : কুরআন তেলাওয়াত আমলে ছালেহ-এর অন্তর্ভুক্ত। আর নেক আমলকে অসীলা করে আল্লাহ্র নিকট দো'আ করা জায়েয। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে, সে যেন এর বিনিময়ে আল্লাহ্র নিকট কিছু প্রার্থনা করে। কেননা শীঘ্র এমন লোকদের আগমন ঘটবে যারা কুরআন পাঠ করবে। অতঃপর তার বিনিময়ে মানুষের কাছে প্রার্থনা করবে' *(তিরমিযী হা/২৯১৭; মিশকাত হা/২২১৬; ছহীহাহ হা/২৫৭)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর আমরা কুরআন নাযিল করি, যা মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত' *(ইসরা ১৭/৮২)*। তিনি আরো বলেন, 'তুমি বলে দাও যে, এটি বিশ্বাসীদের জন্য পথনির্দেশ ও ব্যাধির আরোগ্য' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৪৪; বিন বায, ফাতাওয়া নুরুন 'আলাদ দারব-৩/৩০৮)*। তবে এর ছওয়াব অন্যকে বখশে দেওয়া যাবে না।

প্রশ্ন (১৮/২৫৮) : আমি যে এলাকায় ব্যবসা করি, সেখানকার মানুষ কুকুর ও শূকর কেটে খায়। এমনকি আমি যে বাসায় থাকি তারাও খায়। তারা যে টিউবওয়েল-বাথরুম ব্যবহার করে আমিও সেগুলি ব্যবহার করি। এমনকি যখন ব্যবসা করি তখন তারা রক্ত মাখা হাতেই টাকা বের করে দেয়। এখন আমার প্রশ্ন, এরূপ পরিবেশে ব্যবসা করা জায়েয হবে কি?

-সোহেল রানা, ধুলিয়ান, ভারত।

উত্তর : রুচি না হ'লে এরূপ পরিবেশে ব্যবসা ছেড়ে দেওয়াই উত্তম। তবে অমুসলিমদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা জায়েয। যদিও তারা হারাম বস্তু খায়। রাসূল (ছাঃ) তাদের সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন' *(বুখারী হা/২০৯৬,২১৬৫, ২৬১৭; মুসলিম হা/১৫৫১, ২১৯০; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১/৪৩১-৩২)*। অনুরূপভাবে তাদের বসতবাড়ীতে বসবাস করায় কোন দোষ নেই। তবে তাদের ধর্মীয় কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা মুশরিকদের বিপরীত কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২১)*।

প্রশ্ন (১৯/২৫৯) : ছালাতের পর তাসবীহ, তাকবীর ও তাহলীল পাঠ করার নিয়ম কি? রাতে ও দিনে পাঠের মধ্যে কোন তারতম্য আছে কি?

-আবুল কালাম আযাদ, মাকলাহাট, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : এক্ষেত্রে চারটি পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে যেগুলো ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। উক্ত হাদীছগুলোতে দিন-রাতের কোন পার্থক্য করা হয়নি।

Contents

১. সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৩ বার ও *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা শারীকা লাহূ; লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর* ১ বার মিলে ১০০ বার (মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৬, ৯৬৭)। তবে তিনটিই ৩৩ বার করে মোট ৯৯ বারও পাঠ করা যায়' *(বুখারী হা/৮৪৩; মুসলিম হা/৫৯৫)*।

২. উপরোক্ত নিয়মের সাথে আল্লাহু আকবার ৩৪ বার বলে ১০০ পূর্ণ করবে *(মুসলিম হা/৫৯৬; মিশকাত হা/৯৬৬; ছহীহাহ হা/১০২; ছহীহুত তারগীব হা/১৫৯৩)*।

৩. সুবহানাল্লাহ ২৫ বার, আলহামদুলিল্লাহ ২৫ বার, আল্লাহু আকবার ২৫ বার ও লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ২৫ বার মিলে ১০০ বার *(আহমাদ হা/২১৬৪০; নাসাঈ হা/১৩৫০; মিশকাত হা/৯৭৩; ছহীহাহ হা/১০১)*।

৪. সুবহানাল্লাহ ১০ বার, আলহামদুলিল্লাহ ১০ বার, আল্লাহু আকবার ১০ বার মিলে ৩০ বার হ'লেও মীযানে তা অনেক ভারী' *(বুখারী হা/৬৩২৯; মিশকাত হা/৯৬৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন মুসলিম ব্যক্তি দু'টি অভ্যাস আয়ত্ত করতে পারলে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেই দু'টি অভ্যাস আয়ত্ত করাও সহজ, কিন্তু এ দু'টি অনুশীলনকারীর সংখ্যা কম। প্রতি ওয়াক্ত ছালাতের পর দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আল্লাহু আকবার এবং দশবার আলহামদুলিল্লাহ বলা। তা মুখে পড়লে হয় (পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে) একশত পঞ্চাশ এবং মীযানে হয় এক হাযার পাঁচশত' *(আবুদাউদ হা/৫০৬৫; তিরমিযী হা/৩৪১০; মিশকাত হা/২৩০৬; ছহীহুত তারগীব হা/৬০৬, ১৫৯৪)*। অতএব উপরোক্ত চারটি পদ্ধতির যেকোন একটির উপর আমল করা যাবে।

প্রশ্ন (২০/২৬০) : আমি মোরগ বিক্রি করি। বিক্রি করতে গিয়ে যদি আমি জানতে পারি আমার কাছ থেকে ক্রয়কৃত মোরগ মাযারে যবেহ করা হবে। ঐ ব্যক্তির কাছে কি আমার মোরগ বিক্রি করা বৈধ হবে?

-সাইফুল ইসলাম, গাযীপুর, ঢাকা।

উত্তর : জেনে-শুনে শিরকী কাজে সহযোগিতা করা যাবে না। অতএব যদি জানা যায় যে, উক্ত মোরগটি মাযারে যবেহ করা হবে তাহ'লে তার নিকট বিক্রয় করা যাবে না' *(ফাতাওয়া ছালেহ ফাওযান ২/৭২০-২১)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পাপ ও অন্যায়ের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*। তবে সাধারণভাবে কোন অমুসলিম বা মাযারপন্থীর নিকট পণ্য বিক্রয় করায় বাধা নেই।

প্রশ্ন (২১/২৬১) : কিশোর বয়সে স্বপ্নদোষ ও উত্তেজনায় বীর্যপাত হ'লে যে গোসল ফরয হয় তা আমি জানতাম না। একারণে আমি অনেক সময় ফরয ছালাত ফরয গোসল না করেই শুধু নাপাকি ধুয়ে বা কাপড় পাল্টিয়েই আদায় করেছি। উক্ত ছালাতগুলো কি কবুল হবে, নাকি তা আবার আদায় করতে হবে?

-মামূন ইসলাম, পিরোজপুর।

উত্তর : উক্ত ছালাতগুলো পুনরায় আদায় করতে হবে না। তবে অজ্ঞতাজনিত ভুলের জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইতে হবে এবং ভবিষ্যতে পবিত্রতার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে ছালাত আদায় করতে হবে *(ইবনু মাজাহ হা/২০৪৩; মিশকাত হা/৬২৯৩; ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/১০১-০২, ২৩/৩৭-৩৮)*।

প্রশ্ন (২২/২৬২) : আমি জানি একজন ব্যক্তি সকল ধরনের শিরক-বিদ'আতের সাথে জড়িত এবং ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু। তাকে রক্ত দিয়ে জীবন বাঁচানো যাবে কি? আর যদি রক্ত দেয়ার পরে আবার শিরক করে এতে কি আমার পাপ হবে?

-রাজীবুল ইসলাম, বদরগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তর : এই ধরনের লোকদের রক্ত দিয়ে জীবন বাঁচানো যাবে। আল্লাহ বলেন, 'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন' *(মুমতাহিনাহ ৬০/৮)*। অতএব আদম সন্তান হিসাবে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করাতে কোন বাধা নেই। শিরক-বিদ'আতে জড়িত হ'লে সে নিজেই তার পাপ ভার বহন করবে, রক্তদাতা নয়। কেননা 'একের পাপের বোঝা অন্যে বহন করবে না' *(বনু ইস্রাঈল ১৭/১৫)*। তবে সরাসরি শিরক-বিদ'আতের কাজে তাকে সহায়তা করা যাবে না। কারণ আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৫/২)*।

প্রশ্ন (২৩/২৬৩) : একটি খাস জমি নিয়ে একই সমাজভুক্ত মসজিদের মুছল্লীদের সবার সিদ্ধান্ত ছিল তা মসজিদের নামে হোক। কিন্তু সমাজের দু'জন প্রভাবশালী ব্যক্তি গোপনে জমিটি নিজেদের নামে করে নেয়। পরবর্তীতে সবাই বিষয়টি জেনে যায়। একে কেন্দ্র করে মুছল্লীদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয় এবং সমাজের একদল মুছল্লী নতুন একটা মসজিদ নির্মাণ করে আলাদা হয়ে যায়। আর এগুলো প্রায় ৩৬ বছর আগে ঘটেছে। এখন প্রশ্ন হ'ল, আলাদা এই নতুন মসজিদে ছালাত আদায় জায়েয হবে কি?

-ওমর সরদার, গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তর : পারস্পরিক বিবাদকে কেন্দ্র করে পৃথক মসজিদ নির্মাণ এবং সমাজে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য সৃষ্টি করা সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ *(তওবা ৯/১০৭)*। অতএব বিবাদ মীমাংসা করে পূর্বাবস্থায় ফিরে এসে বড় জামা'আত করার সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র রজ্জুকে সমবেতভাবে ধারণ কর এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ো না' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। তাছাড়া জামা'আতে লোকসংখ্যা যত বেশী হবে তার ছওয়াব ও ফযীলত তত বেশী হবে *(আবুদাঊদ হা/৫৫৪; নাসাঈ হা/৮৪৩; মিশকাত হা/১০৬৬)*। জানা আবশ্যক যে, বনু 'আমর বিন 'আওফ গোত্রে মসজিদে ক্বোবা নির্মিত হ'লে তার প্রতি হিংসাবশে তার ভাই বনু গুনুম বিন 'আওফ গোত্রের লোকেরা যে মসজিদ নির্মাণ করে, তা ইতিহাসে মসজিদে যেরার নামে খ্যাত। যা আল্লাহ্র হুকুমে রাসূল (ছাঃ) পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেন *(কুরতুবী হা/৩৪৮৫; দ্রঃ সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ৩য় মুদ্রণ ৫৮৩-৮৪ পৃ.)*। যার ধ্বংসাবশেষ এখনও রয়েছে।

তবে বর্তমান প্রেক্ষিতে উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করলে কারাহিয়াতের সাথে জায়েয হবে *(মুছত্বফা দিমাশক্বী, মাতালিবু উলিন নুহা ১/৩৭২)*।

প্রশ্ন (২৪/২৬৪) : বিবাহের সময় বরকে কবুল না বলে আলহামদুলিল্লাহ বলতে বলা হয়। বরও মুখে কবুল না বলে কবুলের নিয়তে মুখে শুধু আলহামদুলিল্লাহ বলে। অভিভাবক ও সাক্ষীরা বরের সম্মতি ধরতে পেরেছে। এক্ষণে বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে কি? নাকি পুনরায় বিবাহের প্রয়োজন আছে?

-আলমগীর, কাহারোল, দিনাজপুর।

উত্তর : উক্ত বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে। কারণ কবুলের ইঙ্গিতবহ যেকোন শব্দ দ্বারা সম্মতি জানালেই বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৮/৮২-৮৩; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে‘ ২/৩৮)*।

প্রশ্ন (২৫/২৬৫) : যে সকল মসজিদের সামনে, ডানে, বামে, পিছনে বিশাল আকারের সবুজ গম্বুজ বিশিষ্ট বিল্ডিং-এর ছবি সম্বলিত টাইলস লাগানো আছে এমনকি মসজিদের ভিতরে সামনের দেওয়ালে পুরো দেওয়াল জুড়ে সবুজ গম্বুজ ওয়ালা বিল্ডিং-এর ছবি রয়েছে, এসকল মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি? উল্লেখ্য যে, আশে-পাশে কোন আহলেহাদীছ মসজিদ নেই।

-মুহাম্মাদ শামসুল হক, বোদা, পঞ্চগড়।

উত্তর : উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১/৬৯১)*। তবে সর্বাবস্থায় মসজিদকে ছবি ও মনোযোগ বিঘ্নকারী সকল প্রকার বস্তু মুক্ত রাখা আবশ্যক। কারণ এতে মুছল্লীর মনোযোগ বিনষ্ট হ’তে পারে, যা ছালাতের শিষ্টাচার বিরোধী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই ছালাতের মধ্যে আল্লাহর দিকে নিবিষ্টতা থাকে’ *(বুখারী হা/১১৯৯; মুসলিম হা/৫৩৮; মিশকাত হা/৯৭৯)*।

প্রশ্ন (২৬/২৬৬) : আমি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। যার অধিকাংশ শিক্ষার্থী মুশরিক। আমাকে যেখানে থাকতে হয় তারা সবাই অমুসলিম। আমি তাদের সাথে হারাম কিছু ভক্ষণ না করলেও আমার অধিকাংশ সময় তাদের সাথে কাটাতে হয়। এক্ষণে আমার জন্য করণীয় কী?

-লতীফুর রহমান, করণদীঘি, উত্তর দিনাজপুর, ভারত।

উত্তর : প্রথমত অবস্থানের ক্ষেত্রে তাদের থেকে সাধ্যমত দূরে থাকার চেষ্টা করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘মুশরিকদের সাথে যে সকল মুসলমান বসবাস করে আমি তাদের দায়িত্ব হ’তে মুক্ত...’*(আবুদাউদ হা/২৬৪৫; মিশকাত হা/৩৫৪৭; ছহীহাহ হা/৬৩৬)*। তিনি বলেন, ‘মুশরিকদের সাথে তোমরা একত্রে বসবাস কর না, তাদের সংসর্গেও যেয়ো না। যে মানুষ তাদের সাথে বসবাস করবে অথবা তাদের সংসর্গে থাকবে সে তাদের অনুরূপ বলে বিবেচিত হবে’ *(তিরমিযী হা/১৬০৫; ছহীহাহ হা/২৩৩০)*। তবে তাদের সাথে যদি বসবাস করতে বাধ্য হ’তে হয় তাহ’লে অবশ্যই নিজ ধর্মের বিধি-বিধান মেনে চলবে এবং সুযোগমত তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে’ *(নাহল ১৬/১২৫)*। আল্লাহ বলেন, ‘দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন’ *(মুমতাহিনাহ ৬০/৮)*।

প্রশ্ন (২৭/২৬৭) : হাদীছে ছালাতুয যুহার দুই রাক‘আত ছালাতকে ছাদাক্বা বলা হয়েছে। তাহ’লে উক্ত দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করে কারো নামে ছাদাক্বা করা যাবে কি?

-আলমগীর হোসেন
রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট, রাজশাহী।

উত্তর : আর্থিক ছাদাক্বা ব্যতীত কোন ইবাদত কারো নামে ছাদাক্বা করা যায় না। বর্ণিত হাদীছটির ব্যাখ্যা হ’ল- এই ইবাদতটি পালনকারী ব্যক্তির ৩৬০টি হাড়ের পক্ষ থেকে ছাদাক্বা হবে। অন্যের পক্ষ থেকে নয় *(উছায়মীন, শরহ রিয়াযুছ ছালেহীন ২/১৫৫)*। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘তোমাদের কেউ যখন ভোরে উঠে, তখন তার প্রতিটি জোড়ার উপর একটি ছাদাক্বা রয়েছে। প্রতি ‘সুবহানাল্লাহ’ ছাদাক্বা, প্রতি ‘আলহামদুলিল্লাহ’ ছাদাক্বা, প্রতি ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ছাদাক্বা, প্রতি ‘আল্লাহু আকবার’ ছাদাক্বা, ‘আমর বিল মা‘রূফ’ (সৎকাজের আদেশ) ছাদাক্বা, ‘নাহি ‘আনিল মুনকার’ (অসৎকাজ থেকে নিষেধ) ছাদাক্বা। অবশ্য চাশতের সময় দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করা এ সবের পক্ষ থেকে যথেষ্ট’ *(মুসলিম হা/৭২০; মিশকাত হা/১৩১১)*। এমনকি বাহনের পিছনে কাউকে আরোহণ করানোটাও ছাদাক্বা। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ‘দু’জন লোকের মধ্যে সুবিচার করাও ছাদাক্বা। কাউকে সাহায্য করে সওয়ারীতে আরোহণ করিয়ে দেওয়া বা তার উপরে তার মালপত্র তুলে দেওয়াও ছাদাক্বা। ভাল কথাও ছাদাক্বা। ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে পথ চলায় প্রতিটি কদমেও ছাদাক্বা। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাও ছাদাক্বা’ *(বুখারী হা/২৯৮৯; মুসলিম হা/১০০৯; মিশকাত হা/১৮৯৬)*।

প্রশ্ন (২৮/২৬৮) : কেউ যদি কোন নির্দিষ্ট স্থানে কোন পশু যবেহ করার মানত করে তাহ’লে কি তাকে সেখানেই যবেহ করতে হবে? না অন্যত্র করলে হবে?

-নূরুল ইসলাম, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : যে স্থানে পশু যবেহ করার জন্য মানত করা হয়েছে সেখানেই যবেহ করতে হবে, যদি সেখানে কোন মূর্তি বা অন্য ধর্মের কোন স্মৃতি বিজড়িত না থাকে। এরূপ করলে কাফফারা দিতে হবে। ছাবিত ইবনু যাহহাক (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর যামানায় জনৈক ব্যক্তি এরূপ মানত করে যে, সে ‘বাওয়ানা’ নামক স্থানে একটি উট কুরবানী করবে। রাসূল (ছাঃ)-কে এটি জানানো হ’লে তিনি জিজ্ঞেস করেন, সেখানে কি কোন দেব-দেবীর মূর্তি আছে, জাহেলী যুগে যাদের পূজা করা হ’ত? তারা বললেন, না। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি তাদের উৎসবের স্থান? তারা বললেন, না। তখন তিনি বললেন, তাহ’লে তুমি তোমার মানত পূর্ণ কর। কিন্তু জেনে রেখ! ঐ মানত পূরণ করবে না, যাতে আল্লাহর নাফরমানী আছে এবং আদম সন্তান যার মালিক নয়’ *(আবুদাউদ হা/৩৩১৩; মিশকাত হা/৩৪৩৭; ছহীহাহ হা/২৮৭২)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, মানত দুই প্রকার : একটি আল্লাহর

Contents

জন্য, একটি শয়তানের জন্য। যেটি আল্লাহ্র জন্য, সেটি পূর্ণ করবে। আর যেটি শয়তানের জন্য, সেটি পূর্ণ করবে না। বরং তার উপরে কসমের কাফফারা ওয়াজিব হবে' *(বায়হাক্বী ১০/৭২ পৃ. হা/২০৫৭১; ছহীহাহ হা/৪৭৯)*।

অতএব নিয়ত অনুযায়ী যথাস্থানেই মানত পূরণ করতে হবে, যদি সেখানে আল্লাহ্র অবাধ্যতা না থাকে এবং সেখানে কোনরূপ শিরক ও বিদ'আত না হয়। নইলে অন্যত্র দান করবে ও মানতের কাফফারা দিবে। আর মানতের কাফফারা হ'ল কসমের কাফফারার ন্যায়। আর তা হ'ল, ১০ জন মিসকীনকে মধ্যম ধরনের খাদ্য বা পোষাক প্রদান করা অথবা একটি গোলাম আযাদ করা। অথবা তিনটি ছিয়াম পালন করা' *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*। অতএব মানতকারী ও দানকারীরা সাবধান!

প্রশ্ন (২৯/২৬৯) : যে ব্যক্তি দিনে বা রাতে বারো রাক'আত (সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ) আদায় করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করবেন' (নাসাঈ হা/১৭৯৯)। এক্ষণে উক্ত বারো রাক'আত ছালাত দিনে বা রাতে একইবারে আদায় করা যাবে কি? যেমনটি প্রখ্যাত তাবেঈ আত্বা করতেন।

-আলমগীর হোসেন, সহকারী শিক্ষক,
হরিমোহন সরকারী উচ্চবিদ্যালয়, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত বারো রাক'আত ছালাত একই সাথে পড়া যাবে না। কারণ উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় এই বারো রাক'আত পড়ার সময় বর্ণিত হয়েছে। যেমন উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দিন-রাতে বারো রাক'আত নফল ছালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে। চার রাক'আত যোহরের পূর্বে, দু'রাক'আত যোহরের পরে, দু'রাক'আত মাগরিবের পরে, দু'রাক'আত এশার পরে এবং দু'রাক'আত ফজরের পূর্বে *(তিরমিযী হা/৪১৫; মুসলিম হা/৭২৮; মিশকাত হা/১১৫৯)*। উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা অন্য একাধিক হাদীছে স্পষ্টভাবে এসেছে। যেমন ইবনু ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে যোহরের পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাত সহ মোট ১০ রাক'আতের নিয়মিত আমলের কথা এসেছে *(বুখারী হা/১১৮০; মুসলিম হা/৭২৯; মিশকাত হা/১১৬০)*। অতএব এক্ষেত্রে তাবেঈ আত্বার উক্ত আমল গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তাঁর বক্তব্যেই বুঝা যায় যে, তাঁর নিকটে ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীছটি পৌঁছেনি। যেমন তিনি বলেন, 'আমি খবর পেয়েছি যে, উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) বলেছেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ফরয ব্যতীত দিনে ও রাতে ১২ রাক'আত নফল ছালাত আদায় করবে, আল্লাহ জান্নাতে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করবেন' *(নাসাঈ হা/১৭৯৬; ছহীহাহ হা/২৩৪৭)*।

প্রশ্ন (৩০/২৭০) : রাত ১১ ঘটিকায় আমার সন্তান জন্মলাভ করেছে। এক্ষণে আমি নিফাসের গণনা কখন থেকে শুরু করব। আগের দিন না পরের দিন থেকে?

-উম্মে হাসীবাহ, চামাগ্রাম, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ইসলামী বিধানে সূর্যাস্তের পর থেকে দিবস গণনা শুরু হয়। অতএব যে সময় সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে সেখান থেকে চল্লিশতম দিনের উক্ত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এর পরেও নিফাস চলতে থাকলে ইস্তেহাযা মনে করে পবিত্র হয়ে ছালাত আদায় করবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়াহ ৪১/৮)*। উম্মে সালামাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময় নিফাসগ্রস্ত হওয়ার (অর্থাৎ সন্তান ভূমিষ্টের) পর মহিলারা চল্লিশ দিন বা চল্লিশ রাত অপেক্ষা করতেন' *(আবুদাউদ হা/৩১১; ইরওয়া হা/২১১, সনদ ছহীহ)*। উল্লেখ্য যে, সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্বে মায়ের কোন রক্ত প্রবাহিত হ'লে তা নিফাস হিসাবে গণ্য হবে না। বরং তা ইস্তিহাযা বা প্রদর রোগ হিসাবে গণ্য হবে এবং সেজন্য পবিত্র অবস্থায় পালনীয় যাবতীয় ইবাদত পালন করতে হবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৪১/৮)*।

প্রশ্ন (৩১/২৭১) : সন্তানের নাম ইয়াস, আয়াস বা আইয়াশ হাসান রাখা যাবে কি?

-আল-আমীন, মধ্য নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : কেবল ইয়াস (إِيـاس) বা আয়াস নাম রাখায় কোন দোষ নেই। 'হাসান' যোগ করা ঠিক নয়। একাধিক ছাহাবীর নাম 'ইয়াস' ছিল। যদিও এর অর্থ 'হতাশা বা নৈরাশ্য' *(বুখারী হা/৩৯৯১; আবুদাউদ হা/২১৪৬; হাকেম হা/৫৯০১)*। অনুরূপভাবে আইয়াশ নাম রাখাতেও কোন বাধা নেই। কারণ আইয়াশ নামেও ছাহাবী ও তাবেঈগণের নাম ছিল। যেমন আইয়াশ বিন আবী রাবী'আ ও আইয়াশ বিন ওক্ববাহ প্রভৃতি *(বুখারী হা/১০০৬; মুসলিম হা/৬৭৫,১৫৩৬)*। আইয়াশ (عَيَّـاشَ) অর্থ- অধিক আরাম প্রিয়, অতি সুখী জীবন যাপনকারী, রুটি প্রস্তুতকারী, রুটি বিক্রেতা ইত্যাদি।

প্রশ্ন (৩২/২৭২) : 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাওম' কি কেবল ফজর ছালাতে বলতে হবে নাকি তাহাজ্জুদের ছালাতেও বলতে হবে?

-আহমাদ হাসান, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : তাহাজ্জুদ বা সাহারীর আযান সাধারণ আযানের ন্যায় দিতে হবে। অতঃপর ফজরের আযানের সাথেই কেবল 'আছছালা-তু খায়রুম মিনান নাউম' যোগ হবে। আর 'এটি কেবল ফজরের আযানের সাথেই যুক্ত' *(মির'আত ২/৩৫১)*। আবু মাহযূরাহ (রাঃ) বর্ণিত আযান শিক্ষাদান বিষয়ক হাদীছে এসেছে যে, তিনি বলেন, فَإِنْ كَانَ هَذَا صَلاَةَ الصُّبْحِ 'অতঃপর যদি এটা ফজরের ছালাত হয়, তাহ'লে তুমি বলবে, আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাওম...' *(আবুদাউদ হা/৫০০; আহমাদ হা/১৫৪১৬; মিশকাত হা/৬৪৫)*। এতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ফজরের ছালাতের আযানের সাথেই এটি যুক্ত। আনাস (রাঃ) বলেন, مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِى الْفَجْرِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ : الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ 'সুন্নাত হ'ল যে, মুওয়াযযিন ফজরের আযানে 'হাইয়া 'আলাল ফালাহ' বলার পরে বলবে 'আছছালা-তু খায়রুম মিনান নাউম' *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৩৮৬; আল-আ-ছা-রুছ ছহীহাহ হা/৪৭১)*। এতে বুঝা যায় যে, এটাই ছিল ছাহাবী যুগের রীতি।

প্রশ্ন (৩৩/২৭৩) : ঘরের চালা ও বেড়ার টিনের গায়ে মুরগী ও গরুর ছবি থাকলে উক্ত ঘরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

Contents

-জাহাঙ্গীর আলম, মীরপুর, ঢাকা।

উত্তর : বাধ্যগত অবস্থা ছাড়া এধরনের কক্ষে ছালাত আদায় করা উচিৎ নয়। কারণ যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না *(বুখারী হা/৩২২৫; মুসলিম হা/২১০৪; মিশকাত হা/৪৪৯০)*। তবে কেউ আদায় করে থাকলে তার ছালাত হয়ে যাবে। কারণ এটি ছালাত ভঙ্গের কারণ নয় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১/৭০৫, ৬/১৭৯, ৬/২৫০-৫১; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/২৯৪)*। এক্ষণে ঘরের মালিকের জন্য করণীয় হ'ল ছবিগুলোকে ঢেকে রাখা অথবা মুছে দেওয়া।

প্রশ্ন (৩৪/২৭৪) : আমি একজন বিধবা অসহায় নারী। আমি ব্যাংকে টাকা রেখে সেখান থেকে লাভ গ্রহণ করতে পারব কি?

-জেবুন্নেসা, হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : কোন অবস্থায় ব্যাংকের সূদ গ্রহণ করা যাবে না। কারণ সূদ সর্বাবস্থায় হারাম। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ও সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। সুতরাং যত অসহায়ত্বই থাকুক না কেন, হারাম কাজে যুক্ত হওয়ার অনুমতি ইসলামে নেই। এক্ষণে আপনার জন্য করণীয় হ'ল- আল্লাহ্র ওপর তাওয়াক্কুল করে ব্যবসা করা। নিজে না পারলে টাকা বিনিয়োগ করে অন্যের মাধ্যমে ব্যবসা করা। রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বিবাহের পূর্বে খাদীজা (রাঃ)-ও বিধবা ছিলেন। তিনি অর্থ বিনিয়োগ করে ব্যবসা করতেন *(ইবনু হিশাম ১/১৮৮; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)*। আল্লাহ্র ওপর পূর্ণ ভরসা রাখলে তিনি নিশ্চয়ই কোন একটি ব্যবস্থা করে দেবেন। আল্লাহ বলেন, 'আর যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার নিষ্কৃতির পথ বের করে দেবেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিযিক প্রদান করবেন, যা সে কল্পনাও করেনি। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট হন *(তালাক ৬৫/৩)*।

প্রশ্ন (৩৫/২৭৫) : রামাযান মাসে একই ব্যক্তি সাহারী ও ফজরের আযান দিতে পারবে কি?

-নযরুল ইসলাম, কালাইবাড়ী, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : একই ব্যক্তির জন্য সাহারী ও ফজরের আযান দেওয়াতে কোন বাধা নেই। তবে সাহারীর আযানের সময় 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাওম' বলবে না। কারণ সাহারী গ্রহণকারী ও তাহাজ্জুদ আদায়কারীগণ যাতে উভয় আযানের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারেন। তাছাড়া একই মসজিদে একাধিক মুওয়াযযিন থাকাতে কোন দোষ নেই। ওছমান (রাঃ)-এর আমলে মসজিদে নববীতে চারজন মুওয়াযযিন ছিলেন। অতএব পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের জন্য পাঁচজন মুওয়াযযিন নিয়োগ দিলেও কোন আপত্তি নেই *(শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ২/৬০-৬১)*।

প্রশ্ন (৩৬/২৭৬) : শাশুড়ীকে যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে কি?

-নাজমুল হুদা, সরকারী মহিলা কলেজ, রাজশাহী।

উত্তর : শাশুড়ীকে যাকাতের মাল দেওয়া যাবে যদি তিনি হকদার হন। কারণ শাশুড়ীর প্রতি খরচ করা জামাই বা বউ কারো জন্য আবশ্যক নয়। কিন্তু যাদের প্রতি খরচ করা অপরিহার্য, যেমন পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, স্ত্রী ও সন্তান, তাদেরকে যাকাত থেকে দেওয়া যাবে না। বরং তাদের প্রতি হক হিসাবে স্বাভাবিকভাবে খরচ করবে *(শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম ২/৮৭; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ২/৫০৯; শাওকানী, নায়লুল আওত্বার হা/১৬১৯, ৪/২১১)*।

প্রশ্ন (৩৭/২৭৭) : এশার ছালাতে মুছল্লী কম হওয়ায় মুছাল্লী বৃদ্ধির জন্য নাশতার ব্যবস্থা করা যাবে কি?

-আসমাউল আলম, রাণীহাটি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এধরনের উৎসাহ মূলক কাজ করা যায়। হয়তবা এতে এক পর্যায়ে মুছল্লীরা জামা'আতে ছালাত আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে ইনশাআল্লাহ। সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, আমরা জুম'আর দিনে আনন্দিত হ'তাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল, কেন? তিনি বললেন, আমাদের একজন বৃদ্ধা মহিলা ছিল। সে কোন একজনকে 'বুযাআ' নামক খেজুর বাগানে পাঠাত। সে বীট চিনির শিকড় আনত এবং তা একটি ডেগচিতে ফেলে তাতে কিছুটা যবের দানা ছড়িয়ে দিয়ে ঘুটত। ফলে তাতে এক প্রকার খাবার তৈরী হ'ত। এরপর আমরা যখন জুম'আর ছালাত আদায় করে ফিরতাম, তখন আমরা ঐ মহিলাকে সালাম দিতাম। তখন সে আমাদের ঐ খাবার পরিবেশন করত। আমরা এজন্য খুশী হ'তাম। আমাদের অভ্যাস ছিল যে, আমরা জুম'আর পরেই মধ্যাহ্ন ভোজন ও মধ্যাহ্ন বিশ্রাম করতাম' *(বুখারী হা/৬২৪৮)*। তবে খাওয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে আসলে ছওয়াব পাবে না। বরং ছালাতের বিশুদ্ধ নিয়তেই কেবল মসজিদে আসতে হবে।

প্রশ্ন (৩৮/২৭৮) : সোলায়মান (আঃ)-এর কতজন স্ত্রী ছিলেন?

-আতীকা ইসলাম, নতুনহাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : সোলায়মান (আঃ)-এর স্ত্রীদের সংখ্যার ব্যাপারে ছহীহ হাদীছ সমূহে ৬০, ৭০, ৯০, ১০০ জন বলে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে *(বুখারী হা/২৮১৯, ৩৪২৪, ৫২৪২, ৬৬৩৯, ৭৪৬৯; মুসলিম হা/১৬৫৪; মিশকাত হা/৫৭২০)*। ইমাম বুখারী (রহঃ) উপরোক্ত সকল সংখ্যাই উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি ৯০ জনের হাদীছটিকে অধিক বিশুদ্ধ বলেছেন। অন্যদিকে সোলায়মান (আঃ)-এর স্ত্রীর সংখ্যার ব্যাপারে ইস্রাঈলীরা একহাযার জন বলে উল্লেখ করেছে *(ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ২/১৫,২৯; ফাৎহুল বারী হা/৩৪৪২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

এক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মূলনীতি হ'ল ইস্রাঈলী বর্ণনা সমূহ ইসলামের আক্বীদা ও মৌলনীতির বিরোধী না হ'লে তার ব্যাপারে সত্য বা মিথ্যা কোন মন্তব্য না করা *(আবুদাউদ হা/৩৬৪৪; আহমাদ হা/১৭২৬৪; ছহীহাহ হা/২৮০০)*।

প্রশ্ন (৩৯/২৭৯) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, মীরাছের ক্ষেত্রে পিতার সম্পত্তিতে ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুণ পেলেও মায়ের সম্পত্তিতে মেয়েরা ছেলেদের দ্বিগুণ বা সমান পাবে। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-মামূনুর রশীদ, সি এ্যাণ্ড বি ঘাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। পিতা হৌক বা মাতা হৌক তাদের সম্পত্তিতে ছেলেরা মেয়েদের দ্বিগুণ হারে পাবে। আল্লাহ বলেন, আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের (মধ্যে মীরাছ বণ্টনের)

ব্যাপারে তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান *(নিসা ৪/১১)*। অত্র আয়াতে পিতা-মাতা উভয়ের ক্ষেত্রে একই বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন (৪০/২৮০) : আমরা সীমিত অর্থের মালিকদের সুবিধার্থে তাদের জমিতে ভবন নির্মাণ করে দেই। প্রথমেই আমরা মোট খরচ হিসাব করি। এরপর ভবন তৈরীর সূচনায় জমির মালিকের নিকট থেকে ২০% অর্থ নিয়ে কাজ শুরু করি। তারপর তারা কিস্তিতে বাকী অর্থ পরিশোধ করবে। এক্ষণে এধরনের ব্যবসায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-পরিচালক, সেফ হোম প্রকল্প
লাইফওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত ব্যবসায়ে ৫ নং শর্ত অনুযায়ী মোট নির্মাণ ব্যয়ের ২০% টাকা চুক্তিকালীন সময় মালিককে জমা দিতে হবে। অতঃপর ৬ নং শর্ত অনুযায়ী কোম্পানীর বিনিয়োগকৃত ৮০% টাকার উপরে ৩% সার্ভিস চার্জ এবং ৭ নং শর্ত অনুযায়ী কাজ শুরুর মাস থেকে মাসিক কিস্তি প্রদান মালিককে নিশ্চিত করতে হবে। অথচ তখন কোম্পানী কোন টাকাই ব্যয় করেনি এবং প্রতিশ্রুত ৮০% টাকা বিনিয়োগ করেনি। কিন্তু মোট টাকার উপরে ২০% টাকা শুরুতেই নিয়ে নেওয়া হচ্ছে। যা রূপার উপরে বর্ধিতহারে রূপা নেওয়ার শামিল। এটি সূদ। সেই সাথে এটি ধোঁকা। কেননা কোনরূপ কাজ না করেই সার্ভিস চার্জ ও প্রথম কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে বলা হচ্ছে। এরপরেও কাজ কতদিনে শেষ হবে, তার কোন সময়সীমা নির্ধারণ করা নেই। প্রতি বর্গফুটের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু নির্মাণাধীন অবস্থায় সরঞ্জামাদির মূল্য বৃদ্ধি পেলে সেক্ষেত্রে কি হবে এবং কাজের মান আশানুরূপ না হলে মালিকের সেখানে কিছু করার থাকবে কি না, সে বিষয়ে কিছু বলা নেই। বিষয়গুলি অস্বচ্ছ। যা বায়'এ গারার-এর অন্তর্ভুক্ত।

উদাহরণ স্বরূপ, একটি বিল্ডিং-এর প্রাক্কলিত নির্মাণ ব্যয় ৫ কোটি টাকা। চুক্তি অনুযায়ী মালিককে ২০% অর্থাৎ ১ কোটি টাকা নগদ দিতে হবে। সেই সাথে কোম্পানীর ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ ৮০%-এর উপর ৩% সার্ভিস চার্জ ১২ লাখ টাকা। সেই সাথে ১ম মাসিক কিস্তি ৩ লাখ ৩৩ হাযার ৩৩৩ টাকা। সর্বমোট ১ কোটি ১৫ লাখ ৩৩ হাযার ৩৩৩ টাকা মালিকের পক্ষ থেকে কোম্পানীকে শুরুতেই নগদ দিতে হবে। অথচ কোম্পানীর তখন কোন বিনিয়োগ নেই।

এটি আদৌ কোন ব্যবসা নয়, বরং ধোঁকা। কারণ এতে কোম্পানীর কোন ব্যবসায়িক ঝুঁকি নেই। কেবলই লাভ। যা সূদের শামিল।

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

হয়েছে ৬৬ জনের। প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়, শুধুমাত্র ২০১৭ সালেই হামলা হয়েছে ৫৯টি। আর সে বছর মারা গিয়েছে ১৭ জন। ২০১৭ সালে ১২টি হামলা হয়েছে যুক্তরাজ্যে, ৬টি সুইডেনে এবং গ্রীসে ও ফ্রান্সে দু'টি করে হামলা চালানো হয়েছে। একই বছর যুক্তরাষ্ট্রে হামলা হয়েছে ৩০টি। তাতে নিহত হয়েছে ১৬ জন। সংস্থাটির হিসাব মতে নারকীয় এই সব হামলার অধিকাংশই পরিচালিত হয়েছে মুসলিম বিরোধী ভাবাবেগে আক্রান্ত উগ্র ডানপন্থী শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা। গ্লোবাল টেরোরিজম ডাটাবেজ-এর দেয়া তথ্যে জানা যায়, ২০১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে যেসব সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে, সেগুলির তিনভাগের দুইভাগ চালিয়েছে বর্ণবাদী, মুসলিম বিরোধী, ইহূদী বিরোধী, ফ্যাসিস্ট, সরকার বিরোধী এবং জাতিবিরোধী ভাবাবেগে তাড়িত চরমপন্থী ব্যক্তিরা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইমতিয়াজ আহমদ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সহ বিভিন্ন দেশের শীর্ষ নেতারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমালোচনা করে বক্তব্য দেন বলেই উগ্র ডানপন্থীরা হামলা করতে উৎসাহ পায়। ধর্মীয় সন্ত্রাসের ঘটনাগুলি যেভাবে প্রচারিত হয়, উগ্র ডানপন্থীদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড সেভাবে প্রচারিত হয় না। এখন সেদিকটিতে নযর দেওয়ার সময় এসেছে। কেননা সব জায়গাতেই উগ্র ডানপন্থীদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ প্রতিনিয়ত বেড়েই চলছে।

প্রতিক্রিয়া : সর্বাধিক নিরাপদ ও শান্তিপ্রিয় দেশ হিসাবে খ্যাত নিউজিল্যাণ্ডে হঠাৎ এই মুসলিম হত্যাযজ্ঞে শোকে স্তব্ধ মুসলিম বিশ্বের সাথে নিউজিল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী সহ সাধারণ নাগরিকগণ দুঃখে ও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছেন। সেদেশের মাত্র ৩৮ বছর বয়সী মহিলা প্রধানমন্ত্রী 'জেসিণ্ডা আর্ডার্ন' উপরোক্ত অমানবিক হামলায় যে মানবিক ও সাহসী ভূমিকা রেখেছেন, তা সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। সেই সাথে পুরা নিউজিল্যাণ্ডবাসী মুসলমানদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এ যুগে এরূপ উদারতার ঘটনা বিরল। আমরা সেদেশের প্রধানমন্ত্রী ও জনগণকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাই। এই সন্ত্রাসী হামলায় চরমপন্থা পরাজিত হয়েছে এবং ইসলাম বিজয়ী হয়েছে। ইতিমধ্যে সেদেশের সাধারণ মানুষ ইসলামের প্রতি যেভাবে ঝুঁকে পড়েছেন, তা সত্যিই ঈর্ষণীয়। খবরে প্রকাশ, হামলার দু'দিনের মধ্যেই সেদেশের ৩৫০ জন অমুসলিম ইসলাম কবুল করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ! এই ধারা অব্যাহত থাকলে ইনশাআল্লাহ দেশটিতে ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করবে এবং সারা বিশ্বে এর ব্যাপক প্রভাব পড়বে। এ মুহূর্তে কেবলই প্রয়োজন ধৈর্য্যের, তাক্বওয়ার ও উদারতার। ইসলামের বিজয় নির্ভর করে উক্ত তিনটি বিষয়ের উপর। অতএব সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমাদের আহ্বান, আসুন! ইসলামের বিজয়ের স্বার্থে ও পরকালীন মুক্তির জন্য আমরা সকল প্রকার চরমপন্থী উস্কানী হ'তে বিরত থাকি এবং নিজেদের সদাচরণের মাধ্যমে সর্বত্র ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরি।

পরিশেষে নিহত মুছল্লীগণ সবাই পরকালে শহীদের মর্যাদায় অভিষিক্ত হউন এবং আহতদেরকে আল্লাহ দ্রুত সুস্থতা দান করুন, আমরা আল্লাহ্‌র দরবারে কায়মনে সেই প্রার্থনা করি- আমীন! *(স.স.)*।